হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ১ হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

⇨ **American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)** - এর মতে "আর্থিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লেনদেন ও ঘটনাসমূহকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবং অর্থের পরিমানে লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ, ও উহার ফলাফল বিশ্লেষণ করার কৌশলকে - হিসাববিজ্ঞান বলে।

⇨ **American Accounting Association (AAA)** - এর মতে, "যে পদ্ধতি আর্থিক তথ্য নির্ণয় পরিমাপ ও সরবরাহ করে উহার ব্যবহারকারীদের বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাহায্য করে তাকে হিসাববিজ্ঞান বলে।

- আর্থিক তথ্য সরবরাহ করে বলে হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের – **ভাষা বলা হয়।**
- পেরুর অধিবাসীরা – **কীপু নামক রঙিন সুতায়** গিট দিয়ে হিসাব রাখত।
- সনাতন পদ্ধতি হলো হিসাবের – **ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের স্বর্ণসূত্র।**
- লেনদেন এবং ঘটনা এক নয়। প্রত্যেক লেনদেন ঘটনা কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা লেনদেন নয়। ঘটনা প্রধানত – **দুই প্রকার (i) আর্থিক (ii) অনার্থিক।**
- অর্থ বা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় এমন কোনো ঘটনার দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে সেটি হবে – **লেনদেন।**
- 'লেন-দেন' এর আভিধানিক অর্থ হলো – **'গ্রহণ ও দান' বা 'আদান-প্রদান'**
- লেনদেনের সাথে যে সকল লিখিত ও বৈধ প্রমাণাদি থাকে তাকে বলে লেনদেনের – **প্রামাণ্য দলিল বা প্রমাণ পত্র।**
- বিক্রেতা ধারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের পূর্ণ বিবরণ ও মূল্য পরিশোধের শর্ত ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ক্রেতার নিকট যে পত্র পাঠায় তাই – **চালান।**
- নগদ অর্থের আদান-প্রদান সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈনন্দিন লেনদেনের যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তা – **ভাউচার।**
- নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিক্রেতা যে ছাপানো রসিদ প্রদান করে তাকে বলে – **ক্যাশমেমো।**
- IASC ও AICPA কোথায় অবস্থিত – **যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।**
- হিসাবরক্ষণ হলো লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের – **কৌশল।**
- মুনাফার উদ্দেশ্যবিহীন লেনদেনকে বলে – **অ-কারবারি লেনদেন।**
- যাবতীয় খরচ হিসাব যখন বকেয়া থাকে তখন দায় বৃদ্ধি পায় এবং মালিকানা হ্রাস পায়। আয় যখন বকেয়া থাকে তখন – **সম্পদ ও মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়।**
- যাবতীয় সম্পদ হিসাব যখন নগদ টাকার লেনদেন করা হয় তখন শুধু হিসাব সমীকরণের সম্পদের উপর প্রভাব পড়বে অর্থাৎ – **সম্পদ বৃদ্ধি ও হ্রাস পাবে।**
- যাবতীয় দায় যখন পরিশোধ করা হয় তখন দায় ও সম্পদ হ্রাস পায়। কিন্তু মালিক কর্তৃক সরাসরি দায় পরিশোধ হলে দায় হ্রাস পায় ও মালিকানা বৃদ্ধি পায়।
- কোনো খরচ ও আয়ের আগে যদি বকেয়া বা অগ্রিম লেখা থাকে তাকে – **ব্যক্তিবাচক হিসাব বা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব বলে।**
- উদ্বৃত্ত পত্রের দায় ও সম্পদ পাশে যত হিসাব যাবে সে সকল হিসাবের জের কখনো শূন্য হয় না এবং এগুলোকে – **বাস্তব হিসাব বলে।**
- নির্দিষ্ট সময়ান্তে সমজাতীয় লেনদেনসমূহকে দ্বৈতসত্তার বিশ্লেষণ করে এর ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করে উপযুক্ত শিরোনামের অধীনে সাজিয়ে যে সংক্ষিপ্ত ও শ্রেণিবদ্ধ বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে – **হিসাব বলে।**
- কারবারের প্রতিটি লেনদেন দ্বৈতসত্তায় বিশ্লেষণ করে খতিয়ানস্থিত হিসাবের একটি পক্ষ বা হিসাবকে ডেবিট এবং অপর পক্ষ বা হিসাবকে ক্রেডিট করে লেনদেন হিসাবভুক্ত করতে হয়।
- হিসাব খাতের মাধ্যমে লেনদেনসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে – **স্থায়ী রেকর্ড রাখা হয়।**
- পাওনাদারবৃন্দের নামে পৃথক পৃথক হিসাব খোলা হলে তা পাওনাদার হিসাব এর সহকারী হিসাব আর পাওনাদার হিসাব হলো – **নিয়ন্ত্রণ হিসাব।**
- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক পণ্য/কাঁচামালের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রয় হিসাব না খুলে পণ্যদ্রব্য/ কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ হিসাব খুলতে পারে যা হতে যে কোনো সময় মজুতকৃত কাঁচামালের মূল্য জানা যাবে।

Bodies & Organizations

AAA = American Accounting Association.
AIA = Association of International Accountants / American Institute of Accountants.
ACCA = Association of Chartered Certified Accountants.
CIMA = Chartered Institute of Management Accountants.
FASB = Financial Accounting Standards Board, Successor of Accounting Principles Board (SAPB).
IASB = International Accounting Standards Board, Successor of International Accounting Standards Committee (IASC).
ICAB = Institute of Chartered Accountants of Bangladesh [Established in 1973]
ICMAB = Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh [Established in 1977]

Some Professional Degrees

CA = Chartered Accountants.
FCMA = Fellow of Cost and Management Accountants.
ACCA = Associate of Chartered Certified Accountants.
CMA = Cost and Management Accountants.
CPA = Certified Public Accountants.

Some Standards and Principles

BFRS = Bangladesh Financial Reporting Standards (Adopted by ICAB from IFRS).
IFRS = International Financial Reporting Standards.
GAAS = Generally Accepted Accounting Standards.
GAAP = Generally Accepted Accounting Principles.
IAASB = International Auditing and Assurance Standards Board.

✪ **হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞান এর তুলনামূলক চিত্র :**

হিসাবরক্ষণ (Bookkeeping)	হিসাববিজ্ঞান (Accounting)
• হিসাববিজ্ঞানের লিপিবদ্ধকরণ ধাপ (Record keeping part) হলো হিসাবরক্ষণ। • হিসাবরক্ষণের কাজ হলো লেনদেনগুলোকে প্রাথমিকভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা এবং লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনের শ্রেণিবদ্ধ করা। • হিসাবরক্ষণ হলো প্রাথমিক স্তর। • হিসাবরক্ষণ কাজে হিসাবচক্রের দুটি ধাপের প্রয়োগ দেখানো হয়- ক. জাবেদাভুক্তকরণ খ. খতিয়ানভুক্তকরণ। • হিসাবরক্ষণ নিম্নোক্ত তিনটি কার্য সম্পাদন করে ১. লেনদেনসমূহ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ২. লেনদেনসমূহ জাবেদাভুক্তকরণ ৩. লেনদেনসমূহ স্থানান্তরকরণ বা খতিয়ানভুক্তকরণ। • হিসাবরক্ষণ হিসাববিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র।	• হিসাববিজ্ঞান হলো একটি ব্যবহারিক শাস্ত্র। • এর প্রধান কাজ হলো হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেন হতে হিসাব বিবরণী তৈরি করা এবং লিপিবদ্ধকৃত হিসাবের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদান করা এবং এ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী/পক্ষের নিকট সরবরাহ করা। • হিসাবরক্ষণের কাজ যেখানে শেষ হয় হিসাববিজ্ঞানের কাজ সেখানে শুরু হয়। • হিসাববিজ্ঞান হলো চূড়ান্ত স্তর। • হিসাবরক্ষণ হলো হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

✪ **হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

হিসাববিজ্ঞানের বয়স চার হাজার বছরের মতো যা মানব সভ্যতার মতো প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়। হিসাববিজ্ঞানের এই ইতিহাসকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. উন্মেষকাল/উৎপত্তিকাল : মানব সভ্যতার শুরু হতে ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত। যাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রস্তর যুগ : পর্বতের গুহায় পাথরে দাগ কেটে বা চিহ্ন করে আহরণকৃত পশুপাখি ও ফলমূলের হিসাব রাখত।

২. প্রাচীন যুগ : সামাজিক জীবন শুরু হয়। দেয়ালে দাগ কেটে, রশিতে গিট দিয়ে এবং প্যাপিরাস নামক গাছের পাতায় হিসাব রাখত।

৩. বিনিময় যুগ : বিনিময় প্রথা চালু হয়, মাটির ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কপাটের অভ্যন্তরে রং দিয়ে দাগ কেটে হিসাব রাখত। এই যুগকে বিনিময় যুগ বলা হয়।

৪. মুদ্রা যুগ : এ যুগে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। কৃষি, শিল্প, ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

খ. প্রাক-বিশ্লেষণ কাল/মধ্য যুগ (১৪৯৪-১৮০০) : লুকা প্যাসিওলি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্বলিত Summa de Arithmetica Geometria Proportioniet Proportionalite গ্রন্থের আবিষ্কার করেন।

গ. বিশ্লেষণ কাল (১৮০১-১৯৫০) : শিল্পবিপ্লব ঘটে কোম্পানির নিরীক্ষা শাস্ত্র, কোম্পানি আইন, আয়কর প্রভৃতির আবিষ্কার হয়।

ঘ. আধুনিক কাল (১৯৫১-বর্তমান) : আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় এবং ব্যবস্থাপনা / আর্থিক / উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।

✪ **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী	বহিস্থ ব্যবহারকারী
• ব্যবস্থাপক (Manager) • উৎপাদন পরিদর্শক (Production Supervisor) • অর্থ পরিচালকগণ (Finance Directors) • কোম্পানির কর্মকর্তাগণ (Company officers) • সারি ব্যবস্থাপক (Line Manager) • পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) • উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ (Top level officers) • বিপণন ব্যবস্থাপক (Marketing Manager) • উৎপাদন ব্যবস্থাপক (Production Manager) • আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক (Internal Auditors) • ট্রেজারার (Treasurer) • প্রধান হিসাবরক্ষক (Chief Accountant) • একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিক (Proprietor)	• বিনিয়োগকারী (Investors)/ শেয়ারহোল্ডার (Share or Stock Holders) • পাওনাদার/সরবরাহকারী (Suppliers) • দেনাদার/ক্রেতা (Customers) • আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Financial Institutions) • প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান (Competitor Company) • অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারীগণ (Economic Planners) • নিরীক্ষক (Auditor) • গবেষকগণ (Researchers)/ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ (Academicians) • নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Regulatory agencies)(যেমন : Securities Exchange Commission (SEC)) • কর কর্তৃপক্ষ (Taxing Authorities) • শ্রমিক সংঘ (Labor Union) • সম্ভাব্য ক্রেতা (A Prospective Buyer)। • কর্মচারীগণ (Employess) • সম্ভাব্য অংশীদার (A prospective partner)

✪ **হিসাববিজ্ঞান কলা না বিজ্ঞান :** কলা হলো কোনো কার্য সম্পাদনের কৌশল বা পদ্ধতি যা বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফসল, অন্যদিকে বিজ্ঞান হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান এবং এ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া। হিসাববিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয় আছে যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এ সকল ধাপকে অতিক্রম করে জন্ম নিয়েছে এবং প্রচলিত রূপ সংশোধিত হয়ে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই হিসাববিজ্ঞানকে কখনো কলা আবার কখনো বিজ্ঞান হিসেবে দেখা হয়। প্রকৃত বিচারে এটি কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই।

✪ **হিসাববিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র :** হিসাববিজ্ঞানের প্রতিটি পর্যায়ে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। হিসাববিজ্ঞান হচ্ছে আর্থিক ঘটনাসমূহ শনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। আর গণিতশাস্ত্র হচ্ছে উপাত্তসমূহের যৌক্তিক বিশ্লেষণ। হিসাববিজ্ঞানে গণিতশাস্ত্রের ব্যবহার প্রচুর। গাণিতিক প্রয়োগ ছাড়া হিসাববিজ্ঞান অসম্পূর্ণ।

✪ **হিসাববিজ্ঞানের জনক, প্রথম গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

হিসাববিজ্ঞানের জনক লুকা প্যাসিওলি ১৪৯৪ সালে হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্বলিত ৫টি অংশ বিশিষ্ট সুম্মা ডি এরিথমেটিকা, জিওমেটরিয়া, প্রপোরশনিয়েট প্রপোরশনালিটা আবিষ্কার করেন। এতে Bookkeeping এর উপর ৩৬টি অধ্যায় ছিল।

➡ গ্রন্থটির লেখক ইতালির ভেনিস শহরের অধিবাসী গণিতশাস্ত্রবিদ পাদ্রি ফাদার লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) (জন্ম-১৪৪৭, মৃত্যু-১৫১৭)।

➡ লুকা প্যাসিওলির পূর্ণ নাম Fra Luca Bartolemeo de pacioli। তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ঘনিষ্ট বন্ধু ও শিক্ষক এবং ক্রিস্টোফার কলম্বাস এর সমসাময়িক।

CamScanner

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো– প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ চিহ্নিতকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য/প্রাথমিক উপযোগিতা হলো– আগ্রহী ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।
- হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় ৩ টি ধাপ রয়েছে– লেনদেন শনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং তথ্য সরবরাহকরণ।
- হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার ১ম ধাপ হলো– লেনদেনসমূহ চিহ্নিতকরণ বা শনাক্তকরণ।
- লিপিবদ্ধকরণ বা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার ১ম ধাপ হলো– লেনদেনসমূহ বিশ্লেষণ।
- রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ হিসাবচক্রের একটি আবশ্যিক পালনীয় ধাপ কিন্তু ইহা লিপিবদ্ধকরণের (হিসাবরক্ষণ) অংশ নয়।
- হিসাববিজ্ঞানের মূল উপাদান হলো– লেনদেন এবং আউটপুট হলো– আর্থিক বিবরণী।
- ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান (Managerial Accounting) অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্য– অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন (Internal Report) সরবরাহ করে।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের জন্য– বাহ্যিক প্রতিবেদন (External Report) সরবরাহ করা হয়।
- শেয়ারহোল্ডার ও বিনিয়োগকারীগণ হিসাববিজ্ঞান তথ্যাবলির– বহিঃস্থ ব্যবহারকারী। [বি.দ্র. একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিককে হিসাব তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।]
- নিরীক্ষকগণ (Auditors) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের– বহিঃস্থ ব্যবহারকারী।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ (Internal Auditors) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের– অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী।
- কর্মচারীগণ (যেমন: উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মজুরি ভিত্তিক কর্মচারী) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের– বহিঃস্থ ব্যবহারকারী।
- উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ (যেমন: CEO, CFO, Director) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের– অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী।
- অর্থ পরিচালকগণ (Finance Directors) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের– অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী।
- অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারীগণ (Economic Planners) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের– বহিঃস্থ ব্যবহারকারী।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রধান শাখা হলো– আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপকীয় হিসাববিজ্ঞান।
- পেশাগত হিসাববিজ্ঞানী কর্তৃক সম্পাদিত ৩টি কাজ হলো– হিসাব নিরীক্ষণ, ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শ, কর ব্যবস্থাপনা।
- হিসাব সমীকরণ বা উদ্বৃত্ত সমীকরণ আবিষ্কার করেন– আমেরিকার হিসাববিজ্ঞানীগণ/American Accounting Association (AAA).
- IASB (International Accounting Standard Board) গঠিত হয়– ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল; এর পূর্বনাম IASC (International Accounting Standard Committee)। IASC অবস্থিত যুক্তরাজ্যে– প্রতিষ্ঠিত ১৯৭৩ সালে।
- ICAB প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৩ সালে। ICAB বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে/অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ঢাকার কারওয়ান বাজার অবস্থিত।
- ICMAB প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৭ সালে।
- সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালাসমূহ হলো– GAAP।
- IAS এর বর্তমান নাম– IFRS।
- আর্থিক বিবরণীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য রচিত মান– IFRS। বাংলাদেশের জন্য– BFRS।
- দুটি ভিত্তির মূল পার্থক্য– আয় ও ব্যয়ের স্বীকৃতি প্রদানে।
- লেনদেনের সাথে যে সকল লিখিত ও বৈধ প্রমাণাদি থাকে তাকে বলে লেনদেনের– প্রামাণ্য দলিল বা প্রমাণ পত্র।
- বিক্রেতা ধারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের পূর্ণ বিবরণ ও মূল্য পরিশোধের শর্ত ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ক্রেতার নিকট যে পত্র পাঠায় তাই– চালান।
- নগদ অর্থের আদান-প্রদান সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈনন্দিন লেনদেনের যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তা– ভাউচার।
- নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিক্রেতা যে ছাপানো রসিদ প্রদান করে তাকে বলে– ক্যাশমেমো।
- লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনা– নগদ অথবা অনগদ হতে পারে এবং কখনও দৃষ্টিগোচর হয়, আবার কখনও হয় না।
- হিসাববিজ্ঞান/হিসাবরক্ষণের মূল উপাদান হলো– লেনদেন/আর্থিক ঘটনা।
- প্রতিটি লেনদেন প্রভাবিত করে– হিসাব সমীকরণকে/উদ্বৃত্ত সমীকরণকে।
- প্রতিটি লেনদেনের ফলে প্রভাবিত হয়– আর্থিক অবস্থা/উদ্বৃত্তপত্র/আর্থিক অবস্থার বিবরণী।
- প্রধান ক্যাশিয়ার কর্তৃক খুচরা ক্যাশিয়ারকে টাকা প্রদান– আন্তঃলেনদেন।
- প্রধান ক্যাশিয়ার কর্তৃক খুচরা ক্যাশিয়ারকে বেতন প্রদান– বহিঃস্থ/বাহ্যিক লেনদেন।
- যে আইটেম গুলোর জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না– অবচয়, অবলোপন, কু-ঋণ অবলোপন, নগদ বাট্টা, স্টক লভ্যাংশ।
- নগদ বাট্টা (ক্রয় বাট্টা এবং বিক্রয় বাট্টা- আমেরিকান) একটি– অনগদ লেনদেন।
- ক্রীত পণ্য মনিহারি হিসেবে ব্যবহার এবং পেটি ক্যাশিয়ারকে টাকা প্রদান– আন্তঃ লেনদেন।

Part 3 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

➤ মৌলিক এবং সম্প্রসারিত (বর্ধিত) হিসাব সমীকরণ (সূত্র) :

এক মালিকানা ব্যবসায়	মৌলিক সমীকরণ	সম্পত্তি = দায় + মালিকের স্বত্ব (Assets = Liabilities + Owner's Equity) সংক্ষিপ্তরূপ : A = L + OE
	সম্প্রসারিত সমীকরণ	সম্পত্তি = দায় + মালিকের মূলধন + আয় – ব্যয় – মালিকের উত্তোলন (Assets = Liabilities + Owner's Capital + Revenue – Expense – Owner's Drawing)
অংশীদারি ব্যবসায়	মৌলিক সমীকরণ	সম্পত্তি = দায় + অংশীদারদের স্বত্ব (Assets = Liabilities + Partners'Equity) সংক্ষিপ্তরূপ : A = L + PE
	সম্প্রসারিত সমীকরণ	সম্পত্তি = দায় + অংশীদারদের মূলধন + আয় – ব্যয় – অংশীদারদের উত্তোলন (Assets = Liabilities + Partners' Capital + Revenue – Expense – Partners's Drawing)
কোম্পানি	মৌলিক সমীকরণ	সম্পত্তি = দায় + শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব (Assets = Liabilities + Shareholders' Equity) সংক্ষিপ্তরূপ : A = L+ SE
	সম্প্রসারিত সমীকরণ	সম্পত্তি = দায় + পরিশোধিত মূলধন + আয় – ব্যয় – লভ্যাংশ – ট্রেজারি স্টক (Assets = Liabilities + Paid in Capital + Revenue – Expense – Dividend –Treasury Stock)

⇨ কোন একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ ১০,০০০ টাকা, পাওনাদার ৫০,০০০ টাকা, ব্যাংকে জমা ৩০,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ২৫,০০০ টাকা, নিট আয় ৭,০০০ টাকা ভাড়া ৩,০০০ টাকা। ব্যবসায়ে দায়ের পরিমাণ কত? [হাজী দানেশ বি প্র বি : ১১-১২]

সমাধান : এখানে, দায় = (পাওনাদার + প্রদেয় বিল)
= (৫০,০০০ + ২৫,০০০)
= ৭৫,০০০ টাকা

⇨ একটি হিসাব সমীকরণে সম্পদ ৯০,০০০ টাকা এবং দায় ৫০,০০০ টাকা। এখানে আর একটি দফা কী এবং তার পরিমাণ কত? [পাবিপ্রবি : ১২-১৩]

সমাধান : হিসাব সমীকরণ হলো, সম্পদ = দায় + মালিকানাস্বত্ব
⇒ ৯০,০০০ = ৫০,০০০ + মালিকানাস্বত্ব
⇒ মালিকানাস্বত্ব = ৯০,০০০ – ৫০,০০০
= ৪০,০০০ টাকা।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

⇨ যদি নাভানা লিঃ এর সম্পত্তি এবং দায় যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা এবং ৯০,০০০ টাকা হ্রাস পায় তবে মালিকানা স্বত্বের উপর তার কী প্রভাব পড়বে?

সমাধান : আমরা জানি, সম্পত্তি হ্রাস পেলে মালিকানা স্বত্ত্ব হ্রাস পায় এবং দায় হ্রাস পেলে মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

এখানে, মালিকানা স্বত্বের হ্রাস/ বৃদ্ধি = (– ৫০,০০০ + ৯০,০০০)= ৪০,০০০

অর্থাৎ মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি পাবে = ৪০,০০০ টাকা।

⇨ এবিসি কোম্পানির বৎসরের প্রারম্ভে মোট সম্পত্তি ও দায় ছিল যথাক্রমে ৮,০০,০০০ টাকা এবং ৫,০০,০০০ টাকা। যদি সংশ্লিষ্ট বৎসরে সম্পত্তি ১,৫০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পায় এবং দায় ৮০,০০০ টাকা হ্রাস পায় তবে বৎসর শেষে মালিকানা স্বত্ব কত হবে? [জবি : ১১-১২]

সমাধান : বৎসরের প্রারম্ভিক মালিকানাস্বত্ব = প্রারম্ভিক সম্পত্তি – প্রারম্ভিক দায়

= (৮,০০,০০০ – ৫,০০,০০০) = ৩,০০,০০০ টাকা

সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়

আবার, দায় হ্রাস পাওয়ায় মালিকানাস্বত্ব বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বৎসর শেষে মালিকানাস্বত্বের পরিমাণ = (৩,০০,০০০ + ১,৫০,০০০ + ৮০,০০০) = ৫,৩০,০০০ টাকা।

⇨ বছরের শুরুতে মালিকানাস্বত্ব ও মোট সম্পত্তি ছিল যথাক্রমে ৩৩,৪০০ টাকা ও ৮০,৫০০ টাকা। ঐ বছরে সম্পত্তি ৫০% বেড়ে গেল এবং দায় ৬০% কমে গেল। বছরের শেষে মালিকানাস্বত্ব কত? [রাবি : ১৭-১৮]

সমাধান : প্রারম্ভিক দায় (৮০,৫০০ – ৩৩,৪০০) = ৪৭,১০০ টাকা

সম্পত্তি ৫০% বেড়েছে = (৮০,৫০০ × ৫০%) = ৪০,২৫০ টাকা

দায় কমেছে ৬০% = (৪৭,১০০ × ৬০%) = ২৮,২৬০ টাকা

∴ সম্পত্তি বাড়লে মালিকানাস্বত্ব বাড়ে এবং দায় কমলে মালিকানাস্বত্ব বাড়ে।

∴ সমাপনী মালিকানাস্বত্ব = (৩৩,৪০০ + ৪০,২৫০ + ২৮,২৬০)

= ১,০১,৯১০ টাকা।

⇨ একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের উদ্বৃত্তগুলো হলো যথাক্রমে দালানকোঠা ২০,০০০ টাকা, বিবিধ দেনাদার ৫,০০০ টাকা নগদ ৯,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ১০,০০০ টাকা, পাওনাদারের ৬,০০০ টাকা, বন্ধকী ঋণ ৮,০০০ টাকা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাস্বত্ব কত টাকা? [হামোদাবিপ্রবি : ১১-১২]

সমাধান : আমরা জানি যে, মোট সম্পত্তি = মোট দায় + মালিকানাস্বত্ব

অতএব, মালিকানাস্বত্ব = মোট সম্পত্তি – মোট দায়

এখানে, মোট সম্পত্তি = (দালান কোঠা + বিবিধ দেনাদার + নগদ)

= (২০,০০০ + ৫,০০০ + ৯,০০০) = ৩৪,০০০ টাকা।

মোট দায় = (প্রদেয় বিল + পাওনাদার + বন্ধকী ঋণ)

= (১০,০০০ + ৬,০০০ + ৮,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

∴ মালিকানাস্বত্ব = (৩৪,০০০ – ২৪,০০০) টাকা = ১০,০০০ টাকা।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অনাদায়ী পাওনা কোন জাতীয় হিসাব ?
Ⓐ আয় Ⓑ সম্পদ Ⓒ ব্যয় Ⓓ দায় Ans C

02. চলমান ব্যবসায় ধারণা অনুসারে সম্পদ কত প্রকার?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ Ans A

03. প্রতিটি লেনদেনে কয়টি হিসাব খাত থাকে ?
Ⓐ দুটি Ⓑ তিনটি Ⓒ চারটি Ⓓ ছয়টি Ans A

04. লেনদেনের উৎস কী ?
Ⓐ ক্রয় Ⓑ বিক্রয় Ⓒ অর্থ Ⓓ ঘটনা Ans D

05. কোনটিকে বাংলাদেশে প্রচলিত হিসাবের আদর্শ মান বলা হয়?
Ⓐ BAS Ⓑ IAS Ⓒ IFRS Ⓓ AICPA Ans A

06. প্রতিটি লেনদেনে কমপক্ষে কয়টি পক্ষ জড়িত থাকে?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি Ans B

07. সাধারণত কোনটি প্রাপ্য বিল দ্বারা প্রভাবিত হয়-
Ⓐ বিক্রয় Ⓑ দেনাদার Ⓒ পাওনাদার Ⓓ নগদ Ans B

08. কোনটি ডেবিট এর সংক্ষিপ্ত রূপ–
Ⓐ Dt. Ⓑ Dbt. Ⓒ Dre. Ⓓ Dr. Ans D

09. নামিক হিসাবে ডেবিট ব্যালেন্স বলতে কী বুঝায়?
Ⓐ দেনা Ⓑ সম্পত্তি Ⓒ ব্যয় Ⓓ লাভ Ans C

10. বিক্রয়কারীর নিকট ভ্যাট কী?
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয় Ⓒ দায় Ⓓ সম্পদ Ans C

11. মোট সম্পত্তি ১,০০,০০০.০০ টাকা, মোট দায় ৬০,০০০.০০ টাকা, সম্ভাব্য দায় ১০,০০০.০০ টাকা হলে মালিকানা স্বত্ব (Owners Equity) হবে-
Ⓐ ৪০,০০০ Ⓑ ৩০,০০০
Ⓒ ৫০,০০০ Ⓓ ৬০,০০০ Ans A

12. কোনটি গুণগত পরিবর্তনের উদাহরণ?
Ⓐ দায় পরিশোধ Ⓑ অবচয় ধার্য
Ⓒ ধারে সম্পত্তি ক্রয় Ⓓ নগদে সম্পত্তি ক্রয় Ans D

13. স্থায়ী সম্পত্তির অবিরত ব্যবহারের ক্ষয়-ক্ষতি কোন ধরনের লেনদেন?
Ⓐ নগদ লেনদেন Ⓑ বাকি লেনদেন
Ⓒ দৃশ্যমান লেনদেন Ⓓ অদৃশ্যমান লেনদেন Ans D

14. ভবিষ্যতের কোনো তারিখে টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। এটি কোন ধরনের লেনদেন?
Ⓐ নগদ লেনদেন Ⓑ আভ্যন্তলেনদেন
Ⓒ ধারে লেনদেন Ⓓ অদৃশ্য লেনদেন Ans C

15. প্রভিডেন্ট ফান্ডে কোম্পানির দান ২০,০০০ টাকা কোন প্রকার লেনদেন?
Ⓐ বহিঃলেনদেন Ⓑ আভ্যন্তলেনদেন
Ⓒ নগদ লেনদেন Ⓓ অনগদ লেনদেন Ans B

16. 'যন্ত্রপাতির অবচয়' হিসাব সমীকরণের কোন দুটির পরিবর্তন ঘটায়?
Ⓐ A ও Z Ⓑ A ও OE
Ⓒ L ও OE Ⓓ OE ও I Ans B

17. বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ হিসাব সমীকরণে এর প্রভাব কী?
Ⓐ A বৃদ্ধি ও L বৃদ্ধি Ⓑ A হ্রাস ও OE হ্রাস
Ⓒ A বৃদ্ধি ও OE বৃদ্ধি Ⓓ A হ্রাস ও OE বৃদ্ধি Ans C

18. প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বিজ্ঞজনেরা কোন পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করত?
Ⓐ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে Ⓑ আধুনিক পদ্ধতিতে
Ⓒ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে Ⓓ সম্পূর্ণ হিসাব ব্যবস্থায় Ans C

19. হিসাব ব্যবহার করা হয় কেন?
Ⓐ লেনদেন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে
Ⓑ লেনদেন অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে
Ⓒ লেনদেন প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ করতে
Ⓓ লেনদেন বিশ্লেষণ করতে Ans A

20. চাকরিজীবীদের কর নির্ধারণ হয় কীসের ভিত্তিতে?
Ⓐ আয়ের Ⓑ ব্যয়ের
Ⓒ সম্পদের Ⓓ দায়ের Ans A

21. আধুনিক পদ্ধতিতে কোনটির আলোকে হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে?
Ⓐ হিসাব সমীকরণ Ⓑ হিসাবের প্রকৃতি
Ⓒ হিসাবের ভিত্তি Ⓓ লেনদেনের প্রকৃতি Ans A

22. GAAP কত সালে গঠিত হয়?
Ⓐ ১৯২৫ Ⓑ ১৯৩০
Ⓒ ১৯৩৫ Ⓓ ১৯৪০ Ans B

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ২ হিসাবের বইসমূহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনে কমপক্ষে দুটি পক্ষ জড়িত। সুবিধা গ্রহণকারী পক্ষকে বলা হয় ডেবিট ও সুবিধা প্রদানকারী পক্ষকে বলা হয় ক্রেডিট। এটাই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিতে লেনদেনের দুটি পক্ষ সবসময় সমান (Dr = Cr) হয়।

→হিসাববিজ্ঞানের মূলভিত্তি- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি।
→দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল ভিত্তি- লেনদেন ।

⇨ ১৪৯৪ সালে ইতালীয় ধর্মযাজক ও গণিত শাস্ত্রবিদ লুকা ডি প্যাসিওলি (Luca de Pacioli) হিসাবরক্ষণের বিজ্ঞান ভিত্তিক দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর প্রথম বই প্রকাশ করেন।

- দুতরফা দাখিলা হিসাব ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট এই দ্বৈতসত্তাকে একই হিসাবের বইয়ে – **একটি ডেবিট এবং অন্যটি সমপরিমাণ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করে লিপিবদ্ধ করা হয়।**
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে টাকা বা টাকায় পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈতসত্তায় প্রকাশ করা হয়।
- তিনঘরা নগদান বই একই সাথে – **চারটি হিসাব সংরক্ষণ করে। যথা :**
  ১. নগদান হিসাব ২. ব্যাংক হিসাব ৩. প্রাপ্ত বাট্টা হিসাব ৪. প্রদত্ত বাট্টা হিসাব
- **ক্রয় বই ও ক্রয় হিসাব :** ক্রয় বই জাবেদা এবং ক্রয় হিসাব খতিয়ান। ক্রয় হিসাবে বাকিতে এবং নগদ ক্রয় লেখা হয়।
- দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে, ব্যক্তি, সম্পত্তি ও দায় জাতীয় হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। তাই সহজেই এ থেকে উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করে কারবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা সম্ভব হয়।
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাবের বিবিধ সুবিধা থাকায় "আধুনিক হিসাবশাস্ত্র"- ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে।
- দুতরফা হিসাব পদ্ধতিতে লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের – **দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে।** (১) সনাতন পদ্ধতি ও (২) আধুনিক পদ্ধতি।
- ১৪৯৪ সালে ইতালীয় ধর্মযাজক – **লুকা প্যাসিওলি** তার 'Summa De Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalite" নামক গ্রন্থে দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন ।
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য – **তিনটি।**
- **হিসাব চক্র :** হিসাব চক্র বলতে হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলির ধারাবাহিক পরিক্রমণ বা ঘূর্ণায়মান অবস্থা বোঝায়।
- প্রতিষ্ঠানের অনির্দিষ্ট জীবনকালকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ে বিভক্ত করা হয়। যার প্রতিটি অংশকে হিসাবকাল বলে। আর প্রত্যেক হিসাবকালে হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে।
- হিসাব চক্রের ধাপ নির্ণয়ে দুই ধরনের মতামত প্রচলিত আছে।
  (i) ব্রিটিশ পদ্ধতির মতামত অনুসারে হিসাব চক্রের ধাপ – **৫টি।**
  (ii) আমেরিকান পদ্ধতি বা মতামত- অনুসারে হিসাব চক্রের ধাপ – **১০টি।**
- হিসাব চক্রের মাধ্যমে বিগত বছর ও চলতি বছরের হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।
- একটি হিসাবচক্রে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় ৩ বার (৪, ৬ ও ৯ নং ধাপে)।
- পূর্ববর্তী হিসাবকালে প্রদত্ত বকেয়া সংক্রান্ত সমন্বয় দাখিলার বিপরীত দাখিলা দেওয়া হয়।
- শুধু বিপরীত দাখিলা দেওয়ার ফলেই আয়বাচক ও ব্যয়বাচক হিসাবের অস্বাভাবিক জের সৃষ্টি হয়।
- হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ – **লেনদেন বিশ্লেষণ।**
- হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো – **লেনদেন চিহ্নিতকরণ।**
- আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয় – **অসমন্বিত রেওয়ামিল থেকে।**
- সংশোধনী দাখিলা হিসাব চক্রের একটি – **পরিত্যাজ্য ধাপ।**
- সমাপনী দাখিলা ও সমাপন পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় হিসাবকালের – **শেষ দিন।**
- **হিসাব চক্রের যে ধাপগুলো হিসাবকাল অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হয় সেগুলো হলো :** রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ, সমন্বয় দাখিলা জাবেদাভুক্তকরণ ও স্থানান্তর, সমন্বিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ, আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণ।
- Journal বা জাবেদা শব্দটি ফরাসি Jour শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। ফরাসি ভাষায় Jour অর্থ দিন বা দিবস। Journal এর বাংলা পরিভাষা হলো – **জাবেদা বা দৈনিক বই (Day Book).**
- দৈনন্দিন লেনদেনগুলো প্রতিদিন যে বইতে লেখা হয় তার নাম – **"জাবেদা"।**
- জাবেদাকে দৈনন্দিন আর্থিক ঘটনা প্রবাহের – **তথ্যকেন্দ্র বলা হয়।**
- সাধারণত **দিন শেষে** নগদান বইয়ের ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়।
- ডেবিট নোট বা দেনালিপি সাধারণত – **লাল কালিতে ছাপানো হয়ে থাকে।**
- প্রধান ক্যাশিয়ার অগ্রপ্রদত্ত পদ্ধতিতে খুচরা ক্যাশিয়ারকে সর্বপ্রথম যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে বলে – **Float/Imprest.**
- তিনঘরা নগদান বইতে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য উভয় পাশে তিন প্রকার টাকার ঘর/কলাম (নগদ টাকা, ব্যাংক টাকা ও বাট্টা টাকা) সংরক্ষণ করা হয় এবং মোট ঘর থাকে – **১৪টি।**
- স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করে ব্যবহার উপযোগী করা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ স্থায়ী সম্পত্তির – **অর্জন মূল্যের অন্তর্ভুক্ত।**
- ক্রয় বই/বিক্রয় বই হতে সহকারী খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় – **প্রতিদিন।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ক্রয় বই/বিক্রয় বই হতে সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় – **প্রতি মাসে।**
- হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে হিসাবের প্রাথমিক বহির পরবর্তী স্তরই হচ্ছে হিসাবের – **পাকা বই "খতিয়ান".**
- ইংরেজি Ledge শব্দ হতে Ledger শব্দটির উৎপত্তি। Ledge শব্দের অর্থ শেলফ বা তাক, আর Ledger শব্দের অর্থ – **খতিয়ান।**
- খুচরা নগদান বইতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় খুচরা খরচসমূহ পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয়।
- খতিয়ান থেকে প্রতিটি হিসাব খাতের ফলাফল জানা যায়। অর্থাৎ খতিয়ানের মাধ্যমে খাতওয়ারি – **আয়-ব্যয় নির্ণয় করা যায়।**
- খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্ত/জের দ্বারা রেওয়ামিল তৈরি করে হিসাবের – **গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।**
- খতিয়ান হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফলের – **দর্পণ বিশেষ।**
- চলমান জের ছক বা আদর্শ ছক এ তিনটি টাকার ঘর থাকায় একে – **তিন কলাম বিশিষ্ট ছক** (Three columns Accounts) বলা হয়।
- খতিয়ানের চলমান জের ছককে – **আদর্শ ছক বা Standard form বলা হয়।**
- সকল প্রকার সম্পত্তি, দায় ও মালিকানাস্বত্বের যাবতীয় হিসাবসমূহ রাখা হয় – **সাধারণ খতিয়ানে।**
- প্রাথমিক বইয়ের জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরিভাবে খতিয়ান হিসাব লিখার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা হলো হিসাবরক্ষণের – **চিরকুট পদ্ধতি।**
- সরবরাহকারীদের বা পাওনাদেরর ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায় – **ক্রয় খতিয়ানে।**
- গ্রাহকগণ বা দেনাদারদের ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায় – **বিক্রয় খতিয়ানে।**
- দুইঘরা নগদান বইতে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য উভয় পাশে দুইটি করে টাকার ঘর/কলাম (নগদ টাকা ও ব্যাংক টাকা) সংরক্ষণ করা হয় এবং মোট ঘর থাকে ১২টি।
- তাৎক্ষণিকভাবে হিসাবে জমা হবে এমন দফার মধ্যে মুদ্রা, কাগজি টাকা ছাড়াও বাহকের চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, মানি অর্ডার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ এগুলোর হিসাব নগদান বইতে রাখা হয়।
- **দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাব পদ্ধতি।

১. লেনদেনের দ্বৈতসত্তা
২. কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বা পৃথক সত্তা
৩. প্রত্যেক লেনদেনে দাতা গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট
৪. বিজ্ঞানসম্মত
৫. পূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা
৬. নির্ভরযোগ্য হিসাব লিখন ব্যবস্থা
৭. নির্ভুল হিসাব ব্যবস্থা
৮. সমমূল্যের লেনদেন
৯. সমপরিমাণ ডেবিট ও ক্রেডিট

- **একনজরে হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিই-**

দুভাবে এ ডেবিট– ক্রেডিট নির্ণয় করা যায়। যথা –

১. হিসাবের প্রকৃতি অনুসারে / হিসাব শ্রেণিভিত্তিক (সনাতন পদ্ধতি)।
২. হিসাব সমীকরণ (আধুনিক পদ্ধতি)।

১. সনাতন পদ্ধতিতে ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় : সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব ৩ প্রকার। যথা :

হিসাবের ধরন	ডেবিট	ক্রেডিট
ব্যক্তিবাচক	সুবিধা গ্রহণকারী	সুবিধা প্রদানকারী
সম্পত্তি বাচক	সম্পত্তি আসলে	সম্পত্তি চলে গেলে
নামিক হিসাব	ব্যয় বা ক্ষতি বৃদ্ধি	আয় ও মুনাফা বৃদ্ধি

২. হিসাব সমীকরণের ভিত্তিতে ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয় : আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব ৫ প্রকার। যথা :

হিসাবের ধরন	ডেবিট	ক্রেডিট	স্বাভাবিক জের
সম্পত্তি	বৃদ্ধি পেলে	হ্রাস পেলে	ডেবিট জের
ব্যয়	বৃদ্ধি পেলে	হ্রাস পেলে	ডেবিট জের
দায়	হ্রাস পেলে	বৃদ্ধি পেলে	ক্রেডিট জের
আয়/রাজস্ব	হ্রাস পেলে	বৃদ্ধি পেলে	ক্রেডিট জের
মালিকানাস্বত্ব	হ্রাস পেলে	বৃদ্ধি পেলে	ক্রেডিট জের

- **হিসাব চক্রের ধাপসমূহ :**

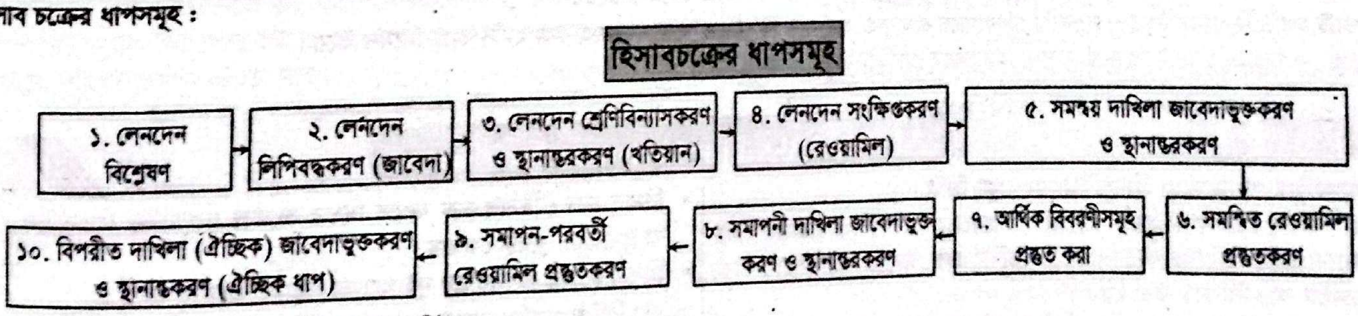

- **হিসাব চক্রের ধাপ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিই-**
- ১, ২ ও ৩ নং ধাপগুলো দৈনন্দিন সম্পন্ন করা হয়। ৪, ৫ ও ৬ নং ধাপগুলো হিসাবকালের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রতি মাসে বা প্রতি তিন মাসে বা প্রতি বছরে সম্পন্ন করা হয়। ৮ ও ৯ নং ধাপ শুধু বার্ষিক হিসাবকাল শেষে সম্পন্ন করা হয়। ১০ নং ঐচ্ছিক ধাপটি পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে করা হয়।
- **হিসাবচক্রের ঐচ্ছিক ধাপ :** ১. কার্যপত্র ও ২. বিপরীত দাখিলা। Kieso, weygandt and kimmel এর মতে, হিসাবচক্রের একটি পরিত্যাজ্য ধাপ হলো "সংশোধনী দাখিলা জাবেদাভুক্তকরণ ও স্থানান্তকরণ"। যদিও 'পরিত্যাজ্য ধাপ' ও 'ঐচ্ছিক ধাপ' এর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

✪ **কারবারি বাট্টা ও নগদ বাট্টার মধ্যে পার্থক্য :**

কারবারি বাট্টা	নগদ বাট্টা
মূল্য তালিকা হতে পাইকারি বা খুচরা ব্যবসায়ী বা ভোক্তাকে যে পরিমাণ ছাড় দেওয়া হয় তাকে কারবারি বাট্টা বলে।	ধারে বিক্রীত পণ্যের মূল্য যথাসম্ভব শীঘ্র আদায় করার উদ্দেশ্যে বিক্রেতা-ক্রেতাকে যে পরিমাণে ছাড় দেয় তাকে নগদ বাট্টা বলে।
কারবারি বাট্টা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না।	নগদ বাট্টা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
কারবারি বাট্টা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে না।	নগদ বাট্টা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে।

✪ **বাট্টা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেই - নগদ বাট্টা দুই প্রকার : যথা -**

i. বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা : গ্রাহক বা দেনাদার যদি শর্তানুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে তবে প্রকৃত মূল্য থেকে যে ছাড় দেওয়া হয় তাকে বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা বলে। বিক্রয় বাট্টা বা প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট জের প্রকাশ করে।

ii. ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা : সরবরাহকারী বা পাওনাদারকে শর্তানুযায়ী দ্রুত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে যে ছাড় পাওয়া যায় তাকে ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা বলে। ক্রয় বাট্টা বা প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট জের প্রকাশ করে।

Note : কারবারি বাট্টা বাদ দেওয়ার পর তার উপর নগদ বাট্টা ধরা হয়। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে বিক্রয় বাট্টা ও ক্রয় বাট্টা বলতে কারবারি বাট্টাকে বোঝানো হয়।

মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট

✪ **মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) :** মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত কর হতে মোট উপকরণের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত করের বিয়োগফলকে "মূল্য সংযোজন কর" বা ভ্যাট বলা হয়।

✪ **ভ্যাট সংক্রান্ত জাবেদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিই-**

ক্রমিক-নং	বিবরণ		ডেবিট	ক্রেডিট
১.	**পণ্য ক্রয় ও উপকরণ ভ্যাট প্রদানের জন্য :**			
	ক্রয় হিসাব	ডেবিট	**	
	প্রদত্ত ভ্যাট হিসাব	ডেবিট	**	
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব/নগদান হিসাব	ক্রেডিট		**
২.	**ভ্যাট বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য :**			
	ভ্যাট চলতি হিসাব	ডেবিট	**	
	নগদান হিসাব	ক্রেডিট		**
৩.	**পণ্য বিক্রয় ও আদায়কৃত ভ্যাটের জন্য :**			
	নগদান/বিবিধ দেনাদার হিসাব	ডেবিট	**	
	ভ্যাট চলতি হিসাব	ক্রেডিট		**
	বিক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		**
৪.	**বিক্রীত পণ্যের উপর ভ্যাট 'ভ্যাট চলতি হিসাব' এ স্থানান্তরের জন্য :**			
	ভ্যাট চলতি হিসাব	ডেবিট	**	
	প্রদত্ত ভ্যাট হিসাব	ক্রেডিট		**
৫.	**ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পণ্য ব্যবহৃত হলে :**			
	সম্পত্তি/মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাব	ডেবিট	**	
	প্রদত্ত ভ্যাট হিসাব	ক্রেডিট		**
	ক্রয় হিসাব	ক্রেডিট		**

পূর্বোক্ত দাখিলা সম্পন্ন করার পর খতিয়ানে প্রদত্ত ভ্যাট হিসাব ও ভ্যাট চলতি হিসাব-এ দুটি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকতে পারে-

i. প্রদত্ত ভ্যাট হিসাবের উদ্বৃত্ত – সমাপনী মজুত পণ্যের আনুপাতিক উপকরণ ভ্যাট নির্দেশ করে।

ii. ভ্যাট চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত – সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থ যার বিপরীতে পণ্য সরবরাহ করা হয়নি ভ্যাট নির্দেশ করে।

উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিতে ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো হিসাবেরই ক্রেডিট উদ্বৃত্ত হবে না।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে হিসাববিজ্ঞানের- **মূল ভিত্তি।**
- দুতরফা দাখিলা হিসাব ব্যবস্থায় প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট এই দ্বৈতসত্তাকে একই হিসাবের বইয়ে- **একটি ডেবিট এবং অন্যটি সমপরিমাণ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করে লিপিবদ্ধ করা হয়।**
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে টাকা বা টাকায় পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে- **দ্বৈতসত্তায় প্রকাশ করা হয়।**
- দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে, ব্যক্তি, সম্পত্তি ও দায় জাতীয় হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। তাই সহজেই এ থেকে উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করে কারবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা সম্ভব হয়।
- **হিসাব চক্র :** হিসাব চক্র বলতে হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলির ধারাবাহিক পরিক্রমণ বা ঘূর্ণায়মান অবস্থা বোঝায়।
- হিসাব চক্রের ধাপ নির্ণয়ে দুই ধরনের মতামত প্রচলিত আছে।
  (i) ব্রিটিশ পদ্ধতির মতামত অনুসারে হিসাব চক্রের ধাপ- **৫টি।** (ii) আমেরিকান পদ্ধতি বা মতামত অনুসারে হিসাব চক্রের ধাপ- **১০টি।**
- হিসাব চক্রের মাধ্যমে বিগত বছর ও চলতি বছরের হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।
- হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ- **লেনদেন বিশ্লেষণ।**
- হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো- **লেনদেন চিহ্নিতকরণ।**
- আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়- **অসমন্বিত রেওয়ামিল থেকে।**

CamScanner

- সংশোধনী দাখিলা হিসাব চক্রের একটি – **পরিত্যাজ্য ধাপ।**
- Journal বা জাবেদা শব্দটি ফরাসি Jour শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। ফরাসি ভাষায় Jour অর্থ দিন বা দিবস। Journal এর বাংলা পরিভাষা হলো – **জাবেদা বা দৈনিক বই (Day Book)**
- দৈনন্দিন লেনদেনগুলো প্রতিদিন যে বইতে লেখা হয় তার নাম– **জাবেদা।**
- জাবেদা হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার– **২য় ধাপ**, হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার– **২য় ধাপ**, হিসাব চক্রের– **২য় ধাপ।**
- একটি পূর্ণাঙ্গ জাবেদা দাখিলায় অন্তর্ভুক্ত থাকে– ১. লেনদেন সংঘটনের তারিখ, ২. লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা, ৩. হিসাবের নাম ও টাকার পরিমাণ যা ডেবিট ক্রেডিট হিসাবে লিখতে হবে।
- হিসাব প্রক্রিয়ায় জাবেদা যে কাজটি করে– **লিপিবদ্ধকরণ।**
- ক্রয় হিসাব বা ক্রয় খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়– নগদ ও বাকিতে ক্রয়। কিন্তু ক্রয় বই বা ক্রয় জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়– **শুধু বাকিতে ক্রয়।**
- ক্রয় বই, বিক্রয় বই (বিশেষ জাবেদা) হতে সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়–**প্রতি মাসে।**
- সমজাতীয় লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধ/জাবেদাভুক্ত করা হয়– **বিশেষ জাবেদাসমূহে।**
- বিশেষ জাবেদায় যে সকল লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না, তা লিপিবদ্ধ করা হয়– **সাধারণ বা প্রকৃত জাবেদায়।**
- জাবেদা লেনদেনের– **কালক্রমিক রেকর্ড প্রকাশ করে।**
- ডেবিট নোট বা দেনালিপি সাধারণত– **লাল কালিতে ছাপানো হয়ে থাকে।**
- ক্রয় বই/বিক্রয় বই হতে সহকারী খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়– **প্রতিদিন।**
- ক্রয় বই/বিক্রয় বই হতে সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়– **প্রতি মাসে।**
- খতিয়ানের চলমান জের ছককে– **আদর্শ ছক বা Standard form বলা হয়।**
- প্রাথমিক বইয়ের জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরিভাবে খতিয়ানে হিসাব লিখার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা হলো হিসাবরক্ষণের– **চিরকুট পদ্ধতি।**
- সরবরাহকারীদের বা পাওনাদারের ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায়– **ক্রয় খতিয়ানে।**
- গ্রাহকগণ বা দেনাদারদের ব্যক্তিগত হিসাবসমূহ পাওয়া যায়– **বিক্রয় খতিয়ানে।**
- জাবেদা ও খতিয়ান উভয়ই হিসাবের বই। তবে এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো– **জাবেদা হিসাবের প্রাথমিক বা সহকারী বই এবং খতিয়ান হিসাবের পাকা বা স্থায়ী বই।**
- ক্রয় বই, বিক্রয় বই, (বিশেষ জাবেদা) হতে সহকারী/ বিশেষ খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়– **প্রতিদিনে।**
- ক্রয় বই, বিক্রয় বই (বিশেষ জাবেদা) হতে সাধারণ খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়–**প্রতি মাসে।**
- খতিয়ান হলো একটি– **প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রক্ষিত সকল হিসাবের সংগ্রহ।**
- ক্রয় জাবেদার যোগফল স্থানান্তরিত হবে– **সাধারণ খতিয়ানে ক্রয় হিসাবের ডেবিট পার্শ্বে।**
- আয়-ব্যয় ও লাভ ক্ষতি হিসাব পাওয়া যায়– **নামিক খতিয়ানে।**
- সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব এর হিসাব পাওয়া যায়– **সাধারণ খতিয়ানে।**
- ব্যক্তিক খতিয়ান হলো– **দেনাদার খতিয়ান ও পাওনাদার খতিয়ান।**
- খতিয়ানের মাধ্যমে কখনো জানা যায় না– **ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির অবস্থা।**
- খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য– **পৃথক শিরোনাম, শ্রেণীবদ্ধকরণ, উদ্বৃত্তকরণ/জের নির্ণয়।**
- ভ্যাট এর বিকল্প নাম– **মূসক, মূল্য সংযোজন কর, Value Added Tax (VAT).**

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

➩ **বাট্টার নির্দেশনা :**

শর্ত (Terms)	ব্যাখ্যা (Explanations)
2/10, N/30	১০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করলে ২% নগদ বাট্টা পাওয়া যাবে। তবে সম্পূর্ণ টাকা অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
1/10 EOM	পরবর্তী মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করলে ১% নগদ বাট্টা প্রদান করা হবে।
N/10 EOM	সম্পূর্ণ টাকা পরবর্তী মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

EOM = End of Month.

➩ **2/10, N/30 - সাধারণত নগদ বাট্টা নির্দেশ করে।**

বাট্টা সংক্রান্ত জাবেদার গাণিতিক উদাহরণ

✪ **নগদ বাট্টা সংক্রান্ত দাখিলা : Bills Co.** ৫ মে, ২০১০ তারিখে ১০০ টাকা লিখিত মূল্যের একটি পণ্য **Zahan Traders** এর নিকট ২০% কারবারি বাট্টায় বিক্রয় করে। এই বিক্রয় শর্তে দেওয়া হয় ৫/১০, নিট ৩০ অর্থাৎ (৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে, আর ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে ৫% নগদ বাট্টা দেওয়া হবে)। এক্ষেত্রে বিক্রেতা এবং ক্রেতার বইতে যেভাবে দাখিলা দেওয়া হবে।

Bills Co. (বিক্রেতার) বইতে দাখিলা

০১. বিক্রয়ের সময় (৫ মে)– দেনাদার (Zahan Traders) ডেবিট ৮০টাকা বিক্রয়	০২. ১০ দিনের মধ্যে আদায় হলে অর্থাৎ ১৫ মে তারিখের মধ্যে আদায় হলে, নগদ প্রাপ্তির সময়– নগদান হিসাব ডেবিট ৭৬ টাকা বিক্রয় বাট্টা/প্রদত্ত বাট্টা ডেবিট ৪ টাকা দেনাদার (Zahan Traders) ক্রেডিট ৮০ টাকা

০৩. ১০ দিনের মধ্যে আদায় না হলে অর্থাৎ ১৫ মে তারিখের মধ্যে নগদ প্রাপ্তি না হলে, অর্থৎ বাট্রার মেয়াদের পরে আদায় হলে–

নগদান হিসাব ডেবিট ৮০ টাকা
দেনাদার হিসাব ক্রেডিট ৮০ টাকা

এক্ষেত্রে কোনো নগদ বাট্টা দেওয়া হবে না।

Zahan Traders (ক্রেতার) বইতে দাখিলা

০১. ক্রয়ের সময় (৫ মে)- ক্রয় হিসাব ডেবিট ৮০ টাকা পাওনাদার (Bills Co.) ক্রেডিট ৮০ টাকা।	০২. ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধের হলে অর্থাৎ ১৫ মে এর মধ্যে নগদ প্রদান করলে- পাওনাদার (Bills Co.) ডেবিট ৮০ টাকা নগদান হিসাব ক্রেডিট ৭৬ টাকা ক্রয় বাট্টা/প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট ৪ টাকা

০৩. ১০ দিনের মধ্যে পরিশোধিত না হলে অর্থাৎ ১৫ মে এর মধ্যে নগদ প্রদান না করলে-

পাওনাদার ডেবিট ৮০ টাকা
নগদান ক্রেডিট ৮০ টাকা

এক্ষেত্রে ধারে বিক্রয়ের শর্তের সময়কাল অতিক্রম করায় কোনো নগদ বাট্টা পাবে না।

০১. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ২/১০, n/৩০ শর্তে ৬০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করে। ১৫,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য ফেরত দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট বকেয়া টাকা বাট্টাকালীন সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। টাকার অঙ্কে বাট্টার পরিমাণ কত? [রাবি: ১৯-২০]

সমাধান : নিট ক্রয় = (মোট ক্রয় – ফেরত) = (৬০,০০০ – ১৫,০০০) = ৪৫,০০০ টাকা

∴ বাট্টার পরিমাণ হবে = (৪৫,০০০ × ২%)
= ৯০০ টাকা।

০২. পণ্য ক্রয় ৫০,০০০ টাকা, মুনাফাহীন বিক্রয় ১,০০০ টাকা, ক্রয়ের উপর ভ্যাট ১% হলে প্রকৃত ক্রয়ের পরিমাণ কত? [বেরোবি:১১-১২]

সমাধান : ক্রয়ের উপর ভ্যাট = (ক্রয় – মুনাফাহীন বিক্রয় × ভ্যাট হার)
= (৫০,০০০ – ১,০০০ × ১%) = ৪৯০ টাকা।

এখানে, প্রকৃত ক্রয় = (ক্রয় – ভ্যাট – মুনাফাহীন বিক্রয়)
= (৫০,০০০ – ৪৯০ – ১,০০০)
= ৪৮,৫১০ টাকা।

০৩. বিক্রয় প্রতিনিধিকে কমিশন চার্জ করার পরবর্তী মুনাফার উপর ১০% হারে কমিশন দিতে হয়। নিট মুনাফা ২০,০০০ টাকা হলে প্রদত্ত কমিশন কত?

সমাধান : কমিশন চার্জ করার পর কমিশন = কমিশন পরবর্তী নিট লাভ × $\frac{\text{কমিশন হার}}{১০০}$ = ২০,০০০ × $\frac{১০}{১০০}$ = ২,০০০ টাকা

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৪. ১৫% ভ্যাটসহ পণ্য ক্রয় ৩৬,৫০০ টাকা এবং ক্রয় ফেরৎ ২,০০০ টাকা। ভ্যাটের পরিমাণ কত? [হিবি ১৫-১৬]

সমাধান : পণ্য ক্রয় = ৩৬,৫০০ টাকা
(−) ফেরত = ২,০০০ টাকা
= ৩৪,৫০০ টাকা

∴ ভ্যাট ১৫% = $\frac{৩৪,৫০০ \times ১৫}{১০০ + ১৫} = \frac{৩৪,৫০০ \times ১৫}{১১৫} = ৪,৫০০$

০৫. অগ্রপ্রদত্ত ভাড়ার প্রারম্ভিক জের ছিল ৫০০ টাকা, এবং সমাপনী জের ২,৮০০ টাকা। ভাড়া খরচ হিসাবে-এ সমন্বয় প্রক্রিয়ার কালে ১,৮০০ টাকা ডেবিট করা হয়েছে। ভাড়ার জন্য নগদ কত টাকা ব্যয়িত হয়েছিল?

সমাধান : নিচের সূত্রটির সাহায্যে আমরা সহজেই সমস্যাটির সমাধান করতে পারি-
ভাড়া বাবদ নগদ ব্যয় = (ভাড়া খরচ বাবদ সমন্বয় + সমাপনী জের − অগ্রপ্রদত্ত ভাড়ার প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত)
= (১,৮০০ + ২,৮০০ − ৫০০) = (৪,৬০০ − ৫০০) = ৪,১০০ টাকা।

০৬. নগদ ক্রয় ৪০,০০০ টাকা; ধারে ক্রয় ১০,০০০ টাকা; কারবারি বাট্টা ১০%; প্যাকিং খরচ ৫০০ টাকা; বিমা খরচ ১,০০০ টাকা এবং পরিবহণ খরচ ২,০০০ টাকা। ক্রয় বহিতে কত টাকা লিখতে হবে? [জবি ০৮-০৯]

সমাধান : ক্রয় বহিতে সাধারণত ধারে ক্রয়ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে এর হতে কারবারি বাট্টা বাদ, প্যাকিং খরচ ও পরিবহন খরচ ও বিমা খরচ যোগ করা হয়।
সুতরাং ১০,০০০ − (১০,০০০×১০%) + ৫০০ + ১০০০ + ২০০০
= ১২,৫০০ টাকা ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

০৭. ইন্টার স্পোর্টস কোম্পানির বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি ৪৮,৩০০ টাকা যার মধ্যে ১৫% মূল্য সংযোজন কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোম্পানিটিকে বিক্রয়বাবদ কত ক্রেডিট করতে হবে? [ববি ১৮-১৫]

সমাধান : ভ্যাটসহ বিক্রয় থাকলে ভ্যাট বাদ বিক্রয় বের করার সহজ সূত্রটি হলো- ভ্যাট বাদ বিক্রয় = ভ্যাট সহ বিক্রয় × $\frac{২০}{২৩}$

= ৪৮,৩০০ × $\frac{২০}{২৩}$

= ৪২,০০০ টাকা

০৮. একটি ক্রয় চালানে প্রতিটি ৮০০ টাকার ৫টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাতে শতকরা ২৫ টাকা হারে কারবারি বাট্টা এবং শতকরা ৫ টাকা হারে নগদ বাট্টা রয়েছে। যদি ধারে ক্রয়ের সময়কালের মধ্যে পরিশোধিত হয়, তাহলে চেকটি কত টাকার হবে? [কুবি১৬-১৭]

সমাধান : মোট ক্রয় = {(৮০০ × ৫) − (৮০০ × ৫ × ০.২৫)}
= ৩০০০

বাট্টা প্রাপ্তি সহ পরিশোধিত চেক হবে = ৩,০০০ − (৩,০০০ × ০.০৫)
= ২,৮৫০ টাকা

Part 5 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. Posting হিসাব চক্রের কোন ধাপ?
Ⓐ তৃতীয় Ⓑ প্রথম
Ⓒ দ্বিতীয় Ⓓ চতুর্থ — Ans Ⓐ

02. যখন উদ্বৃত্ত পরবর্তী পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত হয় তখন হবে-
Ⓐ c/d Ⓑ c/o
Ⓒ d/f Ⓓ c/f — Ans Ⓑ

03. হিসাবের T ছকে মোট কলাম সংখ্যা কতটি?
Ⓐ ৬টি Ⓑ ৭টি
Ⓒ ৮টি Ⓓ ১০টি — Ans Ⓒ

04. সকল হিসাবের রাজা বলা বলা হয় কাকে?
Ⓐ খতিয়ান Ⓑ জাবেদা
Ⓒ উপাত্ত Ⓓ বিক্রয় — Ans Ⓐ

05. নগদান বই হলো -
Ⓐ জাবেদা Ⓑ রেওয়ামিল
Ⓒ খতিয়ান Ⓓ A + C — Ans Ⓓ

06. তিনঘরা নগদান বইয়ে মোট কয়টি Column থাকে?
Ⓐ ১৪টি Ⓑ ১২টি
Ⓒ ৮টি Ⓓ ৬টি — Ans Ⓐ

07. অনাদায়ী শিক্ষানবিশ সেলামি কোন জাতীয় হিসাব?
Ⓐ আয় Ⓑ দায়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয় — Ans Ⓒ

08. সহকারী খতিয়ানের ক্রেডিট জের দ্বারা কী বুঝায়?
Ⓐ দেনা Ⓑ পাওনা
Ⓒ মূলধন Ⓓ ব্যয় — Ans Ⓐ

09. বিক্রেতার নিকট ভ্যাট কী ?
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয়
Ⓒ দায় Ⓓ সম্পদ — Ans Ⓒ

10. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত সুদ ২,০০০ টাকা নগদান বইতে কী প্রভাব পড়ে?
Ⓐ ব্যাংক কলামে ডেবিট হবে ২,০০০ টাকা
Ⓑ ব্যাংক কলামে ক্রেডিট হবে ২,০০০ টাকা
Ⓒ নগদ কলামে ডেবিট হবে ২,০০০ টাকা
Ⓓ নগদ কলামে ক্রেডিট হবে ২,০০০ টাকা — Ans Ⓐ

11. জাবেদার অপরিহার্য বিষয় কী?
Ⓐ ব্যাখ্যা Ⓑ শিরোনাম
Ⓒ সমষ্টি নির্ণয় Ⓓ ক্রমিক নং — Ans Ⓑ

12. ডেবিট নোট কে তৈরি করেন?
Ⓐ বিক্রেতা Ⓑ সরবরাহকারী
Ⓒ ব্যাংক Ⓓ ক্রেতা — Ans Ⓓ

13. চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে একঘরা নগদান বইয়ের কোন দিকে লেখা হয়?
Ⓐ ক্রেডিট দিকে Ⓑ ডেবিট দিকে
Ⓒ ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে Ⓓ কোনো দিকে নয় — Ans Ⓒ

14. অগ্রদত্ত খুচরা নগদান বহির ক্যাশিয়ারকে মাসের শেষে যে অর্থ দেয়া হয় তা হলো -
Ⓐ মাসের প্রথমে তাকে যা দেওয়া হয়েছিল
Ⓑ মাসের শেষে যে পরিমাণ আয় হলো
Ⓒ যে অর্থ প্রধান ক্যাশিয়ার অনুমোদন করে
Ⓓ মাসের শেষে মোট যা ব্যয় হলো — Ans Ⓓ

15. ডেবিট নোটের জন্য কোন বই প্রয়োজন ?
Ⓐ ক্রয় ফেরত Ⓑ বিক্রয় ফেরত
Ⓒ ক্রয় Ⓓ বিক্রয় — Ans Ⓐ

16. কোন দলিলের ওপর ভিত্তি করে বিক্রয় জাবেদা প্রস্তুত করা হয়?
Ⓐ ক্রেডিট নোট Ⓑ ভাউচার
Ⓒ চালান Ⓓ ডেবিট নোট — Ans Ⓒ

17. প্রদেয় হিসাবের নিকট থেকে ছাড় পেলে তাকে কী বলে ?
Ⓐ প্রদত্ত বাট্টা Ⓑ প্রাপ্ত বাট্টা
Ⓒ কারবারি বাট্টা Ⓓ পরিমাণ বাট্টা — Ans Ⓑ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ৩

ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **ব্যাংক বিবরণী (Bank Statement) :** প্রতিমাসে আমানতকারী ব্যাংক থেকে একটি বিবরণী গ্রহণ করেন, যে বিবরণীর মধ্যে আমানতকারীর ব্যাংকিং লেনদেনসমূহ এবং ব্যালেন্স লিপিবদ্ধ থাকে। ঐ বিবরণীই ব্যাংক বিবরণী নামে পরিচিত।
- ব্যাংক সাধারণত চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী এই – **তিন ধরনের হিসাবে আমানত গ্রহণ করে।**
- ব্যাংক বাজারে নোট ও মুদ্রা চালু করে থাকে, – **যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।**
- ব্যাংক বিল বাট্টা করে, বিল আদায় করে এবং ঋণপত্র ও ড্রাফট ইত্যাদি প্রচার করে – **অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ** যোগান দিয়ে থাকে।
- **ব্যাংক টি.টি, এম.টি, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার** প্রভৃতির মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে।
- ১৮৮১ সালের ভারতীয় হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইন অনুযায়ী চেক হচ্ছে "একজন বাহককে অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে অথবা তাঁর হুকুম মতে অন্য কোনো ব্যক্তিকে চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য কোনো ব্যাংকের প্রতি আমানতকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত – **শর্তহীন একটি লিখিত আদেশনামা।"**
- যিনি চেক ইস্যু করেন বা ব্যাংকের যে মক্কেল চেক ইস্যু করেন অথবা চেক তৈরি করে থাকেন উক্ত ব্যক্তিকে – **আদেষ্টা বলা হয়।**
- আদিষ্ট এমন একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য – **লিখিত আদেশ প্রদান করা হয়।**
- চেক হস্তান্তরের জন্য চেকের পিছনে বা উল্টোদিকে কিছু লিখে বা না লিখে প্রাপক বা অধিকারী স্বাক্ষর করলে তাকে চেকের – **অনুমোদন বলে।**
- চেক ব্যাংকে উপস্থাপনের পর যদি কোনো কারণবশত ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা প্রদান বা পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাকে চেকের – **অমর্যাদা বা অসম্মান বা প্রত্যাখ্যান (Dishonour) বলে।**
- ব্যাংক বিবরণী হচ্ছে মক্কেলের নামে সংরক্ষিত লেনদেনের বিধিবদ্ধ হিসাব বিবরণী এবং ব্যাংক উদ্বৃত্তের – **একটি প্রামাণ্য দলিল।**
- কোন নির্দিষ্ট সময়ে নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের জের এবং পাশ বইয়ের জেরের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যে গরমিল দেখা দেয়, সে সব **কারণগুলো নিয়ে উভয় বইয়ের** জের দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আমানতকারী কর্তৃক যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে – **ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী বলা হয়।**
- হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুয়ায়ী ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের মূল উদ্দেশ্য হলো – **একটি নির্দিষ্ট তারিখে** আমানতকারীর প্রকৃত জমার উদ্বৃত্ত/জমাতিরিক্ত **এর পরিমাণ নির্ণয় করা।**
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে উল্লিখিত উদ্বৃত্তকেই উদ্বৃত্তপত্রের – **সম্পত্তি বা দায় পাশে তুলে ধরা হয়।**
- কেবল ব্যাংক হিসাব ও পাশ বহির মধ্যে **গরমিল** থাকলেই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।
- **ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরির সময় লক্ষণীয় বিষয়–**

i. নগদান বইয়ের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা নগদান বইয়ের ব্যাংক জমার উদ্বৃত্তকে বুঝায় ।
ii. নগদান বইয়ের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা নগদান বইয়ের ব্যাংক জমাতিরিক্ত বুঝায়।
iii. পাশ বইয়ের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা পাশ বইয়ের জমাতিরিক্ত বুঝায়।
iv. পাশ বইয়ের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা পাশ বইয়ের ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত বোঝায়।
v. সমন্বয়ের বিষয় হচ্ছে ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন। নগদ/বাকিতে লেনদেন আসবে না।
vi. নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত দ্বারা পাশ বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত বুঝায়।
vii. পাশ বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত দ্বারা নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত বোঝায়
viii. খরচ করা হলে নগদান বইতে ক্রেডিট বা পাশ বইতে ডেবিট হয় এবং জমা করা হলে নগদান বইতে ডেবিট বা পাশ বইতে ক্রেডিট হয়।
ix. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী একটি নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়বিন্দুর জন্য করা হয়।

- **ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী (Bank Reconciliation statement) সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দ :**

ক্র. নং	নাম	বিবরণ
১.	বকেয়া চেক/অপরিশোধিত চেক (Outstanding cheque)	ইস্যুকৃত চেক এখনও ব্যাংকে উপস্থাপিত হয়নি।
২.	প্রত্যাখ্যাত চেক/অনাদায়ী চেক (Rejected cheque)	আদায়ের জন্য জমাকৃত চেক যা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।
৩.	ট্রানজিটে জমা (Deposit in transit)	আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত চেক যা এখনও আদায় হয়নি।
৪.	NSF চেক (Not sufficient fund)	পর্যাপ্ত টাকার অভাবে চেক প্রত্যাখ্যাত হওয়া।
৫.	ব্যাংক জমার সুদ	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্তের উপর সুদ পাওয়া গেলে।
৬.	ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা হলো।

- **ব্যাংক পাশ বহি (Bank Pass Book) :** কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক হিসাব চালু করলে ব্যাংক উক্ত মক্কেলকে পাশবই নামে একটি ছোট বই সরবরাহ করে থাকে। এই বইতে ব্যাংক মক্কেলের ব্যাংক সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন লিপিবদ্ধ করে থাকে। অর্থাৎ এই বইয়ের মাধ্যমে একজন মক্কেল তার ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন যা ব্যাংক সংরক্ষণ করছে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। পাশ বই সাধারণত আমানতকারী সংরক্ষণ করেন। কিন্তু উক্ত পাশবই লেনদেন লিখেন ব্যাংক।

CamScanner

✪ **ব্যাংক পাশবহি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিই-**

	আমানতকারী/মক্কেল	ব্যাংক
আমানতকারী ব্যাংকে টাকা জমা দিলে কিংবা কোন লেনদেন দ্বারা ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পেলে।	সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। নগদান বইতে ব্যাংক হিসাবের ডেবিট পাশে বসে।	দায় বৃদ্ধি পায়। পাশ বইয়ের ক্রেডিট পাশে বসে।
আমানতকারী ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করলে কিংবা কোনো কারণে ব্যাংকের টাকা হ্রাস পেলে।	সম্পত্তি হ্রাস পায়। নগদান বইতে ব্যাংক হিসাবের ক্রেডিট পাশে বসে।	দায় হ্রাস পায় পাশ বইয়ের ডেবিট পাশে বসে।

✪ **পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব :** সরকারি কর্মচারীগণ তাদের পেনশনের টাকা দিয়ে ব্যাংকে যে হিসাব খুলে তাকে পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এ হিসাবের অধিকারীগণ চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে পেনশন সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা দেন এবং কর্ম বা পেশা থেকে অবসর নেওয়ার পর সরকারি পেনশনভোগীদের মতো মাসিক একটি নির্দিষ্ট হারে পেনশন পেয়ে থাকেন।

✪ **নগদান বই ও পাশ বইয়ের মধ্যে পার্থক্য :**

➥ **নগদান বই :** আমানতকারী তার ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন যে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করেন তাকে নগদান বই বলে। নগদান বইতে নগদ ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন থাকলেও এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংক কলামকে বিবেচনা করা হয়।

➥ **পাশ বই :** ব্যাংক তার আমানতকারীর ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন যে বইতে লিপিবদ্ধ করে এবং সংরক্ষণের জন্য আমানতকারীর নিকট রাখেন তাকে পাশ বই বলে।

✪ **ডেবিট মেমোরেন্ডাম ও ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম :**

➥ **ডেবিট মেমোরেন্ডাম (Debit Memorandum) :** ডেবিট মেমোরেন্ডাম হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক একটি বিল যেটাতে আমানতকারীর হিসাব থেকে বিভিন্ন কর্তনগুলো ব্যাখ্যা করা হয়।

➥ **ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম (Credit Memorandum) :** ক্রেডিট মেমোরেন্ডাম আমানতকারীর হিসাবে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- আমানতকারীর বই (নগদান বই) ও ব্যাংকের বই (পাস বই) এর গরমিলের কারণে দুটি বই এর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে আমানতকারী ব্যাংক হিসাবের সঠিক জের জানার জন্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ব্যাংক সমন্বয় বিবরনী প্রস্তুত করে থাকেন।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করার প্রধান উদ্দেশ্য হল- **নগদান বই ও পাশ বই এর মধ্যে ব্যালেন্স মিলকরণ (ব্যাংকের সঠিক জের জানার জন্য)।**
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করে- **আমানতকারী।**
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক নয়; যখন নগদান বইয়ের ব্যাংক জের এবং ব্যাংক বিবরণী এর জেরের মধ্যে গরমিল দেখা যায় তখন আমানতকারী ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করে।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়- **হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।**
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে যে সকল আইটেম নগদ জেরের সাথে যোগ- **বিয়োগ করা হয়; আমানতকারী তার জন্য সমন্বয় দাখিলা প্রদান করে।**
- যে সকল আইটেম নগদান বইতে ডেবিট করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে দেখানো হয়নি তা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে- **ব্যাংক জেরের সাথে যোগ করতে হবে।**
- যে সকল আইটেম নগদান বইতে ক্রেডিট করা হয়েছে কিন্তু ব্যাংক বিবরণীতে দেখানো হয়নি তা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে- **ব্যাংক জের হতে বাদ দিতে হবে।**
- যে সকল আইটেম ব্যাংক বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়েছে কিন্তু নগদান বইতে দেখানো হয়নি তা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে- **নগদ জেরের সাথে যোগ করতে হবে।**
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় আমানতকারীর বইয়ের জের থেকে ব্যাংক চার্জ এবং NSF চেক/প্রত্যাখ্যাত চেকসমূহ বাদ দিতে হয়।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় বকেয়া চেকসমূহ/Outstanding check/ব্যাংকে উপস্থাপিত না হওয়া চেক ব্যাংক বিবরণীতে ব্যাংকের জের থেকে বাদ দেয়া হয়।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় আমানতকারীর বইয়ের জেরের সাথে ব্যাংকের সুদ এবং ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ যা আমানতকারী হিসাবভুক্ত করে নাই তা যোগ করতে হয়।
- ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় Deposit in Transit (ট্রানজিটে জমা) ব্যাংক বিবরণীতে ব্যাংকের জেরের সাথে যোগ করতে হয়।
- ব্যাংক জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলনের যে সুযোগ প্রদান করে তাকে বলা হয়- **ব্যাংক ওভার ড্রাফট (চলতি দায়)।**

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

০১. প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৫ ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীর সাহায্যে পাশ বই অনুসারে জের নির্দেশ করে। (i) নগদান বইয়ের জের ৫,৮০০ টাকা (ii) চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু উপস্থাপিত হয়নি ২,০০০ টাকা (iii) ৩১ শে ডিসেম্বর ১,৫০০ টাকার চেক আদায়ের জন্য পাঠানো হয়েছে কিন্তু আদায় হয়নি (iv) ব্যাংক ভুলে ২০০ টাকা ডেবিট করেছিল কিন্তু ৩১ শে ডিসেম্বরের পরে সেটি শুদ্ধ করা হয়েছে। পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্ত কত? [চবি : ১৬-১৭]

সমাধান : নগদান বইয়ের জের ৫,৮০০ টাকা
(+) ইস্যুকৃত চেক উপস্থাপিত না হওয়া ২,০০০ টাকা
(−) জমাকৃত চেক আদায় না হওয়া ১,৫০০ টাকা
(−) ব্যাংক কর্তৃক ভুলে ডেবিটকৃত ২০০ টাকা (যেহেতু ৩১ ডিসেম্বরের পরে শুদ্ধ করা হয়েছে)
∴ পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক উদ্বৃত্ত = ৬,১০০ টাকা

০২. ব্যাংক মিলকরণ বিবরণী প্রস্তুতির পূর্বে ক্যাশিয়ারের নগদান স্থিতি ছিল ৪,৮০০ টাকা। একজন দেনাদার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকে সরাসরি জমা দিয়েছে ১,৪৮০ টাকা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি ৬০০ টাকার চেক একজনকে দিয়েছে যা এখনও ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি। ব্যাংক তার সেবা প্রদান বাবদ ৩০০ টাকা দেখিয়েছে। ব্যাংক পাশ বইতে কত টাকা স্থিতি দেখানো হয়েছিল? [ঢাবি : ০৯-১০]

সমাধান : ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় নগদান বইয়ের স্থিতি অনুসারে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা, প্রদত্ত চেক উপস্থাপিত না হওয়া প্রভৃতি যোগ করা হয় এবং ব্যাংক কোন চার্জ গ্রহণ করলে তা বাদ দিয়ে দেখানো হয়।
সুতরাং এখানে পাশ বইয়ের স্থিতি হবে
= (৪,৮০০ + ১,৪৮০ + ৬০০ − ৩০০) = ৬,৫৮০ টাকা

CamScanner

০৩. একটি কোম্পানির ব্যাংক জমা ১,৯৫১.২০ টাকা, নগদান বহির জের ১,৮৬৯.৬০ টাকা, পরিবহনাধীন জমা ২৭১.২০ টাকা, বকেয়া চেক ৪২৭.৮০, NSF চেক ৬১.২০ টাকা, এবং সার্ভিস চার্জ ১৩.৮০ টাকা। সঠিক নগদান জের কত? [জবি : ১০-১১]

সমাধান : এখানে নগদান বহির সঠিক জের = (নগদান বহির জের – NSF চেক – সার্ভিস চার্জ) = (১,৮৬৯.৬০ – ৬১.২০ – ১৩.৮০) = ১,৭৯৪.৬০

০৪. সটুথ কোম্পানি ৬২,৩০০ টাকার জেরসহ একটি ব্যাংক বিবরণী পেলো। সমন্বয় সংক্রান্ত আইটেমের মধ্যে বকেয়া চেক ১,৪৫০ টাকা এবং পথিমধ্যের আমানত ৮,৫০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানির সমন্বিত ব্যাংক জের কত? [জবি : ০৭-০৮]

সমাধান : ব্যাংক বিবরণীর জের অনুযায়ী পথিমধ্যে আমানত বা ডিপোজিট ইন ট্রানজিট চেকসমূহ উদ্বৃত্তের সাথে যোগ এবং বকেয়া চেকসমূহ বিয়োগ করতে হয়। অতএব, কোম্পানির সমন্বিত ব্যাংক জের হবে- (৬২,৩০০ + ৮,৫০০ – ১৪৫০) = (৭০,৮০০ – ১,৪৫০) = ৬৯,৩৫০ টাকা

০৫. আমানতকারী কর্তৃক ২,২০০ টাকার জন্য লিখিত একটি চেক হিসাববিজ্ঞান দলিলে ২,৪০০ টাকাতে লিপিবদ্ধ করা হলো। দ্বৈত-জের ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে পার্থক্য কত? [ববি : ১১-১২]

সমাধান : ২,২০০ টাকার চেক ২,৪০০ টাকায় আমানতকারী কর্তৃক তার দলিলে লিপিবদ্ধ করায় হিসাববিজ্ঞান দলিলে (২,৪০০ – ২,২০০) = ২০০ টাকা কম দেখানো হবে যার ফলে ব্যাংক বইয়ের সাথে ২০০ টাকার পার্থক্য সৃষ্টি হবে।

০৬. 'কে' কোম্পানি কর্তৃক এর পাওনাদার রবিনকে একটি ৭৮৫ টাকার চেক প্রদান করা হলো। কিন্তু নগদান বহিতে লিপিবদ্ধ করার সময় ভুলবশত ৬৫৮ টাকা লিখা হলো। ব্যাংক চেকটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত কালে উক্ত ভুলের জন্য কী করতে হবে? [ঢাবি : ০৬-০৭]

সমাধান : লেনদেনটির ফলে, উক্ত 'কে' কোম্পানির নগদান বই হতে ৭৮৫ টাকা বিয়োগ করতে হবে। কিন্তু ভুল করে নগদান বইয়ে ৬৫৮ টাকা লিখা হয়েছে। ফলে, (৭৮৫ – ৬৫৮) = ১২৭ টাকা নগদান বইয়ে কম বিয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু ব্যাংক সঠিকভাবে লেনদেনটি লিপিবদ্ধ করেছে, সেহেতু ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় নগদান বইয়ের জের হতে এখন ১২৭ টাকা বিয়োগ করতে হবে।

০৭. ব্যাংক তার গ্রাহককে সেবা প্রদানের জন্য ১০০ টাকা ধরেছে যা গ্রাহক এখনও জানে না। ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে এ সেবা সম্পর্কীয় হিসাব কিভাবে দেখাবে? [ঢাবি : ৭-৮]

সমাধান : ব্যাংক তার মক্কেলকে বা গ্রাহককে সেবা প্রদানের জন্য ১০০ টাকা ধরেছে বা চার্জ করেছে অর্থাৎ ব্যাংক তার হিসাব অনুযায়ী তার গ্রাহকের হিসাব হতে ১০০ টাকা কেটে নিয়েছে। যেহেতু ব্যাপারটা গ্রাহক এখনও জানে নাই। সেহেতু দুটি বইয়ের মধ্যে গরমিল দেখা দিবে। আর এ গরমিল সংশোধনের জন্য ব্যাংক মিলকরণ বিবরণীতে গ্রাহককে তার হিসাব হতে ১০০ টাকা কমিয়ে দিতে হবে।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ব্যাংক বিবরণীতে Credit Memorandum কী ?
Ⓐ আয় বৃদ্ধি Ⓑ আয় হ্রাস
Ⓒ ব্যয় বৃদ্ধি Ⓓ ব্যয় হ্রাস
Ans A

02. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কে প্রস্তুত করেন?
Ⓐ আমানতকারী Ⓑ নিরীক্ষক
Ⓒ ব্যাংক Ⓓ পাওনাদার
Ans A

03. ব্যাংক হিসাব সাধারণত কত প্রকার?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
Ans B

04. নিম্নের কোন প্রকার চেকের টাকা সরাসরি ব্যাংক হতে উঠানো যায় না?
Ⓐ হুকুম চেক Ⓑ বাহক চেক
Ⓒ ভ্রমণকারীর চেক Ⓓ দাগকাটা চেক
Ans D

05. নগদ টাকার বিকল্প হিসাবে কাজ করে কোনটি?
Ⓐ শেয়ার Ⓑ ঋণপত্র Ⓒ স্টক Ⓓ চেক
Ans D

06. ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী 'ক্রেডিট উদ্বৃত্ত' আমানতকারীর জন্য কী নির্দেশ করে?
Ⓐ আয় Ⓑ খরচ Ⓒ দায় Ⓓ সম্পত্তি
Ans D

07. ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন কোন ধরনের হিসাব?
Ⓐ মূলধন Ⓑ সম্পদ Ⓒ দায় Ⓓ উত্তোলন
Ans C

08. সবচেয়ে নিরাপদ চেক কোনটি?
Ⓐ হুকুম চেক Ⓑ সাধারণ চেক
Ⓒ বাহক চেক Ⓓ দাগকাটা চেক
Ans D

09. সবচেয়ে অনিরাপদ চেক কোনটি?
Ⓐ হুকুম চেক Ⓑ বাহক চেক
Ⓒ বিশেষ চেক Ⓓ দাগকাটা চেক
Ans B

10. ব্যাংক বিবরণীয় ক্রেডিট উদ্বৃত্ত কী প্রকাশ করে?
Ⓐ ব্যাংক জমাতিরিক্ত Ⓑ নগদ জমা
Ⓒ ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত Ⓓ মূলধন
Ans C

11. ব্যাংক শব্দটি উদ্ভব হয়েছে ইতালীয় শব্দ –
Ⓐ Bank থেকে Ⓑ Bang থেকে
Ⓒ Banco থেকে Ⓓ Banko থেকে
Ans C

12. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী একটি-
Ⓐ হিসাব খাত Ⓑ খতিয়ান
Ⓒ বিবরণী Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans C

13. নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা কী বোঝানো হয়?
Ⓐ ব্যাংক হতে উত্তোলন Ⓑ ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত
Ⓒ ব্যাংক চার্জ Ⓓ ব্যাংক জমাতিরিক্ত
Ans D

14. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরিতে নিচের কোন বিষয় বিবেচনায় আনা হয়?
Ⓐ দেনাদারের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি
Ⓑ জমাকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়নি
Ⓒ সরবরাহকারীকে নগদ প্রদান
Ⓓ ব্যাংক চার্জ উভয় বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে
Ans B

15. নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্তের সঙ্গে নিচের কোন দফাটি বিয়োগ হবে?
Ⓐ ব্যাংক চার্জ Ⓑ ইস্যুকৃত চেক কিন্তু ব্যাংকে উপস্থাপন হয়নি
Ⓒ বিনিয়োগের সুদ Ⓓ দেনাদার কর্তৃক ব্যাংকে জমা
Ans A

16. ব্যাংক বিবরণীর ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা কী বোঝায় ?
Ⓐ ব্যাংক জমা Ⓑ নগদ জমা
Ⓒ ব্যাংক জমাতিরিক্ত Ⓓ নগদ উদ্বৃত্ত
Ans C

17. জনাব জব্বার এক নগদান বহি অনুযায়ী ব্যাংক ব্যালেন্স ৩৮,০০০ টাকা। গৃহনির্মাণ ঋণের কিস্তি বাবদ ব্যাংক সরাসরি ১৮,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে। ব্যাংক বিবরণীর ব্যালেন্স কত হবে?
Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা
Ⓒ ৩৮,০০০ টাকা Ⓓ ৫৬,০০০ টাকা
Ans B

18. NSF এর পূর্ণরূপ কী?
Ⓐ Not Sufficient Fund Ⓑ Not So Fund
Ⓒ Not Significient Fund
Ⓓ National Statement of fund
Ans A

19. পাশ বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ ২১,০০০ টাকা পাওনাদারকে ইস্যুকৃত ৪,৫০০ টাকার একখানা চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়নি। নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমাতিরিক্তের পরিমাণ কত ?
Ⓐ ১৬,৫০০ টাকা Ⓑ ২১,০০০ টাকা
Ⓒ ২৫,৫০০ টাকা Ⓓ ৩০,০০০ টাকা
Ans C

20. ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর মূল কাজ কী ?
Ⓐ নগদান বইয়ের জের বের করা Ⓑ পাশ বইয়ের জের বের করা
Ⓒ নগদান বই ও পাশ বইয়ের জেরের গরমিল বের করা
Ⓓ নগদান বই ও পাশ বইয়ের জেরের পার্থক্য নির্ণয় করে
Ans D

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ৪ রেওয়ামিল

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **রেওয়ামিল :** যে আলাদা কাগজে খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলো লিখে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলে।
  - দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতির কারণে রেওয়ামিলের দুদিক সমান হয়।
  - হিসাবচক্রে মোট তিনবার রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। যথা : ১. খতিয়ানের পরবর্তী পর্যায়ে, ২. সমন্বিত রেওয়ামিল ও ৩. সমাপন পরবর্তী রেওয়ামিল।
  - **ভুলের ধারণা :** রেওয়ামিলের যোগফলের সমতা সর্বদা হিসাবনিকাশের গাণিতিক শুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ নয়; কারণ হিসাবনিকাশে কিছু কিছু ভুল থাকা সত্ত্বেও রেওয়ামিল মিলে যায়।
- নির্দিষ্ট সময় শেষে বা হিসাবকাল শেষে নির্দিষ্ট তারিখে – **রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।**
- রেওয়ামিলে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় সকল প্রকার হিসাবের – **জের বা সমষ্টি অন্তর্ভুক্ত থাকে।**
- **দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী** – যেহেতু প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়, সেহেতু রেওয়ামিলের দু-দিকের যোগফল মিলতে বা সমান হতে বাধ্য।
- কৌশলগত বা সংশোধনের দৃষ্টিকোণ হতে ভুলের প্রকার ভেদ – **i. একদিকের ভুল - (One sided Errors) ii. দুই দিকের ভুল - (Two sided Errors)**
- রেওয়ামিলের ডেবিট জের ক্রেডিট জেরের চেয়ে বেশি হলে এবং ক্রেডিট দিকে মূলধন আইটেম না থাকলে পার্থক্যকে – **মূলধন জের ধরতে হয় বা ধরেই রেওয়ামিলে মিলাতে হয়।**
- সাধারণত সমাপনী মজুত পণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তবে সমন্বিত ক্রয় রেওয়ামিলে উপস্থিত থাকলে সমাপনী মজুত পণ্য রেওয়ামিলে **অন্তর্ভুক্ত হবে।** কারণ সমন্বিত ক্রয় বলতে (প্রারম্ভিক মজুত + ক্রয় – সমাপনী মজুত) বুঝায়। তখন সমাপনী মজুত ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে না দেখিয়ে সরাসরি উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তির দিকে দেখাতে হয়।
- ভাড়া, সুদ, বাট্টা, কমিশন প্রভৃতি দফার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত বলা না থাকলে, এ দফাগুলোকে – **খরচ বলে গণ্য করতে হবে।**
- সঞ্চয়পত্র ক্রয়, সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়, বিক্রয় খতিয়ানের জের, প্রদত্ত ঋণ, খুচরা যন্ত্রাংশ, প্রাঙ্গণ উন্নয়ন, ভূমি উন্নয়ন, নিষ্কর সম্পত্তি, জীবনবিমা প্রিমিয়াম, কপিরাইট, গ্রন্থস্বত্ব, প্যাটেন্টস্বত্ব, প্রাথমিক খরচাবলি, প্রভৃতি রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে বসাতে হয়।
- যে ভুল একাধিক হিসাবকে একসাথে প্রভাবিত করে, তাকে দুই দিকের ভুল বা দু তরফা ভুল বলা হয়। এ জাতীয় ভুল সংশোধনে অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয় না।
- ব্যবহারিক সমস্যার তথ্যাবলিতে প্রারম্ভিক নগদ ও প্রারম্ভিক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত বা জের দেওয়া থাকলে রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- সাধারণ কথায় সত্যের অপলাপ অথবা সত্যের বিচ্যুতিকে – **অশুদ্ধি বা ভুল বলে।**
- **দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধাপ অনুসারে নিচের স্তরে হিসাব লিখনে ভুল হতে পারে–**
  i. প্রাথমিক বই বা বিশেষ জাবেদা বই লিখনে ii. খতিয়ানভুক্তকরণে iii. রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণে iv. চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতকরণে
- হিসাবরক্ষণের ভুল সংশোধনের জন্য প্রকৃত জাবেদা বা সাধারণ জাবেদা বইয়ে যে দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে – **সংশোধনী দাখিলা বলে।**
- মূলত রেওয়ামিল তৈরি করার পর ভুল সংশোধনী দাখিলাকে – **আধুনিক কালে সমন্বয় দাখিলা বলে বিবেচনা করা হয়।**
- বিশেষ জাবেদা বই লিখনের সময় লেনদেনের সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতের একটি পক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে পাওয়া না গেলে – **অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।**
- রেওয়ামিল তৈরি করার পর যেসব ভুলের জন্য রেওয়ামিলের যোগফল অমিল হয়েছে তা সংশোধনের জন্য প্রকৃত জাবেদা বইয়ে অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।
- রেওয়ামিল অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে মিলকরণ করা হলে এ অনিশ্চিত হিসাবের জের চূড়ান্ত হিসাবে প্রভাবিত হবে। অনিশ্চিত হিসাবের জেরের পরিমাণ ছোট হলে তা লাভ-লোকসান হিসাবের মাধ্যমে বন্ধ করা যায় এবং জেরের পরিমাণ বড় হলে উদ্বৃত্তপত্রে স্থানান্তর করা হয়।
- অশুদ্ধি বা ভুল সংশোধনী দাখিলা প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে ভুলটি দুপক্ষের ভুল নাকি এক পক্ষের ভুল। এক পক্ষের ভুল হলে অনিশ্চিত হিসাব খুলতে হয়। আর দুপক্ষের ভুল হলে অনিশ্চিত হিসাব খোলার প্রয়োজন হয় না।
- ভুল সংশোধনীর ক্ষেত্রে ভুলটি কখন সংশোধন করতে হবে (রেওয়ামিল তৈরি করার পূর্বে, না রেওয়ামিল তৈরির পরে, নাকি চূড়ান্ত হিসাব তৈরির পরে) উল্লেখ না থাকলে সাধারণত রেওয়ামিল তৈরি করার পর – **সংশোধনী দাখিলা দেওয়াই উত্তম।**
- রেওয়ামিল তৈরির পূর্বে সংশোধনী দিতে হলে এক পক্ষের ভুলের জন্য 'ভুল হিসাব' লিখতে হয়। অনিশ্চিত হিসাব লিখতে হয় না।
- চূড়ান্ত হিসাব তৈরি করার পর অশুদ্ধি সংশোধনী দাখিলা দিতে হলে মুনাফা জাতীয় খরচ/আয় হিসাবের স্থলে সমন্বিত লাভ-লোকসান হিসাব লিখতে হবে। অন্যদিকে অনিশ্চিত হিসাব থাকলে তা বহাল থাকবে। অপরদিকে নামিক হিসাব ছাড়া অন্যান্য হিসাব যেমন দায় বা সম্পত্তিবাচক হিসাব থাকলে উক্ত দায় বা সম্পত্তি ডেবিট/ক্রেডিট করতে হবে।
- **দুই দিকের ভুলের জন্য চূড়ান্ত হিসাব তৈরির পর সংশোধনী দাখিলা দিতে হলে** – ভুল সম্পর্কিত হিসাব দুটি নামিক হলে এবং টাকার পরিমাণ সমান হলে কোন সংশোধনী দাখিলা প্রয়োজন নেই। তবে একটি নামিক ও অন্যটি অন্যকোনো হিসাব হলে তার জন্য সংশোধনী দাখিলা দিতে হবে।
- **হিসাববিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ নীতি** – অনুযায়ী ভুল সংশোধনী দাখিলা দিতে হয়।
- ভুল সংশোধনী দাখিলা হিসাব চক্রের একটি – **পরিত্যাজ্য ধাপ।**
- **রেওয়ামিলের উদ্দেশ্যসমূহ :**
  ১. রক্ষিত হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা।
  ২. ভুলত্রুটি উদঘাটনপূর্বক সংশোধনের ব্যবস্থা করা।
  ৩. চূড়ান্ত হিসাবসমূহ প্রণয়নে সাহায্য পাওয়া।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

✪ **রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

১. রেওয়ামিলে ডেবিট জের ও ক্রেডিট জের পৃথক কলামে বিন্যস্ত করে তৈরি করা হয়।
২. এখানে প্রতিটি হিসাবের সমাপ্তি জের (Closing Balance) দেখানো হয়।
৩. রেওয়ামিল কোনো একটি নির্দিষ্ট তারিখের জন্য প্রস্তুত করা হয়; কোনো সময়কালের জন্য নয়।
৪. রেওয়ামিল কোনো হিসাব নয়, এটি একটি বিবরণী মাত্র।
৫. রেওয়ামিল হলো সকল হিসাবের সংক্ষিপ্ত রূপ বা প্রকাশ।
৬. এটি দাখিলার গাণিতিক ভুল উদঘাটন বা প্রকাশ করে।
৭. এটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা করে।
৮. এটি হিসাব চক্রের বাধ্যতামূলক কাজ নয়।

✪ **রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতাসমূহ :**

১. যদি একটি লেনদেন জাবেদাভুক্ত না করা হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যায়।
২. যদি একটি সঠিক জাবেদা দাখিলা পোস্টিং না করা হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যায়।
৩. যদি একটি জাবেদা দাখিলা দুবার পোস্টিং করা হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যায়।
৪. যদি জাবেদাভুক্তকরণে বা পোস্টিংয়ে ভুল হিসাব ব্যবহার করা হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যায়।
৫. যদি লেনদেনের টাকার পরিমাণ কম বা বেশি লেখা হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যায়।
৬. যদি ডেবিট-ক্রেডিট সমান রেখে যেকোনো ধরনের ভুল করা হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যায়।

✪ **কোন কোন ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে এবং কোন কোন ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না :** রেওয়ামিলের ভুলের প্রকারভেদ : ক. যেসব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে খ. যেসব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না গ. প্রভাবের দৃষ্টিকোণ হতে ভুল

রেওয়ামিলে যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে	১. খতিয়ানে তোলার সময় বাদ পড়ার ভুল ২. খতিয়ান হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল ৩. খতিয়ানে হিসাব পোস্টিং এর ভুল ৪. খতিয়ান উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে তুলবার ভুল ৫. খতিয়ানের লেখার সময় টাকার অঙ্কে ভুল/ গাণিতিক ভুল ৬. রেওয়ামিলের যোগফল নির্ণয়ে ভুল
যেসব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না (এদেরকে রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা বলে)	১. নীতিগত ভুল ২. করণিক ভুল (বিচ্যুতি বা বাদ পড়ার ভুল, লেখার ভুল, বেদাখিলার ভুল; পরিপূরক ভুল)

✪ **যে সব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না :**

নীতিগত ভুল	➦ হিসাবরক্ষণের স্বীকৃত নীতিমালাকে পরিহার করে হিসাবরক্ষণ করা হলে, তাকে নীতিগত ভুল বলে। ➦ মূলধনজাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়কে মূলধনজাতীয় ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা নীতিগত ভুল। ➦ যেমন - খরচ হিসাবের পরিবর্তে সম্পদ হিসাব ডেবিট করা, আবার সম্পদ হিসাবের পরিবর্তে খরচ হিসাব ডেবিট করা।
বাদ পড়ার ভুল	➦ যদি কোনো লেনদেন হিসাবনিকাশের বইসমূহে লিপিবদ্ধকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে যায়, তবে তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। যেমন- ধারে পণ্য ক্রয় ৫,০০০ টাকা হিসাববিজ্ঞানের কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই ধরনের ভুলও রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না অর্থাৎ এই ধরনের ভুল রেওয়ামিলের মাধ্যমে উদঘাটিত হয় না।
বে-দাখিলার ভুল	➦ একটি নির্দিষ্ট হিসাবে ডেবিট বা ক্রেডিট করার পরিবর্তে সমজাতীয় অপর একটি হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করলে যে ভুল হয় তাকে বে- দাখিলার ভুল বলে। বে-দাখিলার ভুল হলো নামের ভুল। যেমন- মৌসুমি এর নিকট হতে ৩০,০০০ টাকা বকেয়া আদায় করে নগদান হিসাবে সঠিকভাবে ডেবিট করা হয়েছে, কিন্তু উক্ত টাকা দিয়ে মৌসুমির হিসাব ক্রেডিট করার পরিবর্তে উৎপলের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।
পরিপূরক ভুল	➦ একটি ভুলের দ্বারা অন্য একটি ভুলের পরিমাণ পূরণ হয়ে গেলে তাকে পরিপূরক ভুল বলে। যেমন- বেতন হিসাবের ডেবিট দিকে ১,৫০০ টাকা কম লেখা হয়েছে এবং ক্রয় হিসাবের ডেবিট দিকে ১,৫০০ টাকা বেশি লেখা হয়েছে।
পরিমাণ লিখনের ভুল	➦ কোনো লেনদেন প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করার সময় টাকার পরিমাণে ভুল হলে তাকে পরিমাণ লিখনের ভুল বলে। যেমন- ৫০,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করে জাবেদাভুক্তকরণের সময় উভয় পক্ষে (ক্রয় হিসাবে ও পাওনাদার হিসাবে) ৫,০০০ টাকা করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
সম্পূর্ণ উল্টা দাখিলা দেওয়ার ভুল	➦ সম্পূর্ণ উল্টা দাখিলা দেওয়ার ভুল হলো ঐ ধরনের ভুল, যেখানে কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় সঠিক হিসাব ব্যবহার হয় ঠিকই কিন্তু যে হিসাব ডেবিট হবে তাকে করা হয় ক্রেডিট এবং যে হিসাব ক্রেডিট হবে তাকে করা হয় ডেবিট।

→ ভারতীয় হিসাববিজ্ঞানে নীতিগত ভুল ব্যতীত অন্যান্য ভুলগুলোকে করণিক ভুল নামে অভিহিত করা হয়।

✪ **সমাপনী মজুত পণ্য :** সমাপনী মজুত পণ্য সাধারণত রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ, সমাপনী মজুত পণ্য প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ও ক্রয়ের একটি অংশ। যেহেতু প্রারম্ভিক মজুত পণ্য এবং ক্রয় রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে দেখানো হয় সেহেতু সমাপনী মজুত পণ্য রেওয়ামিলে দেখানোর দরকার নেই।

✪ **সমন্বিত ক্রয় :** (প্রারম্ভিক মজুত পণ্য + ক্রয় – সমাপনী মজুত পণ্য) যদি সমন্বিত ক্রয়/ বিক্রয় পণ্যের ব্যয় দেওয়া থাকে তাহলে সমাপনী মজুত পণ্যকে রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে দেখাতে হবে। তখন প্রারম্ভিক মজুত পণ্য রেওয়ামিলে আসবে না।

✪ **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of goods sold) :** পণ্য ক্রয় থেকে শুরু করে বিক্রয় উপযোগী করা পর্যন্ত ব্যয়কে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বলা হয়। বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + নিট ক্রয় + প্রত্যক্ষ খরচ) – সমাপনী মজুদ পণ্য।
নিট ক্রয় = ক্রয় – (ক্রয় ফেরত + ক্রয় বাট্টা + বিজ্ঞাপন বাবদ পণ্য বিতরণ + মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন) + অলিখিত ক্রয়।

✪ **ক্রয় খতিয়ানের জের :** হিসাবকালের মধ্যে বাকিতে পণ্য ক্রয়ের ফলে যে দেনার (দায়) সৃষ্টি হয় তাকে ক্রয় খতিয়ানের জের বলে।

বিক্রয় খতিয়ানের জের : হিসাবকালের মধ্যে বাকিতে পণ্য বিক্রয়ের ফলে যে পাওনার (সম্পত্তি) সৃষ্টি হয় তাকে বিক্রয় খতিয়ানের জের বলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIO
CamScanner

✪ ভুল সংশোধনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাখিলা সম্পর্কে জেনে নিই-

ভুল	প্রভাব	ভুল সংশোধনী	
১. নগদে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ক্রয় হিসাবে লেখা হয়েছে ২,০০০ টাকা।	যন্ত্রপাতি কম ডেবিট করা হয়েছে ২,০০০ টাকা এবং ক্রয় বেশি ডেবিট করা হয়েছে ২,০০০ টাকা।	যন্ত্রপাতি Dr: ক্রয় Cr:	২,০০০ ২,০০০
২. ১,০০০ টাকা মজুরি প্রদান করে মজুরি হিসাবে লেখা হয়েছে ১০০ টাকা।	এটি একপক্ষের ভুল। অর্থাৎ শুধু মজুরি ব্যয় হিসাবে কম ডেবিট করা হয়েছে ৯০০ টাকা।	মজুরি Dr: অনিশ্চিত Cr:	৯০০ ৯০০
৩. ১,০০০ টাকা মজুরি প্রদান করে মজুরি হিসাবে লেখা হয়েছে ১০,০০০ টাকা।	এটিও এক পক্ষের ভুল। অর্থাৎ নগদান হিসাব সঠিকভাবে ১,০০০ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করলে মজুরি হিসাবকে ১০,০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করা হয়েছে।	অনিশ্চিত Cr: মজুরি Cr:	৯,০০০ ৯,০০০
৪. ধারে সেবা প্রদান ৬০০ টাকা যা সেবা আয় হিসাবে ৯০০ টাকা লেখা হয়েছে।	শুধু সেবা আয় হিসাবে বেশি ক্রেডিট করা হয়েছে ৩০০ টাকা; ফলে অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট হয়েছে ৩০০ টাকা।	সেবা আয় Dr: অনিশ্চিত Cr:	৩০০ ৩০০
৫. নগদে ২,৫০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করে বিক্রয় হিসাবে ৫,২০০ টাকা লেখা হয়েছে।	শুধু বিক্রয় হিসাব বেশি ক্রেডিট করা হয়েছে ২,৭০০ টাকা। সুতরাং বিক্রয়কে ২,৭০০ টাকা দ্বারা কমাতে হবে।	বিক্রয় Dr: অনিশ্চিত Cr:	২,৭০০ ২,৭০০
৬. বিক্রয় বইতে ১০০ টাকার স্থলে ১,০০০ টাকা লেখা হয়েছে।	বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট বেশি করা হয়েছে ৯০০ টাকা এবং দেনাদার হিসাবে বেশি ডেবিট করা হয়েছে ৯০০ টাকা।	বিক্রয় Dr: দেনাদার Cr:	৯০০ ৯০০
৭. ক্রয় বইতে ৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা লেখা হয়েছে।	ক্রয় হিসাবে কম ডেবিট হয়েছে ৪,৫০০ টাকা এবং পাওনাদার হিসাব কম ক্রেডিট হয়েছে ৪,৫০০ টাকা।	ক্রয় Dr: পাওনাদার Cr:	৪,৫০০ ৪,৫০০
৮. মুক্তাকে ৩,০০০ টাকা প্রদান করে তার হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।	মুক্তা হিসাবে কম ডেবিট করা হয়েছে ৩,০০০ টাকা এবং বেশি ক্রেডিট করা হয়েছে ৩,০০০ টাকা; ফলে অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট হয়েছে ৬,০০০ টাকা।	মুক্তা Dr: অনিশ্চিত Cr:	৬,০০০ ৬,০০০
৯. ফিরোজ ১,০০০ টাকা প্রদান করে তার হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ১০,০০০ টাকা।	শুধু ফিরোজের হিসাবকে বেশি ডেবিট করা হয়েছে ৯০০০ টাকা। অর্থাৎ এটি একপক্ষের ভুল। যার ফলে অনিশ্চিত হিসাবের সৃষ্টি হয়।	অনিশ্চিত Dr: ফিরোজ Cr:	৯,০০০ ৯,০০০
১০. রাব্বিকে ৬,০০০ টাকা প্রদান করে তার হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে ৬০০ টাকা।	শুধু রাব্বির হিসাবে কম ডেবিট করা হয়েছে ৫,৪০০ টাকা।	রাব্বি Dr: অনিশ্চিত Cr:	৫,৪০০ ৫,৪০০

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- রেওয়ামিল প্রস্তুতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য– **খতিয়ানস্থ হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইকরণ।**
- রেওয়ামিল প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো– **আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতে সহায়তা করা।**
- রেওয়ামিল– **একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে একটি নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য প্রস্তুত করা হয়।**
- রেওয়ামিল হিসাব চক্রের আবশ্যিক ধাপ এবং রেওয়ামিল হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার কোন ধাপ নয়।
- রেওয়ামিলে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় সকল প্রকার হিসাবের– **জের বা সমষ্টি অন্তর্ভুক্ত থাকে।**
- রেওয়ামিলে ভুল দুই ভাবে সংঘটিত হতে পারে– **১. নীতিগত ভুল ২. করণিক ভুল।**
- করণিক ভুলগুলো আবার কয়েক রকমের হতে পারে– **বাদ পড়ার ভুল, পরিপূরক ভুল, বেদাখিলার ভুল, প্রাথমিক লিখনের ভুল এবং সম্পূর্ণ বিপরীত দাখিলার ভুল।**
- যদি রেওয়ামিলের যোগফল না মিলে, তবে যোগফলের ব্যবধান অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে– **অনিশ্চিত হিসাবে।**
- অনিশ্চিত হিসাব খুলে ভুল সংশোধন করা হয়– **এক পক্ষের ভুল হলে।**
- অনিশ্চিত হিসাব একটি– **সম্পূর্ণ সাময়িক হিসাব এবং ইহার কোনো জেরকে আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ চূড়ান্ত হিসাবে দেখানো যায় না।**
- সমন্বয় জাতীয় হিসাবসমূহ সমন্বয় করার পর প্রস্তুতকৃত রেওয়ামিলকে– **সমন্বিত রেওয়ামিল বলে।** সমন্বিত রেওয়ামিল হতে তৈরি করা যায় – **আর্থিক বিবরণী।**
- বাস্তব হিসাবসমূহ (সম্পত্তি, দায় ও মালিকানা স্বত্ব) নিয়ে– **সমাপনী পরবর্তী রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।**
- রেওয়ামিলের দু'দিক মিলবে না যদি– **বেতন প্রদান বেতন হিসাবে খতিয়ানভুক্ত করা না হয়; লেনদেনের ২টি পক্ষের যে কোন একটি পক্ষ বাদ পড়লে; খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল করলে; সম্পর্কিত নয় এমন দুইটি হিসাবের একটি ডেবিট জের এবং অপরটির ক্রেডিট জের আদৌ তোলা না হলে।**
- রেওয়ামিল মিলে যাওয়া সত্ত্বেও যে সকল ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না– **মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয় অথবা মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়কে মূলধন জাতীয় আয়-ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হলে; প্রাথমিক ভাবে কোন লেনদেন জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত করা না হলে; জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তকরণ বাদ পড়লে; একটি ভুল দ্বারা অপর একটি ভুল সংশোধন হলে; সমপরিমাণ টাকা উভয় পার্শ্বে ভুল ভাবে লেখা।**
- বিশেষ জাবেদা বই লিখনের সময় লেনদেনের সংশ্লিষ্ট হিসাব খাতের একটি পক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে পাওয়া না গেলে – **অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।**
- রেওয়ামিল তৈরি করার পর যেসব ভুলের জন্য রেওয়ামিলের যোগফল অমিল হয়েছে তা সংশোধনের জন্য প্রকৃত জাবেদা বইয়ে– **অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।**
- সাধারণ কথায় সত্যের অপলাপ অথবা সত্যের বিচ্যুতিকে– **অশুদ্ধি বা ভুল বলে।**
- ভুল সংশোধনী দাখিলা হিসাব চক্রের একটি– **পরিত্যাজ্য ধাপ।**
- ভুল সংশোধনী দাখিলা প্রদান করা হয়– **পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।**
- ভুল সংশোধনী দাখিলা লিপিবদ্ধ করা হয়– **সাধারণ জাবেদায়।**
- কৌশলগত বা সংশোধনের দৃষ্টিকোণ হতে ভুলের প্রকারভেদ– **i. একদিকের ভুল (One-sided Errors) ii. দুই দিকের ভুল (Two sided Errors)**
- একদিকের ভুল হলে– **অনিশ্চিত হিসাবকে ব্যবহার করতে হবে।**
- এক পক্ষের ভুলের কারণে– **অনিশ্চিত হিসাবের সৃষ্টি হয়।**
- দুই পক্ষের ভুল হলে– **অনিশ্চিত হিসাব লেখা যায় না।**

CamScanner

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. একটি হিসাবের জের ১০৮ টাকা রেওয়ামিলের ভুল পার্শ্বে বসানো আছে। অন্যসব ঠিক থাকলে। যোগফলের পার্থক্য কত হবে? [কুবি : ১১-১২]

সমাধান : একটি হিসাবের জের অন্যান্য সব কিছু ঠিক রেখে ভুল পাশে বসালে দুই পাশের যোগফলের পার্থক্য ভুলকৃত অঙ্কের ডবল বা দিগুণ হবে। এখানে দুই পার্শ্বের যোগফলের পার্থক্য হবে (১০৮ + ১০৮) = ২১৬ টাকা।

02. ভাড়া প্রদান হিসাবের জের ৫৭ টাকা ভুলক্রমে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে ৭৫ টাকা লেখা হয়েছে। অন্যান্য হিসাব ঠিক ভাবে লেখা হলে রেওয়ামিলের পার্থক্য কত হবে? [রাবি : ০৭-০৮]

সমাধান : ভুলটির ফলে রেওয়ামিলের পার্থক্যের পরিমাণ হবে, যে ‌পরিমাণ টাকার জের ছিল ও ভুলে ভুল পার্শে যে পরিমাণ টাকা লেখা হয়েছে ত : সমষ্টি। অর্থাৎ (৫৭ + ৭৫) = ১৩২ টাকা।

03. আসবাবপত্র পরিবহন খরচ ২০০ টাকা, ভুলে পরিবহন খরচ হিসাবে ২০ টাকা লিখা হয়েছে। এতে রেওয়ামিলের দুই পার্শ্বের পার্থক্য কত হবে? [পাবিপ্রবি : ১৪-১৫]

সমাধান : আসবাবপত্র পরিবহন খরচ ডেবিট দিকে বসে এবং পরিবহন খরচ ও ডেবিট দিকে বসে।

সুতরাং এখানে রেওয়ামিলের দুই দিকের পার্থক্য হবে (২০০ – ২০) = ১৮০ টাকা।

04. রহিমকে ৩০০ টাকা প্রদান করে তার হিসাবে ৩০ টাকা লেখা হয়েছে। কোন হিসাবে ২৭০ টাকা ক্রেডিট হবে? [রাবি : ০৮-০৯]

সমাধান : রহিমকে ৩০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তার হিসাবে ৩০ টাকা লেখা হয়েছে। এখন তার হিসাবে আরও (৩০০ – ৩০) = ২৭০ টাকা লিখতে হবে। সুতরাং অনিশ্চিত হিসাবে ২৭০ টাকা ক্রেডিট হবে।

05. ১২,৮০০ টাকার বেতন হিসাবের বইতে লেখা হয়েছে ১৮,২০০ টাকা। সংশোধনী এন্ট্রি টাকায় কত হবে? [ঢাবি : ০৭-০৮]

সমাধান : বেতন হিসাবের বইতে বেশি টাকায় লেখা হয়েছে। ফলে সংশোধনী এন্ট্রিতে টাকার পরিমাণ যত বেশি হয়েছে ঠিক তত টাকা কমিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, ১২,৮০০ টাকার পরিবর্তে ১৮,২০০ টাকা বা (১৮,২০০ – ১২,৮০০) = ৫,৪০০ টাকা বেশি লেখা হয়েছে। তাহলে সংশোধনী এন্ট্রিতে নগদ ৫,৪০০ টাকা ডেবিট ও বেতন হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে।

06. জলিলের কাছ হতে প্রাপ্ত ৩৫০ টাকা ভুলক্রমে তার হিসাবে ৫৩০ টাকা লেখা হলে সংশোধনী দাখিলা কী হবে? [পাবিপ্রবি : ১১-১২]

সমাধান : ৩৫০ টাকার পরিবর্তে ৫৩০ টাকা লেখা হয়েছে। টাকার পরিমাণ বেশি লেখা আছে, (৫৩০ – ৩৫০) = ১৮০ টাকা।

সুতরাং সংশোধনী দাখিলা হবে, জলিল হিসাব ডেবিট ১৮০ টাকা এবং অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট ১৮০ টাকা।

07. ৫৯০ টাকার একটি প্রদেয় বিলের জন্য আদেষ্টার হিসাবকে ৯৫০ টাকা দ্বারা ক্রেডিট করা হলে রেওয়ামিলে অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ কত হবে? [ইবি : ১৬-১৭]

সমাধান : যখন প্রদেয় বিলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় পাওনাদার (আদেষ্টা) হিসাব ডেবিট এবং প্রদেয় বিল হিসাব ক্রেডিট হয়। এখনো আদেষ্টার হিসাবকে ডেবিট না করে ক্রেডিট করা হয়েছে, তাই অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ হবে (৫৯০ + ৯৫০) = ১,৫৪০

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অবিক্রীত পণ্য রেওয়ামিলের কোন ঘরে লেখা হয়?
Ⓐ ডেবিট Ⓑ ক্রেডিট
Ⓓ উভয় Ⓓ বসবে না **Ans Ⓓ**

02. অশুদ্ধ রেওয়ামিল শুদ্ধ করার পদ্ধতি কয়টি?
Ⓐ ৫টি Ⓑ ৬টি Ⓒ ৭টি Ⓓ ৮টি **Ans Ⓐ**

03. বিনিয়োগের তারতম্য তহবিল রেওয়ামিলের কোন ঘরে বসবে?
Ⓐ ডেবিট Ⓑ ক্রেডিট
Ⓒ উভয় Ⓓ বসবে না **Ans Ⓑ**

04. কোনটি ছাড়াও চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তত করা সম্ভব?
Ⓐ জাবেদা Ⓑ খতিয়ান Ⓒ রেওয়ামিল Ⓓ নগদান বই **Ans Ⓒ**

05. রেওয়ামিলের উভয় পার্শ্ব সাধারণত
Ⓐ সমান হয় Ⓑ মিলে না
Ⓒ ডেবিট জের Ⓓ ক্রেডিট জের **Ans Ⓐ**

06. নিচের কোনটি কাল্পনিক শক্তি?
Ⓐ ট্রেডমার্ক Ⓑ প্রারম্ভিক খরচ
Ⓒ সুনাম Ⓓ কপিরাইট **Ans Ⓑ**

07. ৩২৫ টাকার জায়গায় ৩৫২ টাকা লেখাকে কী ধরনের ভুল বলে?
Ⓐ পরিপূরক Ⓑ নীতিগত
Ⓒ বাদ পড়ার Ⓓ লেখার ভুল **Ans Ⓓ**

08. অনিঃশেষিত ব্যয় কী?
Ⓐ সম্পদ Ⓑ ব্যয়
Ⓒ দায় Ⓓ মালিকানাস্বত্ব **Ans Ⓐ**

09. যে সকল ভুল রেওয়ামিলে ব্যাঘাত ঘটায় না?
Ⓐ যোগের ভুল Ⓑ নীতির ও করণিক ভুল
Ⓒ স্থানান্তরের ভুল Ⓓ এর কোনোটিই নয় **Ans Ⓑ**

10. রেওয়ামিল প্রণয়ন হিসাব চক্রের কোন ধাপ?
Ⓐ ২য় ধাপ Ⓑ ৩য় ধাপ
Ⓒ ৪র্থ ধাপ Ⓓ ৫ম ধাপ **Ans Ⓒ**

11. একটি নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন মজুরি, মজুরি হিসাবে লিপিবদ্ধ করলে হিসাববিজ্ঞানে কোন ধরনের ভুল হয়?
Ⓐ লেখার ভুল Ⓑ পরিপূরক ভুল Ⓒ করণিক ভুল Ⓓ নীতিগত ভুল **Ans Ⓓ**

12. সম্পত্তি বিক্রয় করে বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করা হলে কোন ধরনের ভুল হয়?
Ⓐ লিখার ভুল Ⓑ বাদ পড়ার ভুল
Ⓒ বেদাখিলার ভুল Ⓓ নীতিগত ভুল **Ans Ⓓ**

13. সমন্বিত ক্রয় হচ্ছে-
Ⓐ প্রারম্ভিক মজুত + সমাপনী মজুত - ক্রয়
Ⓑ প্রারম্ভিক মজুত + নিট ক্রয় - সমাপনী মজুত
Ⓒ বিক্রয় + সমাপনী মজুত - ক্রয়
Ⓓ সমাপনী মজুত + ক্রয় - প্রারম্ভিক মজুত **Ans Ⓑ**

14. খতিয়ানে উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল হলে তা কোথায় ধরা পড়ে?
Ⓐ চূড়ান্ত হিসাব Ⓑ রেওয়ামিল
Ⓒ দুতরফা দাখিলা Ⓓ একতরফা দাখিলা **Ans Ⓑ**

15. ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়কে হিসাবের বহিতে ভুলবশত ৫০০ টাকা দেখানো হয়েছে- ইহা কোন ধরনের ভুল?
Ⓐ বাদ পড়ার ভুল Ⓑ নীতিগত ভুল
Ⓒ পরিপূরক ভুল Ⓓ লেখাজনিত ভুল **Ans Ⓓ**

16. প্রারম্ভিক মজুত ২২,০০০ টাকা, ক্রয় ১,৩৫,০০০ টাকা, বিক্রয় ৩,৭৬,০০০ টাকা ও সমাপনী মজুত পণ্য ৩৭,০০০ টাকা হলে সমন্বিত ক্রয় কত হবে?
Ⓐ ১,২০,০০০ টাকা Ⓑ ৩৩০ টাকা
Ⓒ ৯৮,০০০ টাকা Ⓓ ১,৫০,০০০ টাকা **Ans Ⓐ**

17. মেশিন সংস্থাপন ব্যয় ২,০০০ টাকা মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। এটি কোন ধরনের ভুল?
Ⓐ লেখার ভুল Ⓑ পরিপূরক ভুল
Ⓒ বেদাখিলার ভুল Ⓓ নীতিগত ভুল **Ans Ⓓ**

18. খতিয়ানের জের দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুতের কাজকে কী বলে?
Ⓐ সংক্ষিপ্তকরণ Ⓑ শ্রেণিবদ্ধকরণ
Ⓒ শুদ্ধিকরণ Ⓓ চিহ্নিতকরণ **Ans Ⓐ**

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ৫

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **হিসাববিজ্ঞান নীতি :** হিসাববিজ্ঞান নীতি বলতে এমন কতগুলো মৌলিক বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে বুঝায় যেগুলো হিসবরক্ষনের ক্ষেত্রে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত তথ্যগুলো বিভিন্ন পক্ষ ও হিসাব রক্ষকদের মধ্যে – **যোগসূত্রের কাজ করে।**
- হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে হলে হিসাববিজ্ঞানের – **নীতি বা ধারণা এবং প্রথা** সম্পর্কে বাস্তব ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।
- মৌলিক কোনো বিশ্বাস বা সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো অপরিবর্তনীয় সত্যকে – **নীতি বলা হয়।**
- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা বা সম্পাদনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ নিয়ম বা নির্ধারিত ভিত্তিকে – **হিসাববিজ্ঞান নীতি বলা হয়।**
- হিসাববিজ্ঞান নীতি মানুষ সৃষ্টি করে। তাই অন্য কোনো প্রাকৃতিক নীতির মতো হিসাববিজ্ঞান নীতি – **একমাত্র বা অপরিবর্তনীয় কোনো নীতি নয়।**
- একটি হিসাববিজ্ঞান নীতিকে প্রাসঙ্গিক, তথ্যপূর্ণ পক্ষপাতমূলক বিশ্বাস এবং অপ্রাসঙ্গিক জটিলতা ও ব্যয়ের সংশ্রব মুক্ত হতে হবে।
- আন্তর্জাতিক হিসাবমান কমিটি (IASC) এ পর্যন্ত সর্বমোট - **৪১টি মান (IAS) প্রণয়ন করেছে।** IASC তে ৮৬টি দেশের ১১৯টি পেশাদারি সংস্থার সদস্য অন্তর্ভু... আছে। IASB হিসাব মানকে যুগোপযোগী ও তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য করার জন্য IAS কে পরিমার্জন ও সংযোজন করে IFRS নামে হিসা... মানসমূহ প্রকাশ করে। ২০১০ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত সংস্থাটি – **৯টি IFRS প্রকাশ করে।**
- **হিসাববিজ্ঞানের ধারণা নীতি ও প্রথাসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো –**
  - আর্থিক বিবরণীর হিসাব তথ্যসমূহকে সঠিক ও যথাযথভাবে উহার ব্যবহারকারীগণের নিকট উপস্থাপন করা।
  - কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যসমূহকে ঐ শিল্পের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যের সাথে তুলনাযোগ্য করে উপস্থাপন করা।
- হিসাববিজ্ঞানের রীতি-নীতি, প্রথা ও নিয়মসমূহ বিভিন্ন সময়ে IFAC (International Federation of Accounts) এর সদস্য FASB (Financial Accounting Standards Board) কর্তৃক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো অফিসিয়াল লিস্ট বা তালিকা নেই।
- **হিসাববিজ্ঞানের পরিচালন নির্দেশাবলিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় –**
  ১. হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা ২. হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত নীতি ৩. সীমাবদ্ধতা/ বাধাসমূহ।
- হিসাববিজ্ঞান ধারণাসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বজন সম্মত এবং স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম কানুন যার উপর ভিত্তি করে হিসাববিজ্ঞানের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য এবং আর্থিক বিবরণী (লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র) ও উহার তথ্যসমূহকে সঠিক, সহজ সাবলীল ও অর্থবহভাবে আগ্রহী পক্ষসমূহের নিকট উপস্থাপনের জন্য যে সকল রীতি বা সীমাবদ্ধতা মেনে চলা হয় তাদেরকে হিসাববিজ্ঞানের প্রথা বলা হয়।
- সামঞ্জস্যতার নীতি অনুসারে প্রতি বছর একই পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ করতে হয়। এ বছর সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ধার্য করলে পরের বছরও একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।
- **বিশেষভাবে মনে রাখবে :**
  - ➡ অবচয়ের পদ্ধতি নির্বাচন → **রক্ষণশীলতানীতি**
  - ➡ সমন্বয় দাখিলা → **হিসাবকাল ধারণা** ➡ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়মূল্যে লেখা বা দেখানো হয়→**ক্রয়মূল্য নীতি**
  - ➡ সমাপনী দাখিলা → **হিসাবকাল ধারণা**
  - ➡ বিপরীত দাখিলা → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ প্রারম্ভিক দাখিলা → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত/তৈরি করা হয় → চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা
  - ➡ উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশ করা হয় → **পূর্ণপ্রকাশ নীতি**
  - ➡ চলতি সম্পত্তির ক্ষেত্রে → **রক্ষণশীলতা**
  - ➡ অবচয় ধার্য/ধরা হয়→ **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ অবচয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয় → **পূর্ণপ্রকাশ নীতি**
  - ➡ অবচয় সঞ্চিতি তৈরি করা হয় → **পূর্ণপ্রকাশ নীতি**
  - ➡ সম্ভাব্য দায় ধরা/ধার্য করা হয় → **রক্ষণশীলতার নীতি**
  - ➡ সম্ভাব্য দায় লেখা/ দেখানো হয় → **পূর্ণ প্রকাশ নীতি**
  - ➡ স্থায়ী সম্পত্তি মূল্যায়ন করা হয় → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ বকেয়া আয়কে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ বকেয়া ব্যয়কে ব্যয় হতে বাদ দেওয়া হয় না/ ব্যয় হিসাবে স্বীকার করা হয় → **মিলকরণ নীতি**
  - ➡ বকেয়া আয়কে আয় হতে বাদ দেওয়া হয় না/ আয় হিসাবে স্বীকার করা হয় → **আয় স্বীকৃত নীতি**
  - ➡ কুঋণ সঞ্চিতি সৃষ্টি/ লেখা/ হিসাবভুক্ত/ লিপিবদ্ধ/ দেখানো হয় → **মিলকরণ নীতি**
  - ➡ ভুল সংশোধনী দাখিলা → **পূর্ণপ্রকাশ নীতি অনুসারে**
  - ➡ আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা → **হিসাবকাল ধারণা**
  - ➡ স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে → **ক্রয়মূল্য নীতি ও চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ অবচয় ধার্যকে বর্ণনা করা হয় → **পূর্ণ প্রকাশ নীতি**
  - ➡ অবচয় লেখা/হিসাবভুক্ত/ লিপিবদ্ধ/ দেখানো হয়→ **মিলকরণ নীতি**
  - ➡ কোনো পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হবে তা নির্ভর করে → **রক্ষণশীলতার নীতি**
  - ➡ প্রতি বছর একই পদ্ধতিতে অবচয় ধরা হয় → **সামঞ্জস্যতা**
  - ➡ অগ্রিম আয়কে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা হয় → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ বকেয়া ব্যয়কে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়→ **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ অগ্রিম ব্যয়কে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়→ **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ কুঋণ সঞ্চিতি ধার্য বা ধরা হয় → **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা**
  - ➡ সরাসরি পদ্ধতিতে কুঋণ অবলোপন করা হয় → **বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা**
- **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের ধারণাগত কাঠামো :** হিসাববিজ্ঞানের ধারণা সংক্রান্ত কাঠামো চারটি দফা (item) নিয়ে গঠিত। যথা-
  (i) আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য (Objectives of Financial Reporting).
  (ii) হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য (Qualitative Characteristics of Accounting Information).
  (iii) আর্থিক বিবরণীসমূহের উপাদান (Elements of Financial Statements).
  (iv) পরিচালন নির্দেশাবলি-ধারণা, নীতি ও সীমাবদ্ধতা (Operating Guidelines-Assumptions, Principles & Constraints).

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- **হিসাববিজ্ঞানে ব্যবহৃত তিনটি 'সি' (3C) :** হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে কতগুলো রীতি-নীতি অনুসরণ করতে হয়। এসব রীতি-নীতির মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে। যাকে 3C বলা হয়। যেমন- ১. Cost concept (ব্যয় নীতি) ২. Consistency concept (সামঞ্জস্যতা প্রথা) ৩. Conservatism convention (রক্ষণশীলতা প্রথা)।
- **GAAP :** GAAP এর পূর্ণরূপ Generally Accepted Accounting Principles. এটি সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা যা হিসাববিজ্ঞান ব্যবহারের পন্থা নির্দেশ করে।
- **শ্রেণিবিন্যস্ত উদ্বৃত্তপত্রের উপাদানসমূহের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিই -**
  - GAAP (আমেরিকান হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা) অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদানগুলোর ক্রম হলো – চলতি সম্পত্তি, অচলতি সম্পত্তি; চলতি দায়, অচলতি দায়, মালিকানা স্বত্ব।
  - IFRS (আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা) অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর উপাদানগুলোর ক্রম হলো – অচলতি সম্পত্তি; চলতি সম্পত্তি; মালিকানা স্বত্ব; অচলতি দায়; চলতি দায়।
  - GAAP অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিসমূহ সাজানো হয় – তারল্যের অগ্রাধিকার অনুসারে। (চলতি সম্পত্তি; দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ; প্রপার্টি, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট; অস্পর্শনীয় সম্পত্তি)
  - IFRS অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পত্তিসমূহ সাজানো হয় – স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার অনুসারে। অস্পর্শনীয় সম্পত্তি, প্রপার্টি, প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, চলতি সম্পত্তি।
  - GAAP অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পত্তি সাজানো হয় – তারল্যের অগ্রাধিকার অনুসারে। (নগদ, প্রাপ্যসমূহ, মজুদ পণ্য, সম্ভার, অগ্রিম ব্যয়)
  - IFRS অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পত্তি সাজানো হয় – স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার অনুসারে। (অগ্রিম ব্যয়, সম্ভার, মজুদ পণ্য, প্রাপ্যসমূহ, নগদ)
  - GAAP ও IFRS উভয় নীতিমালা অনুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় সাজানো হয়– তারল্যের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।

বি.দ্র. : GAAP (আমেরিকান হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা) অনুসারে চলতি সম্পত্তি সাজানো হয়; তারল্যের অগ্রাধিকার অনুসারে [নগদ, প্রাপ্যসমূহ, মজুদ পণ্য, সম্ভার, অগ্রিম ব্যয়]। অন্যদিকে, IFRS (আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা) অনুসারে চলতি সম্পত্তি সাজানো হয়: স্থায়িত্বের অগ্রাধিকার অনুসারে [অগ্রিম ব্যয়, সম্ভার, মজুদ পণ্য, প্রাপ্যসমূহ, নগদ]। নীতিমালার নাম উল্লেখ না থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি পরিচিত নীতিমালা GAAP অনুসারে সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে হয়।

বি.দ্র. : আর্থিক বিবরণীকে সবজনগ্রাহ্য করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হিসাববিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠান-FASB কর্তৃক ব্যবহৃত নীতিমালা বা মান হলো GAAP। অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যসহ বেশকিছু দেশ মিলে আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠান IASB কর্তৃক ব্যবহৃত নীতিমালা বা মান হলো IFRS। আবার, বাংলাদেশের হিসাববিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠান ICAB কর্তৃক ব্যবহৃত নীতিমালা বা মান হলো BFRS, যা IFRS এর অনুরূপ। প্রশ্নতে কোনো দেশের নাম বা আন্তর্জাতিক কোনো কিছুই উল্লেখ না থাকলে অপশনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নিজ দেশের নীতিমালা বা মান 'BFRS' খুজতে হবে। অপশনগুলোতে BFRS না থাকলে পরবর্তী পছন্দ হিসেবে আন্তর্জাতিক নীতিমালা বা মান-IFRS খুজতে হবে। অপশনগুলোতে এই উত্তরটিও না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালা বা মান 'GAAP' কে উত্তর হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- মৌলিক কোনো বিশ্বাস বা সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো অপরিবর্তনীয় সত্যকে – **নীতি বলা হয়।**
- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা বা সম্পাদনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ নিয়ম বা নির্ধারিত ভিত্তিকে – **হিসাববিজ্ঞান নীতি বলা হয়।**
- একটি হিসাববিজ্ঞান নীতিকে প্রাসঙ্গিক ও তথ্যপূর্ণ হতে হয় এবং পক্ষপাতমূলক বিশ্বাস, অপ্রাসঙ্গিক জটিলতা ও ব্যয়ের সংমিশ্রন মুক্ত হতে হবে।
- বর্তমানে IAS- এর ব্যবহার রহিত করা হয়েছে (অর্থাৎ যা বর্তমানে অনুসরণ করা হয় না)– **১২টি।**
- **হিসাববিজ্ঞানের ধারণা,নীতি ও প্রথাসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো –**
- আর্থিক বিবরণীর হিসাব তথ্যসমূহকে সঠিক ও যথাযথভাবে উহার ব্যবহারকারীগণের নিকট উপস্থাপন করা।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যসমূহকে ঐ শিল্পের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্যের সাথে তুলনাযোগ্য করে উপস্থাপন করা।
- হিসাববিজ্ঞান ধারণাসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, সর্বজনসম্মত এবং স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম কানুন যার উপর ভিত্তি করে হিসাববিজ্ঞানের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য এবং আর্থিক বিবরণী (লাভ–লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র) ও উহার তথ্যসমূহকে সঠিক, সহজ সাবলীল ও অর্থবহভাবে আগ্রহী পক্ষসমূহের নিকট উপস্থাপনের জন্য যে সকল রীতি বা সীমাবদ্ধতা মেনে চলা হয় তাদেরকে হিসাববিজ্ঞানের প্রথা বলা হয়।
- সামঞ্জস্যতার নীতি অনুসারে– **প্রতি বছর একই পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ করতে হয়।** এ বছর সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ধার্য করলে পরের বছরও একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।
- অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য ঘটনা বা বিষয়ই শুধু হিসাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে– **আর্থিক মূল্যের একক ধারণা অনুযায়ী।**
- হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা– **আর্থিক মূল্যের একক ধারণা।**
- প্রতিষ্ঠানকে তার মালিক ও অন্যান্য স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের সত্তা থেকে পৃথক করা হয়– **ব্যবসায় সত্তা অনুযায়ী।** তাই, প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সম্পত্তি ও দায়কে মালিকের সম্পত্তি ও দায় হিসেবে গণ্য না করে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায় হিসেবে গণ্য করা হয় এবং মালিকের মূলধনকে প্রতিষ্ঠানের দায়ের অনুরূপ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়।
- একটি প্যারেন্ট কোম্পানি ও ইহার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহকে /সাব-সিডিয়ারি কোম্পানিসমূহকে একীভূত করার অনুমতি প্রদান করে– **ব্যবসায় সত্তা ধারণা।**
- সম্পত্তি ও দায়কে চলতি-অচলতি শ্রেণিবিভাগে বিভক্ত করা হয়– **চলমান প্রতিষ্ঠা ধারণা অনুযায়ী।**
- ক্রয়মূল্য নীতিকে সমর্থন করে– **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা।** তাই, চলমান প্রতিষ্ঠান ধার অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তিকে অবসায়ন মূল্যে মূল্যায়ন না করে ক্রয়মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়।
- অবচয়, অবলোপন ও শূণ্যীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়– **চলমান প্রতিষ্ঠ ধারণা অনুযায়ী।**
- আর্থিক ফলাফল বা লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয়– **হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী।**
- হিসাবকাল শেষে আর্থিক বিবরণীসমূহ (আয় বিবরণী, মালিকের স্বত্ব বিবরণী/জমা মুনাফা বিবরণী ও নগদ প্রবাহ বিবরণী) প্রস্তুত করা হয়– **হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী**
- সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়– **হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী।**
- হিসাবকাল ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রণীত দুটি নীতি হলো– **আয় স্বীকৃতি নী ব্যয় স্বীকৃতি (মিলকরণ) নীতি।**
- স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়মূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ক্রয়-পরবর্তীমূল্য হিসাবের দেখানো হয় না– **ক্রয়মূল্য নীতি বা ঐতিহাসিক মূল্য নীতি অনুযায়ী।**
- নগদ টাকা পাওয়া যাক অথবা না যাক, আয়কে সেই হিসাবকালেই লি করতে হবে যে হিসাবকালে তা অর্জিত হবে– **আয় স্বীকৃতি নীতি অনুযায়ী।**
- ব্যয়কে আয়ের সাথে Match করতে হবে; অর্থাৎ, আয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্য আয়ের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে– **ব্যয় স্বীকৃতি (মিলকরণ) নীতি অনু**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBI

CamScanner

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

০১. এবিসি কোম্পানি ২০০০ একক পণ্য ক্রয় করে। বছর শেষে ১২১ টাকা হারের ২০০ একক পণ্য মজুত আছে। পণ্যটির প্রতিস্থাপন ব্যয় একক প্রতি ৯১ টাকা হলে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য উদ্বৃত্তপত্রে কত টাকা দেখানো হবে? [জবি : ১৬-১৭]

সমাধান : হিসাব বিজ্ঞানের রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী মজুত পণ্য তার ক্রয়মূল্য এবং প্রতিস্থাপন ব্যয়ের যেটি কম সেই মূল্যে উদ্বৃত্ত পত্রে দেখানো হয়। অর্থাৎ এখানে মজুতের মূল্য = (২০০ × ৯১) = ১৮,২০০ টাকা।

০২. একটি প্রতিষ্ঠান নগদ ৮০,০০০ টাকা দিয়ে ভূমি ক্রয় করল। ভূ-সম্পত্তির দালালের কমিশন বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হলো। নতুন দালান নির্মাণের জন্য পুরনো দালান ভেঙে ফেলা হলো এবং এ বাবদ খরচ হলো ৭,০০০ টাকা। ক্রয়মূল্য নীতি অনুযায়ী, ভূমির মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয় কত টাকায়? [জবি : ১৫-১৬]

সমাধান : স্থায়ী সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তা ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত যাবতিয় খরচ ক্রয় মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

∴ ভূমির মূল্য = (নগদ + কমিশন + দালান ভাঙ্গা খরচ) = (৮০,০০০ + ৫,০০০ + ৭,০০০) = ৯২,০০০ টাকা।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. FASB কর্তৃক স্বীকৃত সর্বজনগ্রাহ্য নীতি কোনটি?
Ⓐ IAS Ⓑ IFA
Ⓒ IRS Ⓓ GAAP
Ans D

02. FASB কর্তৃক প্রদত্ত নীতির তাত্ত্বিক কাঠামোতে কয়টি স্তর আছে?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩
Ⓒ ৪ Ⓓ ১২
Ans B

03. IFRS ইস্যুকারী সংগঠন কোনটি?
Ⓐ FASB Ⓑ AICPA
Ⓒ IASB Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans C

04. সম্ভাব্য দেনাকে প্রকৃত দেনা হিসাবে দেখালে কোন ধরনের সঞ্চিতি তৈরি হয়?
Ⓐ মূলধন Ⓑ সাধারণ
Ⓒ গোপন Ⓓ বিশেষ
Ans D

05. কোনটি হিসাব বিজ্ঞান তথ্যের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য নয়?
Ⓐ পাঠ যোগ্যতা Ⓑ প্রাসঙ্গিকতা
Ⓒ নির্ভরতা Ⓓ সময়োপযোগিতা
Ans A

06. কোন নীতির ফলে অবচয় ধার্য করা হয়?
Ⓐ সমন্বয় Ⓑ রক্ষণশীলতা
Ⓒ চলমান প্রক্রিয়া Ⓓ সত্তা
Ans C

07. ICMAB কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনের পরিচালিত হয়?
Ⓐ অর্থ Ⓑ শিল্প
Ⓒ বাণিজ্য Ⓓ আইন
Ans C

08. IASC প্রতিষ্ঠিত হয়–
Ⓐ ১৯৭১ Ⓑ ১৯৭২
Ⓒ ১৯৭৩ Ⓓ ১৯৭৫
Ans C

09. কোন নীতি অনুসারে সমন্বয় দাখিলা দেওয়া হয়?
Ⓐ হিসাবকাল ধারণা Ⓑ রক্ষণশীল প্রথা
Ⓒ সামঞ্জস্য নীতি Ⓓ মালিকানাস্বত্ব ধারণা
Ans A

10. কোন নীতি অনুযায়ী ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়?
Ⓐ আয়-ব্যয় নীতি Ⓑ পূর্ণ প্রকাশ নীতি
Ⓒ রক্ষণশীলতার নীতি Ⓓ কোনোটিই নয়
Ans B

11. মূলধনকে দায় হিসাবে দেখানো হয় কোন নীতি অনুসারে?
Ⓐ ক্রয়মূল্য নীতি Ⓑ ব্যবসায়িক স্বত্ব নীতি
Ⓒ রক্ষণশীলতার নীতি Ⓓ আদায় করা নীতি
Ans B

12. মৌলিক হিসাব সমীকরণ হিসাববিজ্ঞানের কোন ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত?
Ⓐ সত্তা ধারণা Ⓑ মিলকরণ ধারণা
Ⓒ হিসাবকাল ধারণা Ⓓ চলমান ধারণা
Ans A

13. আর্থিক বিবরণীকে সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য গৃহীত মান কোনটি?
Ⓐ GSP Ⓑ GAAP
Ⓒ IFRS Ⓓ SFAC
Ans B

14. হিসাববিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক শীর্ষ সংস্থা কোনটি?
Ⓐ GAAP Ⓑ FASB
Ⓒ AICPA Ⓓ SEC
Ans B

15. সম্ভাব্য সকল ব্যয়কে হিসাবভুক্ত করা কিন্তু সম্ভাব্য সকল আয়কে হিসাবভুক্ত না করা এটি হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি?
Ⓐ ব্যয় সংযোগ নীতি Ⓑ রক্ষণশীলতা নীতি
Ⓒ পূর্ণপ্রকাশ নীতি Ⓓ ঐতিহাসিক মূল্য নীতি
Ans B

16. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি অনুযায়ী আয়ের বিপরীতে ব্যয়কে চার্জ করা হয়?
Ⓐ মিলকরণ নীতি Ⓑ ব্যয় নীতি
Ⓒ শনাক্তকরণ নীতি Ⓓ পূর্ণপ্রকাশ নীতি
Ans A

17. কোন নীতি অনুযায়ী অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয়কে মোট ব্যয় থেকে বাদ দিতে হয়?
Ⓐ পূর্ণপ্রকাশ Ⓑ ঐতিহাসিক ব্যয়
Ⓒ রাজস্ব স্বীকৃতি Ⓓ মিলকরণ
Ans D

18. কোন নীতির কারণে মূলধন একটা প্রতিষ্ঠানের দায়?
Ⓐ চলমান প্রতিষ্ঠান নীতি Ⓑ দ্বৈতসত্তা নীতি
Ⓒ ব্যবসায়িক সত্তা নীতি Ⓓ রাজস্ব স্বীকৃত নীতি
Ans C

19. হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির আলোকে সমাপনী মজুত পণ্যের ক্রয়মূল্য বা বাজার মূল্য যেটি কম সেটি বিবেচনা করতে হয়?
Ⓐ ঐতিহাসিক মূল্য নীতি Ⓑ রাজস্ব স্বীকৃতি নীতি
Ⓒ রক্ষণশীলতা নীতি Ⓓ আপেক্ষিক গুরুত্ব নীতি
Ans C

20. কোন নীতি অনুসারে সম্ভাব্য দায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে নোট আকারে প্রদর্শন করা হয়?
Ⓐ রক্ষণশীলতার নীতি Ⓑ ক্রয়মূল্য নীতি
Ⓒ প্রাসঙ্গিকতা নীতি Ⓓ পূর্ণ প্রকাশ নীতি
Ans D

CS CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ৬

প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **প্রাপ্য হিসাব :** পণ্য বা সেবা ধারে বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে দেওয়া টাকা পরিশোধের মৌখিক প্রতিশ্রুতিকে প্রাপ্য হিসাব বলে।
- ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান করলে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদারের উদ্ভব হয়। দেনাদারকে– **পুস্তকঋণও বলা হয়।**
- দেনাদার হতে প্রাপ্য টাকার যে অংশ আর পাওয়া যাবে না বলে ধরে নেওয়া হয় তাকে– **অনাদায়ী দেনা/কু-ঋণ (Bad Debts) বলা হয়।**
- ভবিষ্যতে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনাজনিত ক্ষতি পূরণের জন্য অগ্রিম ব্যবস্থা হিসাবে লাভের যে অংশ পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয় তাকে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি (Allowance for bad and Doubtful Debts) বলা হয়। এটি ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কু-ঋণ বাবদ ক্ষতি মোকাবিলার জন্য গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।
- "Accounting Standard-11" মতে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতের তারিখের পর সংঘটিত কোনো ঘটনাবলির কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।
- যে কোনো প্রতিষ্ঠান উহার অতীত অভিজ্ঞতা, দেনাদারের দেনা পরিশোধের ক্ষমতা ও আগ্রহ এবং সাধারণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে।
- আগাম কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখার পেছনে– **সমন্বয় নীতি অনেক বেশি ভূমিকা রাখে।**
- কু-ঋণ সঞ্চিতির জন্য প্রাথমিক অবস্থায় দেনাদার কমে না কিন্তু– **কু-ঋণের জন্য দেনাদার কমে যায়।**
- কু-ঋণ কারবারের নিশ্চিত ক্ষতি আর কু-ঋণ সঞ্চিতি– **সম্ভাব্য ক্ষতি।**
- মোট দেনাদার হতে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা (যদি থাকে) এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকার উপর– **প্রদেয় বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব করতে হয়।**
- রক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে– **অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়।**
- কোনো হিসাবকাল শেষে যদি অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় করা যায় তবে উহাকে অপ্রত্যাশিত আয় বা লাভ বিবেচনা করে লাভ-লোকসান হিসাব ক্রেডিট করা হয়।
- দেনাদার (প্রাপ্য হিসাব) এর উপর শতকরা হারে কুঋণ সঞ্চিতি ধার্যকরণের পদ্ধতিতে, সমাপনী দেনাদারকে শতকরা হার দিয়ে গুণ করে কুঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ, **সমাপনী দেনাদার × হার = কুঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের।**
- নিটধারে বিক্রয়ের উপর শতকরা হারে কুঋণ সঞ্চিতি ধার্যকরণের পদ্ধতিতে, নিটধারে বিক্রয়কে শতকরা হার দিয়ে গুণ করে হিসাবকাল শেষে কুঋণ সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ নিটধারে বিক্রয় × হার = হিসাবকাল শেষে কুঋণ সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ/ কু-ঋণ সঞ্চিতির অতিরিক্ত পরিমাণ।
  সমাপনী দেনাদার × হার = সন্দেহজনক ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের।
- **প্রাপ্য হিসাব :**
  - কু-ঋণ হচ্ছে এক ধরনের– **পরিচালন ব্যয়।**
  - কীসের ফলে অনাদায়ী পাওনার সৃষ্টি হয়– **ধারে বিক্রয়ের ফলে।**
  - কু-ঋণ সঞ্চিতি হলো– **অন্তঃদায়, ক্ষতি।**
  - কু-ঋণ সঞ্চিতি প্রকৃত পক্ষে– **কোনো সঞ্চিতি নয়।**
  - কু-ঋণ সঞ্চিতি কীরূপ ব্যবস্থা– **ভবিষ্যতের ব্যবস্থা।**
  - কোনটি ব্যবসায়ের প্রকৃত ক্ষতি– **অনাদায়ী দেনা।**
  - সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি কারবারের কী– **সম্ভাব্য ক্ষতি।**
  - অনাদায়ী পাওনা– **মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
  - কোনটি মুনাফার উপর আবণ্টন মাত্র– **সঞ্চিতি।**
  - ভবিষ্যৎ এক সম্ভাব্য ক্ষতিকে মোকাবেলার জন্য যে সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয় তা হলো– **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি।**
  - যদি অনাদায়ী পাওনা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এর জাবেদা হবে– প্রাপ্য হিসাব ডেবিট, লাভ-লোকসান হিসাব ক্রেডিট।
  - প্রাপ্য হিসাবের কোনো অবস্থার ফলে অনাদায়ী পাওনার উদ্ভব হতে পারে তা হলো– দেউলিয়া, পলাতক থাকলে, মৃত্যু ঘটবে।
  - দেনাদারকে কেন বাট্টা প্রদান করা হয়?– নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে।
  - ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতিকে প্রকৃত ক্ষতি হিসেবে ধরে চলতি সালেই লোকসান স্বীকার করার জন্য কোন নীতি প্রয়োগ করা হয়–**রক্ষণশীলতার নীতি।**
  - প্রাপ্য হিসাবের উপর বাট্টা প্রদেয় হলে তার ক্ষতি পূরণের জন্য যে সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হয় তাকে বলে– **দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি।**
- **প্রাপ্য হিসাবের শ্রেণিবিভাগ :**

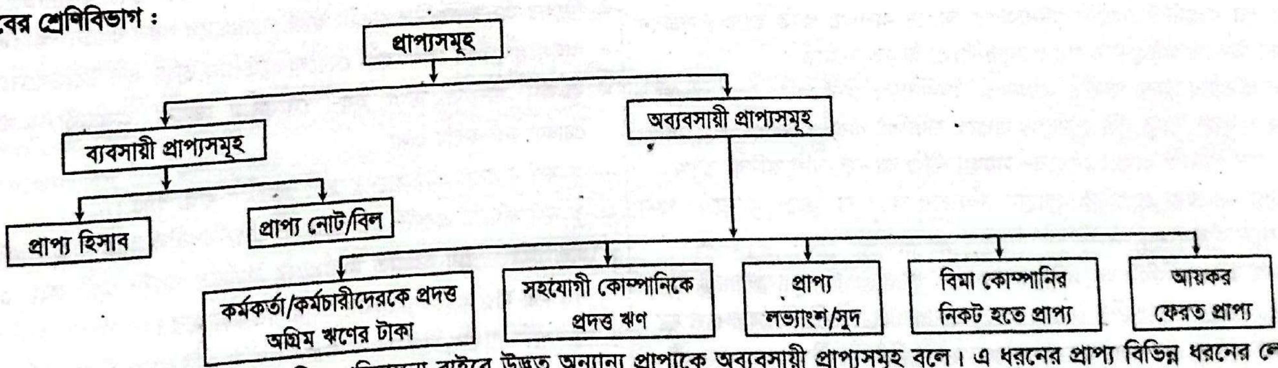

- **অব্যবসায়ী প্রাপ্য হিসাব :** প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিচালনা বাইরে উদ্ভূত অন্যান্য প্রাপ্যকে অব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ বলে। এ ধরনের প্রাপ্য বিভিন্ন ধরনের লেনদেন থেকে উদ্ভূত হয় যার বিপরীতে সাধারণত লিখিত অঙ্গীকার বা দলিল থাকে।
- **ব্যবসায়ী প্রাপ্য হিসাব :** পণ্য বা সেবা ধারে সরবরাহের জন্য সৃষ্ট প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে ব্যবসায়ী প্রাপ্যসমূহ। এ ধরনের প্রাপ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিচালনা কার্য থেকে উদ্ভূত। এ ধরনের হিসাব দুই প্রকার। যথা : ১. প্রাপ্য হিসাব, ২. প্রাপ্য নোট/বিল।

CamScanner

বিনিময় বিল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ ও পরিভাষা-

i. **মুদ্দত (Usance)**- লন্ডন ও দিল্লীর মধ্যে বিনিময় বিলের মুদ্দত 'দর্শনান্তে ৯০ (নব্বই) দিন'। নিউইয়র্ক ও লন্ডনের মধ্যে উহা 'দর্শনান্তে ৬০ (ষাট) দিন'।

ii. **মেয়াদপূর্তি দিবস** - স্বীকৃতির তারিখ + বিলের মেয়াদ। পরিশোধ বা দেয় দিবস যদি সরকারি ছুটির দিন হয় তাহলে দেয় দিবস হবে তার পরের দিন।

iii. **নথিভুক্তকরণ** - দেশীয় বিলের জন্য ২৪ ঘণ্টা এবং বৈদেশিক বিল হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নথিভুক্তকরণ করতে হয়।

iv. **বিনিময় বিলের অনুমোদন** - এজন্য যে সংযুক্ত কাগজ ব্যবহার করা হয় তাকে পুচ্ছ বলে।

v. **বিনিময় বিলের প্রত্যাখ্যান বা অমর্যাদাকরণ** - হস্তান্তরযোগ্য ঋণ দলিল আইন অনুসারে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আদিষ্ট স্বীকৃতি না দিলে বিলের প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য করা হয়

vi. **বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ** - বাণিজ্যিক বিল বাট্টাকরণ বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু অর্থসংস্থানকারী বিল বাট্টাকরণ বাধ্যতামূলক।

vii. **বিনিময় বিল নিরস্তকরণ**- মেয়াদি বিলের মেয়াদপূর্তির পূর্বে আদিষ্ট বিলের মূল্য পরিশোধ করলে আদিষ্ট বিলের মূল্যের উপর কিছু টাকা ছাড় পেতে পারে, যা রি বা রেয়াত নামে পরিচিত।

বিনিময় বিল সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য-

i. বিনিময় বিলের আদিষ্ট মারা গেলে পরিশোধের জন্য তার আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারীর নিকট উহা উপস্থাপন করতে হয়।

ii. বিনিময় বিলের একাধিক আদিষ্ট থাকলে উহা স্বীকৃতির জন্য সকলের নিকট উপস্থাপন করতে হয়।

iii. অর্থসংস্থানকারী বিনিময় বিলের অনুমোদন বা মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না।

iv. আদেষ্টা ও আদিষ্ট উভয়পক্ষই অর্থ সংস্থানকারী বিলের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

বিনিময় বিলে অনুগ্রহের দিবস (Grace Period) : ইংল্যান্ডের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন প্রবর্তনকালে বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়জনিত পণ্যের অর্থ পরিশোধের মেয়াদপূর্তির পরও তিন দিন অতিরিক্ত সময় দেয়া হতো। এ অতিরিক্ত সময়কে অনুগ্রহ দিবস বলা হতো। ইহা বিক্রেতার ইচ্ছাধীন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে বাংলাদেশেও প্রাপ্য হিসাবকে অনুগ্রহ দিবস মঞ্জুর করার প্রথা চালু হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে এ প্রথা বাতিল করা হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের প্র হিসাবকে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে এখন আর অনুগ্রহ দিবস মঞ্জুর করা হয় না।

বিনিময় বিলের পক্ষসমূহ (Parties of a bill of exchange) : প্রধান পক্ষ- (দুইটি) :

i. আদেষ্টা (Drawer)– • বিল প্রস্তুত করেন। • বিক্রেতা বা পাওনাদার হিসেবে বিবেচিত হয়।

ii. আদিষ্ট (Drawee)– • যে ব্যক্তির উপর বিলের টাকা প্রদানের লিখিত নির্দেশ বা আদেশ দেওয়া হয়। • দ্বিতীয় পক্ষ এবং বিলের অর্থ পরিশোধ করেন। আদিষ্টকে ক্রেতা বা দেনাদার বলা হয়ে থাকে।

অন্যান্য পক্ষ : iii. স্বীকৃতিকারী (Acceptor) iv. প্রাপক (Payee) v. অনুমোদনকারী (Endorser) vi. ধারক (Holder)vii. অনুমোদন বলে প্রাপক viii. প্র ধারক ix. রেফারি (প্রয়োজন বোধে)

হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরঅযোগ্য দলিলসমূহ :

হস্তান্তরযোগ্য দলিলসমূহ		হস্তান্তরঅযোগ্য দলিলসমূহ
i. অঙ্গীকারপত্র	vii. প্রাইজবন্ড	i. মানি-অর্ডার
ii. বিনিময় বিল	viii. ঋণপত্র	ii. পে-অর্ডার
iii. চেক	ix. সরকারি নোট	iii. রেজিস্টার্ড ঋণপত্র
iv. শেয়ার ওয়ারেন্ট	x. ট্রেজারি বিল	iv. পোস্টাল অর্ডার
v. লভ্যাংশ পরোয়ানা	xi. ব্যাংক নোট	v. আই, ও, ইউ (I.O.U.)
vi. দেশি-হুন্ডি		vi. স্থায়ী আমানত রসিদ

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান করলে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদারের উদ্ভব হয়। দেনাদারকে– **পুস্তক ঋণও বলা হয়।**
- দেনাদার হতে প্রাপ্য টাকার যে অংশ আর পাওয়া যাবে না বলে ধরে নেওয়া হয় তাকে– **অনাদায়ী দেনা/কু-ঋণ (Bad Debts) বলা হয়।**
- কু-ঋণ কারবারের নিশ্চিত ক্ষতি আর কু-ঋণ সঞ্চিতি– **সম্ভাব্য ক্ষতি** ।
- "International Accounting Standards-11" মতে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতের তারিখের পর সংঘটিত কোনো ঘটনাবলির কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।
- যে কোনো প্রতিষ্ঠান উহার অতীত অভিজ্ঞতা, দেনাদারের দেনা পরিশোধের ক্ষমতা ও আগ্রহ এবং সাধারণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সঞ্চিতির পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে।
- আগাম কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখার পেছনে– **সমন্বয় নীতি অনেক বেশি ভূমিকা রাখে।**
- কু-ঋণ সঞ্চিতির জন্য প্রাথমিক অবস্থায় দেনাদার কমে না কিন্তু– **কু-ঋণের জন্য দেনাদার কমে যায়।**
- মোট দেনাদার হতে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা (যদি থাকে) এবং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকার উপর– **প্রদেয় বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব করতে হয়।**
- সরাসরি পদ্ধতিতে কু-ঋণ খরচ অবলোপন করা হয় **বস্তুনিষ্ঠতার সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী।**
- রক্ষণশীলতার নীতি অনুসারে– **অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয়।**
- প্রাপ্য হিসাবের কোনো অবস্থার ফলে অনাদায়ী পাওনার উদ্ভব হতে পারে তা হলো– **দেউলিয়া, পলাতক থাকলে, মৃত্যু ঘটলে।**
- ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতিকে প্রকৃত ক্ষতি হিসেবে ধরে চলতি সালেই লোক স্বীকার করার জন্য কোন নীতি প্রয়োগ করা হয়– **রক্ষণশীলতার নীতি।**
- প্রাপ্য হিসাবের উপর বাট্টা প্রদেয় হলে তার ক্ষতি পূরণের জন্য যে সঞ্চিতি সৃ করা হয় তাকে বলে– **দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি।**
- অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল কোন মুদ্রায় পরিশোধ্য?– **দেশীয় মুদ্রায়।**
- বিলের অসম্মানজনিত নোটিং চার্জ চূড়ান্তভাবে বহন করেন-**আদিষ্ট।**
- অর্থসংস্থান বিল লেখা হয়- **কোনো প্রতিদান ছাড়া অর্থ উত্তোলনের জন্যে।**
- কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখা হয়– **দেনাদার সম্ভাব্য অনাদয়ী/কু-ঋণ জনিত ক মোকাবেলা করার জন্য।**
- কু-ঋণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি– **ব্যয়/খরচ।**
- কু-ঋণ সঞ্চিতি একটি– **বিপরীত সম্পত্তি/বিপরীত আয় ব্যয় হিসাব।**
- অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ধারণের প্রচলিত পদ্ধতি ২টি যথা- **১. বিক্রয়ের উ শতকরা হার ২. দেনাদারের উপর শতকরা হার।**
- অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতি ২টি যথা- **১. সরাসরি অবলোপন পদ্ধ ২. ভাতা বা সঞ্চিতি পদ্ধতি।**
- কু-ঋণ আদায় হলে দুটো জাবেদা দিতে হয়– **যা শুধুমাত্র উদ্বৃত্তপত্রকে প্রভাবিত করে।**
- কু-ঋণের ব্যালেন্স সিট পদ্ধতির বর্ণনা করে– **প্রাপ্য হিসাবের শতকরা ভিত্তি।**

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

০১. **কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্যকরণের পদ্ধতি :** শতকরা হারে কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্যকরণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা : (১) দেনাদারের উপর শতকরা হার, এবং (২) বিক্রয়ের উপর শতকরা হার।

* দেনাদারের উপর শতকরা হার পদ্ধতিতে সমাপনী দেনাদারকে শতকরা হার দিয়ে গুণ করে কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, **সমাপনী দেনাদার × শতকরা হার = কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের।**

এরপর, কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জেরের সাথে অন্যান্য বিষয়গুলো যোগ-বিয়োগ করে কু-ঋণ সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ পাওয়া যায়।

* বিক্রয়ের উপর শতকরা হার পদ্ধতিতে নিট ধারে বিক্রয়কে শতকরা হার দিয়ে গুণ করে কু-ঋণ সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, **নিট ধারে বিক্রয় × শতকরা হার = কু-ঋণ সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণ।**

এরপর, কু-ঋণ সঞ্চিতি বৃদ্ধির পরিমাণের সাথে অন্যান্য বিষয়গুলো যোগ-বিয়োগ করে কু-ঋণ সঞ্চিতির সমাপনী জের পাওয়া যায়।

০২. **২০০৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে দেনাদারের পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা। উক্ত বছরে কুঋণ ছিল ৫,০০০ টাকা এবং বছরের শুরুতে কুঋণ সঞ্চিতির পরিমাণ ছিল ৭,০০০ টাকা। দেনাদারের উপর ৫% কুঋণ সঞ্চিতি এবং ২% বাট্টা সঞ্চিতি ধার্য করা হলে বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ কত?**

সমাধান : বাট্টা সঞ্চিতি = দেনাদার × (১ – সঞ্চিতির হার) × বাট্টা সঞ্চিতির হার
= ৭০,০০০ × (১ – ০.০৫) × ০.০২ = ৭০,০০০ × ০.৯৫ × ০.০২
= ১,৩৩০ টাকা।

০৩. **৩১ ডিসেম্বর বিবিধ দেনাদার ১৩,০০০ টাকা কিন্তু ৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং দেনাদারের উপর ৫% সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে। সঞ্চিতি কত?** [রাবি : ১১-১২]

সমাধান : বিবিধ দেনাদার = ১৩,০০০ টাকা
নিট আদায়যোগ্য দেনাদার = (১৩,০০০ – ৫০০) = ১২,৫০০ টাকা
∴ সঞ্চিতি = (১২,৫০০ × ৫%) = ৬২৫ টাকা। [দেয়া আছে, সঞ্চিতি ৫%]

০৪. **কুঋণ হিসাবভুক্ত করার পূর্বে দেনাদারের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ টাকা। কুঋণ হিসেবে গন্য হয় ৫,০০০ টাকা। দেনাদারের উপর ১০% কুঋণ সঞ্চিতি এবং ৩% বাট্টা সঞ্চিতি ধরা হলে বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ কত?**

সমাধান : বাট্টা সঞ্চিতি = (দেনাদার – কুঋণ) × (১ – সঞ্চিতির হার) × বাট্টা সঞ্চিতির হার
= (২৫,০০০–৫,০০০) × (১–০.১) × ০.০৩ [১০% = ১০/১০০ = ০.১, ৩% = ৩/১০০ = ০.০৩]
= ২০,০০০ × ০.৯ × ০.০৩ = ৫৪০ টাকা।

০৫. **রেওয়ামিলে প্রদর্শিত দেনাদারের পরিমাণ ১৫,২০০ টাকা, অনাদায়ি দেনা ২০০ টাকা, অনাদায়ি দেনা সঞ্চিতি ৫%, এবং বাট্টা ২% হলে, বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ কত হবে?** [রাবি : ১৪-১৫]

সমাধান : এখানে বাট্টা সঞ্চিতির পরিমাণ = (দেনাদার – অনাদায়ি দেনা – অনাদায়ি দেনা সঞ্চিতি) × বাট্টা সঞ্চিতির হার
= {(১৫,২০০ – ২০০ – (১৫,০০০ × ৫%)} × ২% = ২৮৫ টাকা।

০৬. **৩০শে জুন ২০১৫ দেনাদারের সঞ্চিতি ছিল ৩৯,০০০ টাকা, ৩০ জুন তারিখে ব্যবসায় দেনাদারের পরিমাণ ৫,১৭,০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ৩৭,০০০ টাকা কুঋণ এবং ৫ শতাংশ হারে দেনাদার সঞ্চিতি সংরক্ষণ করা হবে। ৩০ শে জুন ২০১৬, আয় বিবরণীতে কত টাকা এই হিসাবে প্রদর্শিত হবে?** [চবি : ১৬-১৭]

সমাধান :

নতুন কুঋণ	৩৭,০০০ টাকা
(+) নতুন কুঋণ সঞ্চিতি	২৪,০০০ টাকা
(–) পুরাতন সঞ্চিতি	৩৯,০০০ টাকা
আয় বিবরণীতে	২২,০০০ টাকা

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. **ব্যবসায়িক প্রাপ্যসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত?**
Ⓐ দশ Ⓑ তিন Ⓒ চার Ⓓ ছয় Ans Ⓐ

02. **কোনটি কারবারের সম্ভাব্য ক্ষতি?**
Ⓐ কু-ঋণ Ⓑ কুঋণ সঞ্চিতি Ⓒ ঝুঁকি Ⓓ বেতন Ans Ⓑ

03. **পাওনাদার বাট্টা সঞ্চিতি হলো-**
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয় Ⓒ সম্ভাব্য আয় Ⓓ A+B Ans Ⓒ

04. **অনাদায়ী দেনাসঞ্চিতির প্রকৃতি কী?**
Ⓐ একটি ক্ষতি Ⓑ একটি লাভ Ⓒ বিপরীত ব্যয় Ⓓ A+B Ans Ⓒ

05. **কোনটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল?**
Ⓐ বিনিময়বিল Ⓑ চেক Ⓒ অঙ্গীকারপত্র Ⓓ সবগুলো Ans Ⓓ

06. **বিলে নোটিং চার্জ পরিশোধ করেন-**
Ⓐ আদেষ্টা Ⓑ স্বীকৃতিকারী Ⓒ বিলের ধারক Ⓓ প্রাপক Ans Ⓒ

07. **সাধারণত কোনটি প্রাপ্য বিল দ্বারা প্রভাবিত হয়-**
Ⓐ বিক্রয় Ⓑ দেনাদার Ⓒ ক্রয় Ⓓ নগদ Ans Ⓑ

08. **যে পরিমাণ অর্থ সুদ বাবদ আদেষ্টাকে ছাড় দিতে হয় তাকে বলা হয়-**
Ⓐ বাট্টা Ⓑ রিবেট Ⓒ সুদ Ⓓ কমিশন Ans Ⓑ

09. **মি. করিম ৪০,০০০ টাকার একটি প্রাপ্য বিল মি. রহিমের নিকট থেকে পেয়ে ৫% বাট্টা করেন। বিল তিন মাস মেয়াদি হলে বাট্টা হবে-**
Ⓐ ১৫০ Ⓑ ৫০০ Ⓒ ৫০ Ⓓ ২০০০ Ans Ⓑ

10. **বিনিময় বিলের কয়টি পক্ষ?**
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি Ans Ⓑ

11. **মেয়াদি বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ দিবস কত দিন?**
Ⓐ ৩ দিন Ⓑ ৪ দিন Ⓒ ৫ দিন Ⓓ ৭ দিন Ans Ⓐ

12. **ব্যবসায়ীক প্রাপ্যসমূহ কত প্রকার?**
Ⓐ ২ প্রকার Ⓑ ৩ প্রকার Ⓒ ৪ প্রকার Ⓓ ৬ প্রকার Ans Ⓐ

13. **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৫,০০০ টাকার দ্বারা বৃদ্ধি করতে হবে। রেওয়ামিলে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির উদ্বৃত্ত ৮,০০০ টাকা হলে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত টাকা?**
Ⓐ ৩,০০০ Ⓑ ৫,০০০ Ⓒ ৮,০০০ Ⓓ ১৩,০০০ Ans Ⓓ

14. **সরাসরি অবলোপন পদ্ধতিতে প্রাপ্য হিসাব কোন মূল্য প্রদর্শন করা হয়?**
Ⓐ মোট মূল্য Ⓑ আদায়যোগ্য মূল্য Ⓒ পাওনা মূল্য Ⓓ দেনা মূল্য Ans Ⓑ

15. **প্রাপ্য হিসাবের যে অর্থ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাকে কী বলে?**
Ⓐ অনাদায়ী পাওনা Ⓑ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি Ⓒ বাট্টা সঞ্চিতি Ⓓ বিক্রয় বাট্টা Ans Ⓐ

16. **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে আয় বিবরণীতে কী প্রভাব পড়ে?**
Ⓐ মোট আয় হ্রাস পায় Ⓑ নিট আয় বৃদ্ধি পায় Ⓒ মোট আয় বৃদ্ধি পায় Ⓓ নিট আয় হ্রাস পায় Ans Ⓓ

17. **অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কোন নীতির ভিত্তিতে রাখা হয়?**
Ⓐ ক্রয়মূল্য Ⓑ রাজস্ব স্বীকৃতি Ⓒ সংরক্ষণশীলতা Ⓓ পূর্ণ প্রকাশকরণ Ans Ⓒ

18. **প্রাপ্য হিসাব ব্যবসায়ের কোন ধরনের সম্পত্তি?**
Ⓐ স্থায়ী সম্পত্তি Ⓑ চলতি সম্পত্তি Ⓒ ভুয়া সম্পত্তি Ⓓ অস্পর্শনীয় সম্পত্তি Ans Ⓑ

19. **হাসানকে ঋণ প্রদান এর জাবেদা-**
Ⓐ নগদান ডেবিট, হাসান ক্রেডিট Ⓑ হাসানের ঋণ ডেবিট, নগদান ক্রেডিট Ⓒ নগদান ডেবিট, হাসানের ঋণ ক্রেডিট Ⓓ হাসান ডেবিট, ঋণ ক্রেডিট Ans Ⓑ

20. **প্রাপ্য হিসাবকে নগদ বাট্টা দেওয়া হয় কারণ-**
Ⓐ ধারে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য
Ⓑ দ্রুত টাকা পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য
Ⓒ প্রাপ্য হিসাবের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য
Ⓓ প্রাপ্য হিসাবের স্বার্থ রক্ষার জন্য Ans Ⓑ

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ৭ কার্যপত্র

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ওয়ার্কশিট বা কার্যপত্র হলো এমন একটি খসড়াপত্র যা রেওয়ামিল, সমন্বয়, সমন্বিত রেওয়ামিল, আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সমন্বয়ে গঠিত এবং যার মাধ্যমে এক নজরে ব্যবসায়ের নিট মুনাফা/ক্ষতি এবং দায় ও সম্পদের অবস্থা প্রকাশ করা যায়। এটি আট ঘরা, দশ ঘরা বা বারো ঘরাবিশিষ্ট ছকের হতে পারে। প্রতিটি ঘরে দুটি টাকার কলাম থাকে। একটি ডেবিট টাকা ও একটি ক্রেডিট টাকা।
- কার্যপত্র একটি– **খসড়া বা তালিকা মাত্র।**
- কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ হিসাবনিকাশের আবশ্যিক কাজ নয়; অর্থাৎ এটা হিসাব চক্রের একটি– **ঐচ্ছিক ধাপ।**
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে– **কার্যপত্র তৈরি করা হয়।**
- অগ্রিম বিমা সেলামি কার্যপত্রের আর্থিক অবস্থার বিবরণীর– **ডেবিটে দেখানো হয়।**
- বিজ্ঞাপনের ২৫% বিলম্বিত কর এর সমন্বয়ের জন্য ডেবিট হবে– **বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব।**
- বিজ্ঞাপনের ২৫% অবলোপন কর এর সমন্বয়ের জন্য ডেবিট হবে– **বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাব।**
- অগ্রিম বিমা ৬,০০০ টাকা যার ৪,০০০ টাকা নিঃশেষিত হয়েছে। সমন্বয় জাবেদা হবে–

বিমা সেলামি ডেবিট	৪,০০০ টাকা
অগ্রিম বিমা ক্রেডিট	৪,০০০ টাকা

- হিসাবকাল শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের সময় অলিপিবদ্ধকৃত লেনদেন (বকেয়া খরচ, আয় ব্যয় ও অগ্রিম প্রদত্ত খরচ বা ব্যয়, প্রাপ্ত আয়) সমূহকে হিসাবে লিপিবদ্ধকরণের দাখিলাকে– **সমন্বয় জাবেদা বা দাখিলা বলে।**
- সাধারণ রেওয়ামিল তৈরি করার পর– **সমন্বয় তথ্যাবলি তৈরি করা হয়।**
- সমন্বয়গুলো রেওয়ামিল বহির্ভূত, তাই এদের হিসাবভুক্তি দুতরফা দাখিলা মোতাবেক চূড়ান্ত হিসাবে দুবার দেখাতে হয়। অর্থাৎ চূড়ান্ত হিসাবের আয়-বিবরণীতে একবার ও উদ্বৃত্তপত্রে একবার দেখাতে হয়। মুনাফাজাতীয় লেনদেন হলে আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্রে এবং মূলধনজাতীয় লেনদেন হলে শুধু উদ্বৃত্তপত্রে প্রভাব ফেলবে।
- মুনাফাজাতীয় লেনদেন বা হিসাবসমূহ চূড়ান্ত হিসাবের আয় বিবরণীর যে কোনো একটি হিসাবে দেখানো হয় এবং মূলধনজাতীয় লেনদেন বা হিসাবসমূহ চূড়ান্ত হিসাবে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়।
- সমন্বয় দাখিলার প্রধান উপাদান– **২টি। যথা :** i. অগ্রিমসমূহ (Pre-payments) ii. বকেয়াসমূহ (Accruals)
- একটি প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সঠিক মুনাফা নির্ণয় এবং ঐ সময়কাল শেষে ব্যবসায়ের সম্পত্তি নির্ধারণের জন্য– **মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন সম্পর্কে** ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।
- অতিরিক্ত সম্পত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ে নিয়োজিত সম্পদ বা সম্পত্তিকেই মূলধন বলে অ্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং অর্জিত অতিরিক্ত সম্পদকেই মুনাফা বা লাভ বলে।
- যেসব প্রাপ্তি স্থায়ী ধরনের এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য অর্জিত হয় এবং এ জাতীয় প্রাপ্তি কখনও পুনঃপুন পাওয়া যায় না বলে এগুলোকে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বলে। উদ্বৃত্তপত্রে দায়ের দিকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি দেখানো হয়।
- **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :**

➡ সুনাম বা যে কোনো সম্পত্তি অর্জন ব্যয় → মূলধনজাতীয় ব্যয়।
➡ আমদানিকৃত কাঁচামালের জলযান ভাড়া → মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
➡ কলকবজা, যন্ত্রপাতি ও দালানকোঠা সম্প্রসারণ ব্যয় → মূলধনজাতীয় ব্যয়।
➡ সম্পত্তি ব্যবহারের পূর্বে মেরামত অথবা পুনর্নির্মাণ ব্যয় → মূলধনজাতীয় ব্যয়।
➡ বিক্রয় ব্যবস্থাপকের বিদেশ ভ্রমণ খরচ → মুনাফাজাতীয় ব্যয়।
➡ সম্পত্তি অর্জনের জন্য আইন খরচ → মূলধনজাতীয় ব্যয়।
➡ শিক্ষানবিশ সেলামি প্রাপ্তি → **মুনাফাজাতীয় আয়।**
➡ সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা প্রাপ্তি → **মুনাফাজাতীয় আয়।**
➡ উপভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া প্রাপ্তি → **মুনাফাজাতীয় আয়।**
➡ অফিস ভবনের প্রাচীর নির্মাণ ব্যয় → **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ প্রতিরক্ষা, ডাকঘর, সঞ্চয়পত্র ক্রয় → **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ প্রাপ্য বিলের বাট্টা সঞ্চিতি ব্যয় → **মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ যে কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ব্যয় → **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ সুনাম ক্রয় বাবদ ব্যয়- **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয় → **উদ্বৃত্তপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়।**
➡ আসবাবপত্র পরিবহন খরচ- **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ যন্ত্রপাতি ব্যয় কোন ধরনের ব্যয়- **মূলধনায়িত ব্যয়।**
➡ দালান-কোঠা সম্প্রসারণ ব্যয় কোন জাতীয় আয়- **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ কোনটি মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি- **পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়।**
➡ মূলধনজাতীয় পরিশোধের উদাহরণ হলো– **ঋণ পরিশোধ।**
➡ সম্পত্তি ব্যবহারের পূর্বে মেরামত অথবা পুনঃনির্মাণ ব্যয় → **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ নতুন ক্রীত মেশিনের আমদানিশুল্ক → **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ প্রাথমিক খরচাবলি → **বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ আয়কর প্রদান → **মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ উৎপাদন ব্যয় → **মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ ইজারা সম্পত্তি অর্জন ব্যয় → **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ সম্পত্তি বিক্রয় হতে লাভ → **মূলধনজাতীয় আয়।**
➡ স্থায়ী আমানতের সুদ প্রাপ্তি → **মুনাফাজাতীয় আয়।**
➡ সম্পত্তির অবচয় ব্যয় → **মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ নতুন দ্রব্য তৈরির গবেষণা ব্যয়- **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
➡ ভাড়া প্রদান তিন বছরের জন্য- **বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় → **মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি।**
➡ বিনিয়োগ ভাঙ্গানো → **মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি।**
➡ বিমা খরচ প্রদান যা তিন বছর কার্যকর থাকবে- **বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**
➡ যন্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বিক্রয়লব্ধ অর্থ- **মুনাফাজাতীয় আয়।**
➡ নতুন ক্রীত ডেলিভারি ভ্যান অথবা সম্পত্তির মেরামত ব্যয় → **মূলধনজাতীয়।**
➡ পুরাতন ডেলিভারি ভ্যানের বা কোনো সম্পদের মেরামত ব্যয় → **মুনাফাজাতীয়।**
➡ বিমা খরচ- **মুনাফাজাতীয় ব্যয়।**

CamScanner

➡ **বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের উদাহরণ-**

১. অগ্রিম প্রদত্ত বীমা এবং অন্যান্য অগ্রিম ব্যয় সমূহ।
২. বিশেষ ধরণের ও বড় অংকের মেরামত ব্যয়।
৩. কারখানার স্থানান্তর ব্যয়।
৪. কারখানার বড় রকমের রদবদল খরচ।
৫. বড় অংকের বিজ্ঞাপন খরচ।
৬. অবলেখকের কমিশন।
৭. গবেষণা ব্যয়।
৮. শেয়ার অর্জন খরচ ইত্যাদি।

✪ **মুনাফা (Revenue) :** সাধারণভাবে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যায় তাই মুনাফা। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কারবার পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হয় তাই মুনাফাজাতীয় ব্যয়। আর এই ব্যয়ের বিনিময়ে যে আয় অর্জিত হয় তাকে বলা হয় মুনাফাজাতীয় আয়। আর এই মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের পার্থক্যকে বলা হয় মুনাফা বা ক্ষতি।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- কার্যপত্র একটি- **খসড়া বা তালিকা মাত্র।**
- কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ হিসাবনিকাশের আবশ্যিক কাজ নয়; অর্থাৎ এটা হিসাব চক্রের একটি- **ঐচ্ছিক ধাপ।**
- আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে- **কার্যপত্র তৈরি করা হয়।**
- মূলধন কার্যপত্রের কোথায় দেখানো হয়- **আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ক্রেডিটে।**
- বিক্রয় কার্যপত্রের কোথায় দেখানো হয়- **বিশদ আয় বিবরণীর ক্রেডিটে।**
- উত্তোলন কার্যপত্রের কোথায় দেখানো হয়- **আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ডেবিটে।**
- অনুপার্জিত আয়/অনার্জিত আয়/অগ্রিম আয়/মেয়াদ অনুত্তীর্ণ আয় হলো একটি- **দায়।**
- সমন্বয় দাখিলা প্রস্তুত করা হয়- **হিসাবকাল বা সময়কাল বা কালীন ধারনা অনুযায়ী।**
- সমন্বয় দাখিলা সৃষ্টি বা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কারণ- **আয় স্বীকৃতি ও মিলকরণ নীতির ফলে।**
- সমন্বয় দাখিলার প্রধান উদ্দেশ্য হলো- **নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।**
- অবচয় খরচের সমন্বয় হলো- **সম্পত্তি হ্রাস ও খরচ বৃদ্ধি।**
- অনুপার্জিত আয়ের জন্য সমন্বয় না করা হলে- **দায় বেশি দেখাবে।**
- মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে গ্রহণ করা না হলে তাকে বলে- **বকেয়া আয়।**
- সুদ অর্জিত কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নাই, সেক্ষেত্রে জাবেদা হবে- **প্রাপ্তব্য সুদ হিসাব ডেবিট, সুদ আয় হিসাব ক্রেডিট।**
- অবচয়ের জন্য সমন্বয় জাবেদা না করা হলে- **ব্যয় কম দেখাবে।**
- বকেয়া মজুরি খরচ হিসাবভুক্তির জন্য জাবেদা হলো- **মজুরি খরচ হিসাব ডেবিট, মজুরি দেয় হিসাব ক্রেডিট।**
- আয় অর্জিত হয়েছে, কিন্তু নগদে গ্রহণ করা না হলে তাকে বলে- **বকেয়া/প্রাপ্য/অনাদায়ী আয়।**
- আয় অর্জিত হয় নাই, কিন্তু নগদে গ্রহণ করা হলে তাকে বলে- **অগ্রিম/ অনুপার্জিত/ অনার্জিত আয়।**
- হিসাবের জের সমূহের সমন্বয় করা প্রয়োজন- **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য।**
- সমন্বয় দাখিলার উদাহরণ নয়- **অগ্রিম ভাড়া প্রদান, অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি ইত্যাদি।**
- যদি একটি নির্দিষ্ট সমন্বয় এন্ট্রির ডেবিট দিক দ্বারা সম্পত্তি হিসাবের বৃদ্ধি ঘটে, তবে এর ক্রেডিট দিক দ্বারা- **আয় হিসাব বাড়বে (প্রাপ্য আয়)।**
- যদি একটি নির্দিষ্ট সমন্বয় এন্ট্রির ক্রেডিট দিক দ্বারা সম্পত্তি হিসাবের হ্রাস পায়, তবে এর ডেবিট দিক দ্বারা- **ব্যয় হিসাব বাড়বে (অগ্রিম ব্যয়)।**
- যদি একটি নির্দিষ্ট সমন্বয় এন্ট্রির ক্রেডিট দিক দ্বারা দায় হিসাবের বৃদ্ধি ঘটে, তবে এর ডেবিট দিক দ্বারা- **ব্যয় হিসাব বাড়বে (বকেয়া ব্যয়)।**
- যদি একটি নির্দিষ্ট সমন্বয় এন্ট্রির ডেবিট দিক দ্বারা দায় হিসাবের হ্রাস পায়, তবে এর ক্রেডিট দিক দ্বারা- **আয় হিসাব বাড়বে (অগ্রিম আয়)।**
- সমন্বয় জাবেদা প্রস্তুত করা হয়- **রেওয়ামিল তৈরি করার পর।**
- সুদ উদ্ভূত হওয়ার মানে- **বকেয়া সুদের সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়। ইহা একটি সমন্বয় জাবেদার এন্ট্রি।** কেননা, বকেয়া আছে ও অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে কিন্তু হিসাবভুক্ত হয়নি এমন আইটেমই সমন্বয় জাবেদার এন্ট্রি।
- সাপ্লাইজ ব্যয় = প্রাথমিক সাপ্লাইজ + সাপ্লাইজ ক্রয় - **সমাপনী সাপ্লাইজ।**
- আর্থিক বিবরণী তৈরির পূর্বে যদি হিসাবের সমন্বয় করা না হয়, তাহলে আয়ের ওপর তার প্রভাব হবে- **নিট আয় বাড়তে বা কমতে পারে।**
- সমন্বয় নীতির কাজ হলো- **আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় করা।**
- সমাপনী এন্ট্রির উদ্দেশ্য হল- **নামিক হিসাবসমূহ বন্ধ করা।**
- সমাপনী দাখিলা লিপিবদ্ধ করা হয়- **সাধারণ জাবেদায়।**
- সমাপনী দাখিলা দেয়া হলে- **আয়-ব্যয় বা নামিক বা অস্থায়ী হিসাবসমূহের শূন্য জের সৃষ্টি হয়।**
- সমাপনী দাখিলা প্রদানের পর যে সকল হিসাবের জের/ব্যালেন্স শূন্য হয় না- **সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব। [বাস্তব হিসাবসমূহ]**
- সমাপনী-পরবর্তী রেওয়ামিল প্রস্তুতের সময় বিবেচিত হবে- **স্থায়ী/বাস্তব হিসাবসমূহ।**
- সমাপনী দাখিলা প্রদানের ফলে উত্তোলন হিসাব- **ক্রেডিট হতে পারে।**
- আয় সারাংশ হিসাবের ক্রেডিট জের- **নিট লাভ নির্দেশ করে।**
- আয় সারাংশ হিসাবের ডেবিট জের- **নিট ক্ষতি নির্দেশ করে।**
- পূর্ববর্তী হিসাব কালের বকেয়া আয় ও ব্যয়ের সমন্বয় জাবেদার ঠিক বিপরীত/উল্টা যে জাবেদা দাখিলা পরবর্তী হিসাব কালে শুরুতে দেওয়া হয় তাকে- **বিপরীত দাখিলা বলে।**
- পূর্ববর্তী হিসাবকালে প্রদত্ত বকেয়া সংক্রান্ত সমন্বয় দাখিলার- **বিপরীত দাখিলা দেওয়া হয়।**
- শুধু বিপরীত দাখিলা দেওয়ার ফলেই আয়বাচক ও ব্যয়বাচক হিসাবের- **অস্বাভাবিক জের সৃষ্টি হয়।**
- বিপরীত দাখিলা দেয়ার ফলে পরবর্তী হিসাব বছরের জাবেদা দাখিলা প্রদান করা সহজ হয়।
- বিশেষত যে সকল সমন্বয় দাখিলার ফলে দায় ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় ঐ সকল সমন্বয় দাখিলার জন্য- **বিপরীত দাখিলা দেয়া হয়।**
- অগ্রিম আয় ও ব্যয়ের জন্য সাধারণত- **বিপরীত দাখিলা প্রদান করা হয় না।**
- সম্পত্তি ব্যবহারের পূর্বে মেরামত অথবা পুনঃনির্মাণ ব্যয়- **মূলধনজাতীয় ব্যয়।**
- বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় কয়েক বছরের বিশদ আয় বিবরণী হিসাবের মধ্যে অবলোপন করা হয়।
- মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়- **বিশদ আয় বিবরণী হিসাবে।**
- মূলধনজাতীয় আয়-ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়- **উদ্বৃত্তপত্রে।**

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

উদাহরণ-১: ডিসেম্বর মাসের বেতন ১৫,০০০ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। সুতরাং ডিসেম্বর মাসের বেতন ১৫,০০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি। সুতরাং ডিসেম্বর মাসের অপরিশোধিত বেতন কারবারের নিকট দায় হিসাবে হিসাবকালের শেষে এই অপরিশোধিত বেতন কারবারের নিকট দায় হিসাবে বিবেচিত হবে; অপরদিকে বেতনকে উক্ত বছরের ব্যয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করতে হবে। সমন্বয় জাবেদা হবে (খরচ বৃদ্ধি হবে ও দায়ও বৃদ্ধি পাবে)

বেতন হিসাব	ডেবিট	১৫,০০০
বকেয়া বেতন হিসাব	ক্রেডিট	১৫,০০০

উদাহরণ-২: ভাড়া এক-চতুর্থাংশ এখনও বকেয়া রয়েছে (রেওয়ামিলে ভাড়া ৪৫,০০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে) ভাড়া তিন-চতুর্থাংশের পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা।

সুতরাং সম্পূর্ণ ভাড়ার পরিমাণ = ৪৫,০০০ × $\frac{৪}{৩}$ = ৬০,০০০ টাকা।

ফলে ভাড়া এক-চতুর্থাংশের পরিমাণ = ৬০,০০০ ÷ ৪ = ১৫,০০০ টা[কা] বকেয়া আছে। খরচ বকেয়া থাকলে খরচ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দায় বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং সমন্বয় জাবেদা হবে:

ভাড়া হিসাব	ডেবিট	১৫,০০০
বকেয়া ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট	১৫,০০০

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উদাহরণ-৩. বিদ্যুৎ বিল এক-চতুর্থাংশ বকেয়া রয়েছে। (রেওয়ামিলে বিদ্যুৎ বিল দফাটা ২৪,৬০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে)

বিদ্যুৎ বিলের তিন-চতুর্থাংশের পরিমাণ ২৪,৬০০ টাকা। সুতরাং সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ = ২৪,৬০০ × $\frac{8}{৩}$ = ৩২,৮০০টাকা।

অতএব এক-চতুর্থাংশের পরিমাণ = ৩২,৮০০ ÷ ৪ = ৮,২০০ টাকা বকেয়া আছে। খরচ বকেয়া থাকলে খরচ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দায় বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে সমন্বয় জাবেদা হবে-

বিদ্যুৎ বিল হিসাব	ডেবিট	৮,২০০
বকেয়া বিদ্যুৎ বিল হিসাব	ক্রেডিট	৮,২০০

উদাহরণ-৪: ভাড়া পরবর্তী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। (রেওয়ামিলে ভাড়া ৪৫,০০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে, হিসাবকাল ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)

যেহেতু ভাড়া ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রদত্ত হয়েছে, সেহেতু বুঝতে হবে চলতি বছরের ১২ মাস ও পরবর্তী বছরের ৩ মাস মোট ১৫ মাসের ভাড়া ৪৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে (যেহেতু বার্ষিক ভাড়া ৪৫,০০০ টাকা একথা বলা নাই)। সুতরাং অগ্রিম ভাড়া হবে ৪৫,০০০ ÷ ১৫ × ৩ = ৯,০০০ টাকা। রেওয়ামিলে ভাড়া ৪৫,০০০ টাকা বলা আছে সেহেতু বুঝতে হবে এই ভাড়া খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত আছে । সুতরাং অগ্রিম ভাড়ার জন্য একদিকে খরচ হ্রাস পাবে অন্যদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। যার জন্য সমন্বয় জাবেদা হবে-

অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট	৯,০০০
ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট	৯,০০০

উদাহরণ-৫: ভাড়া অগ্রিম রয়েছে ১০,০০০ টাকা। (রেওয়ামিলে ভাড়া ৫০,০০০ টাকা)

রেওয়ামিলে ভাড়া ৫০,০০০ টাকা লেখা থাকায় বুঝা যায় উক্ত ভাড়া খরচ হিসাবে রেওয়ামিলে হিসাবভুক্ত আছে। উক্ত ভাড়া ১০,০০০ টাকা অগ্রিম থাকায় ভাড়া (খরচ) ১০,০০০ টাকা কমাতে হবে। অন্যদিকে এই অগ্রিম ভাড়া ১০,০০০ টাকা সম্পত্তি হিসাবে দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে সমন্বয় জাবেদা হবে-

[ব্যয় অগ্রিম থাকলে: ব্যয় ↓ সম্পত্তি ↑]

অগ্রিম ভাড়া হিসাব	ডেবিট	১০,০০০
ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট	১০,০০০

উদাহরণ-৬: বিমা-সেলামি ২০০৯ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। (রেওয়ামিলে বিমা সেলামি ৩,৬০০ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। (হিসাবকাল ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর)

হিসাবকাল ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কারণে ৪ মাসে বিমা সেলামি (যেহেতু ৩০ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত প্রদত্ত হয়েছে) অগ্রিম আছে। সুতরাং বিমা সেলামি অগ্রিম হবে ৩,৬০০ ÷ ১৫ × ৪ = ৯৬০ টাকা।

রেওয়ামিলে বিমা সেলামি লেখা থাকায় বুঝা যায় যে, বিমা সেলামি খরচ হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। ফলে খরচ অগ্রিম থাকায় একদিকে খরচ কমবে অন্যদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সমন্বয় জাবেদা হবে-

অগ্রিম বিমা-সেলামি হিসাব	ডেবিট	৯৬০
বিমা সেলামি হিসাব	ক্রেডিট	৯৬০

উদাহরণ-৭: পূর্বে প্রাপ্ত অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ৫,০০০ টাকা।

শিক্ষানবিশ সেলামি অগ্রিম পাওয়া গেলে তা দায় হিসাবে (যখন পাওয়া গেছে) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষানবিশ সেলামির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে (আয় হয়েছে) দায় (অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি) একদিকে হ্রাস পাবে অন্যদিকে আয় বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সমন্বয় জাবেদা হবে-

অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি	ডেবিট	৫,০০০
শিক্ষানবিশ সেলামি হিসাব	ক্রেডিট	৫,০০০

উদাহরণ-৮: বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী রয়েছে। (রেওয়ামিলে ১০% বিনিয়োগ ১,২০,০০০ টাকা ১-৭-০৯ তারিখে বিনিয়োগকৃত দফা দেওয়া আছে। হিসাবকাল ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত)

বিনিয়োগের সুদ বকেয়া (আয় বকেয়া) জন্য একদিকে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে (বকেয়া বিনিয়োগের সুদ) অন্যদিকে আয় বৃদ্ধি পাবে (বিনিয়োগের সুদ)।

সুতরাং সমন্বয় জাবেদা হবে- [আয় বকেয়া থাকলে: আয় ↑ সম্পত্তি ↑]

বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ	ডেবিট	৬,০০০
বিনিয়োগের সুদ হিসাব	ক্রেডিট	৬,০০০

উদাহরণ-৯: কমিশন অর্জিত হয়েছে ৮০০০ টাকা কিন্তু এখনও আদায় হয়নি।

এ দ্বারা একদিকে আয় (কমিশন) বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে সম্পত্তি (বকেয়া কমিশন) বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সমন্বয় জাবেদা হবে-

বকেয়া কমিশন	ডেবিট	৮,০০০
কমিশন	ক্রেডিট	৮,০০০

উদাহরণ-১০: পূর্বে অগ্রিম প্রাপ্ত উপ-ভাড়াটিয়ার নিকট হতে ভাড়া প্রাপ্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ২,০০০ টাকা।

এক্ষেত্রে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় উক্ত উপ-ভাড়া দায় (অগ্রিম উপ-ভাড়া) হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রিম উপ-ভাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তা আয় হয়েছে; সুতরাং দায় অগ্রিম উপ-ভাড়া কমবে অন্যদিকে আয় (উপ-ভাড়া) বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং জাবেদা হবে:

অগ্রিম উপ-ভাড়া হিসাব	ডেবিট	২,০০০
উপ-ভাড়া হিসাব	ক্রেডিট	২,০০০

উদাহরণ-১১: জানুয়ারি ১ তারিখে প্রারম্ভিক সাপ্লাইজ ৩৫০ টাকা, সাপ্লাইজ ক্রয় ৬৭৫ টাকা, সমাপনী সাপ্লাইজ ২৫০ টাকা হলে, সাপ্লাইজ ব্যয় টাকায় কত?

সমাধান : জানা আছে যে, সাপ্লাইজ ব্যয় = (প্রারম্ভিক সাপ্লাইজ + সাপ্লাইজক্রয় – সমাপনী সাপ্লাইজ) = (৩৫০ + ৬৭৫ – ২৫০) = ৭৭৫ টাকা।

উদাহরণ-১২: রেওয়ামিলের সাপ্লাইস (supplies) হিসাবে ১৫,০০০ টাকা দেখানো আছে। যদি বৎসর শেষে ৮,০০০ টাকার সাপ্লাইস (supplies) হাতে থাকে, তবে সমন্বয় জাবেদা (adjusting entries) কী হবে? [ঢাবি : ১১-১২]

সমাধান : সাপ্লাইসকে (supplies) সাধারণত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। রেওয়ামিলে সাপ্লাইস ১৫,০০০ টাকা এবং বৎসর শেষে ৮,০০০ টাকা সাপ্লাইস থাকায় সাপ্লাইস খরচ (১৫,০০০ – ৮,০০০) = ৭,০০০ টাকার জন্য সমন্বয় জাবেদা হবে সাপ্লাইস খরচ হিসাব ডেবিট ৭,০০০ টাকা; সাপ্লাইস হিসাব ক্রেডিট ৭,০০০ টাকা।

উদাহরণ-১৩: একটি কোম্পানি ২০১২ সালে ৭৫০০ টাকা বিজ্ঞাপন ব্যয় করে, যার উপযোগ অন্তত তিন বছর পাওয়া যাবে। কোম্পানিটি ২০ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছে, ১০ হাজার টাকার বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয় করেছে এবং ২০ হাজার টাকা বেতন দিয়েছে। ঐ কোম্পানির ২০১২ সালের মূলধন জাতীয় ব্যয় কত? [শাবিপ্রবি : ১২-১৩]

সামধান : এখানে বিজ্ঞাপন খরচ হবে বিলম্বিত-মুনাফা জাতীয় খরচ, শেয়ার ক্রয় ও বিদ্যুৎ সংস্থাপন ব্যয় মূলধন জাতীয় খরচ এবং বেতন প্রদান মুনাফা জাতীয় খরচ। সুতরাং ঐ কোম্পানির ২০১২ সালের মূলধন জাতীয় ব্যয় হবে = (২০ হাজার + ১০ হাজার) = ৩০ হাজার।

উদাহরণ-১৪: মনিহারী ক্রয় ৮০০ টাকা, প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ১০০ টাকা, সমাপনী মনিহারী ১৮০ টাকা, ব্যবহৃত মনিহারী কত? [রাবি : ০৮-০৯]

সমাধান : জানা আছে, ব্যবহৃত মনিহারী = (প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত + ক্রয় – সমাপনী উদ্বৃত্ত) = (১০০ + ৮০০ – ১৮০) = (৯০০ – ১৮০) = ৭২০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কার্যপত্র প্রস্তুতে যে কয়টি ধাপ জড়িত-
Ⓐ দুইটি Ⓑ তিনটি
Ⓒ চারটি Ⓓ পাঁচটি **Ans D**

02. কোনটি সমাপনী দাখিলার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আইটেম?
Ⓐ মুনাফা Ⓑ খরচ
Ⓒ মূলধন Ⓓ উত্তোলন **Ans C**

03. প্রাথমিক খরচাবলি হচ্ছে একটি-
Ⓐ চলতি সম্পদ Ⓑ চলতি দায়
Ⓒ ভুয়া সম্পদ Ⓓ অচলতি দায় **Ans C**

04. সমাপনী জাবেদার পর কোন হিসাবের জের শূন্য হবে না?
Ⓐ বেতন Ⓑ ভাড়া
Ⓒ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন Ⓓ অবচয় **Ans C**

05. হিসাবকালের শুরুতে বিগত বছরের কোনটিকে ডেবিট করা হয়?
Ⓐ সম্পদ Ⓑ ঋণ
Ⓒ দায় Ⓓ আয় **Ans A**

06. অনুপার্জিত আয় একটি-
Ⓐ আয় Ⓑ দায়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ অগ্রিম আয় **Ans B**

07. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের একটি-
Ⓐ চলতি সম্পদ Ⓑ ব্যয়
Ⓒ দায় Ⓓ B+C **Ans A**

08. হিসাবকাল শেষে প্রদেয় হিসাবের উদ্বৃত্ত দ্বারা কী বুঝায়?
Ⓐ আয় Ⓑ সম্পদ
Ⓒ দায় Ⓓ মালিকানাস্বত্ব **Ans C**

09. কায়েসের নিকট হতে ১০% বাট্টায় পাওয়া গেল ৫,৪০০ টাকা। বাট্টার পরিমাণ কত?
Ⓐ ৪৯০ Ⓑ ৪৯১
Ⓒ ৫৪০ Ⓓ ৬০০ **Ans D**

10. প্রদেয় বেতন আধুনিক পদ্ধতিতে একটি-
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয়
Ⓒ দায় Ⓓ সম্পদ **Ans C**

11. কোনটি সমাপনি দাখিলার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম আইটেম?
Ⓐ মূলধন Ⓑ খরচ
Ⓒ মুনাফা Ⓓ উত্তোলন **Ans A**

12. সমাপনী রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ হিসাব চক্রের কততম ধাপ?
Ⓐ ৪র্থ ধাপ Ⓑ ৬ষ্ঠ ধাপ
Ⓒ ৮ম ধাপ Ⓓ ৯ম ও শেষধাপ **Ans D**

13. উত্তোলন হিসাব কোন ধরনের হিসাব ?
Ⓐ স্থায়ী হিসাব Ⓑ সাময়িক হিসাব
Ⓒ ব্যয় হিসাব Ⓓ নামিক হিসাব **Ans B**

14. বিপরীত জাবেদা কখন প্রস্তুত করতে হয় ?
Ⓐ বিগত হিসাবকাল শেষে Ⓑ চলতি হিসাবকালের শুরুতে
Ⓒ চলতি হিসাবকালের শেষে Ⓓ পরবর্তী হিসাবকালের শুরুতে **Ans D**

15. ৮ কক্ষবিশিষ্ট কার্যপত্রে নিচের কোন শিরোনামটির প্রয়োজন নাই?
Ⓐ সমন্বয় জাবেদা Ⓑ সমন্বিত রেওয়ামিল
Ⓒ আয় বিবরণী Ⓓ আর্থিক অবস্থার বিবরণী **Ans B**

16. আর্থিক বিবরণীর চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পূর্বে কোনটি তৈরি করা হয়?
Ⓐ খতিয়ান Ⓑ নগদান বই
Ⓒ আয় বিবরণী Ⓓ কার্যপত্র **Ans D**

17. নিচের কোন সমন্বয় দফাটির বিপরীত দাখিলা প্রদান করা যায় না ?
Ⓐ অনুপার্জিত আয় Ⓑ অপ্রদত্ত খরচ
Ⓒ বকেয়া আয় Ⓓ সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি **Ans D**

18. অনুপার্জিত আয়ের সাথে আয়ের সম্পর্ক-
Ⓐ অসীম Ⓑ সসীম
Ⓒ বিপরীতমুখী Ⓓ সমমুখী **Ans C**

19. নিচের কোনটি হিসাবচক্রের অপরিহার্য ধাপ নয় ?
Ⓐ খতিয়ান Ⓑ কার্যপত্র
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ সমাপনী দাখিলা **Ans B**

20. রূপা ট্রেডার্স হিসাবকালের শেষ দিনে বাকিতে একটি যন্ত্র ক্রয় করেন। এই লেনদেনটির প্রভাব কোথায় পড়বে?
Ⓐ শুধু উদ্বৃত্তপত্রে
Ⓑ শুধু আয় বিবরণীতে
Ⓒ আয় বিবরণী ও মালিকানাস্বত্ব বিবরণীতে
Ⓓ আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্রে **Ans A**

21. নিচের কোন অবস্থাটি লেনদেন দ্বারা ঘটতে পারে?
Ⓐ সম্পদ হ্রাস, ব্যয় হ্রাস Ⓑ আয় বৃদ্ধি, ব্যয় বৃদ্ধি
Ⓒ ব্যয় বৃদ্ধি, দায় বৃদ্ধি Ⓓ সম্পদ বৃদ্ধি, আয় হ্রাস **Ans C**

22. নিচের কোন তহবিলটি সম্পত্তিবাচক হিসাব?
Ⓐ প্রতিপূরক তহবিল Ⓑ মূলধন তহবিল
Ⓒ নগদ তহবিল Ⓓ কল্যাণ তহবিল **Ans C**

23. কোনটিকে সহকারী বিবরণী বলা হয়?
Ⓐ রেওয়ামিল Ⓑ খতিয়ান
Ⓒ কার্যপত্র Ⓓ নগদান বই **Ans C**

24. যদি বিজ্ঞাপন খরচ ১৮,০০০ টাকার ৩/৫ ভাগ অবলোপন করা হয় তখন বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ব্যয় কত হবে?
Ⓐ ৩,৬০০ টাকা Ⓑ ৬,০০০ টাকা
Ⓒ ১০,৮০০ টাকা Ⓓ ৭,২০০ টাকা **Ans D**

25. প্রদেয় খরচসমূহ সমন্বয় করার ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের কোন ধারণা অনুসরণ করা হয়?
Ⓐ বকেয়াভিত্তিক ধারণা Ⓑ নগদভিত্তিক ধারণা
Ⓒ মিলকরণ ধারণা Ⓓ ক্রয়মূল্য ধারণা **Ans A**

26. মুনাফাজাতীয় নয় কোনটি?
Ⓐ মাল ক্রয় Ⓑ মাল বিক্রয়
Ⓒ মজুরি Ⓓ যন্ত্রপাতি বিক্রয় **Ans D**

27. অনুপার্জিত সেবা আয়ের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা। উহার $\frac{২}{৫}$ অংশ উপার্জিত হলে হিসাবকাল শেষে চলতি দায়ের পরিমাণ কত হবে ?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪০,০০০ টাকা Ⓓ ৫০,০০০ টাকা **Ans B**

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ৮ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অবচয় :** অবচয় হলো স্থাবর বা স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের বার্ষিক খরচ বা চার্জ অর্থাৎ প্ল্যান্ট বা স্থাবর সম্পত্তির ব্যয় বা ক্রয়মূল্য বণ্টন প্রক্রিয়া। স্থায়ী বা স্থাবর সম্পত্তির অবচয়যোগ্য মূল্যকে (ক্রয়মূল্য–ভগ্নাবশেষ মূল্য) উক্ত সম্পত্তির অনুমিত অর্থনৈতিক জীবন বা আয়ুষ্কালের মধ্যে বণ্টন করার প্রক্রিয়া।
- অবচয় শব্দটি ল্যাটিন 'Depretium' হতে উদ্ভূত হয়েছে। যার 'De' অর্থ হ্রাস পাওয়া এবং 'pretium' এর অর্থ 'মূল্য'। সুতরাং 'Depretium' -এর অর্থ 'মূল্যহ্রাস পাওয়া'। সুতরাং বলা যায় স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয় মূল্য/অর্জনমূল্য/ সম্পত্তি অর্জনের প্রাথমিক ব্যয়কে এর ব্যবহারিক জীবনকালের মধ্যে যৌক্তিক উপায়ে বণ্টন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অবচয়।
- অবচয় ধার্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো স্থাবর সম্পত্তির ক্রয়মূল্য বা অর্জনের ব্যয়কে সম্পত্তি ব্যবহার সময়কালের (আয়ুষ্কাল) মধ্যে বণ্টন করা।
- সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠানের মালিকানা থাকলে এবং সম্পত্তি স্থায়ী প্রকৃতির হলে, তার উপর অবচয় ধার্য করতে হয়। স্থাবর বা স্থায়ী সম্পত্তিসমূহের মধ্যে দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি সম্পত্তিসমূহের নির্দিষ্ট জীবনকাল আছে বলে এদের উপর অবচয় ধার্য করা হয়।
- ভূমি/জমি (Land) স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তি হলেও ভূমির উপর অবচয় ধার্য করা হয় না। কারণ, ভূমি ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোনো আয়ুষ্কাল নেই। তবে, ভূমি উন্নয়ন এর ব্যবহারিক জীবনকাল আছে মনে করে এর উপর অবচয় ধার্য করা হয়।
- অস্পর্শনীয় সম্পত্তির ব্যয় বণ্টন করার প্রক্রিয়াকে অবলোপন এবং প্রাকৃতিক সম্পত্তির ব্যয় বণ্টন করার প্রক্রিয়াকে শূন্যীকরণ বা নিঃশেষকরণ বা অবক্ষয় বা ক্ষয়ীভূতকরণ বলা হয়।
- স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবহারজনিত ক্ষয়-ক্ষতি, জীর্ণতা, কালের বিবর্তন, অপ্রচলন, সরাসরি ভোগ, বাজারদরের স্থায়ী পতন ইত্যাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য কারণে সম্পত্তির গুণ, পরিমাণ ও মূল্যের যে চিরন্তন বা অবিরাম হ্রাস ঘটে তাকে অবচয় (Depreciation) বলে।
- **অবচয়ের উদ্দেশ্যসমূহ :**
  * অবচয় ধার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্য/ ব্যয় বণ্টন করা (Cost Allocation).
  * অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হলো :
  i. প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ
  ii. প্রকৃত লাভ-ক্ষতি নির্ণয়
  iii. হিসাববিজ্ঞানের সমন্বয় নীতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
  iv. সঠিক কর দায় নির্ণয়
  v. কোম্পানি আইন মেনে চলা
  vi. আয়-ব্যয়ের সমন্বয়।
  vii. উদ্বৃত্তপত্রে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন (স্থায়ী-সম্পত্তির অবাঞ্ছিত মূল্য দেখানোর মাধ্যমে)।
- **অবচয়যোগ্য সম্পত্তিসমূহ (Depreciable assets) :**
  i. স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তি হতে হবে।
  ii. সম্পত্তিটির উপর অবশ্যই কারবারের মালিকানা থাকতে পারে।
- **অবচয় অযোগ্য সম্পত্তিসমূহ (Non – depreciable assets) :**
  i. স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তি হওয়া স্বত্ত্বেও উহার মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নয়।
  ii. সকল ধরনের চলতি বা ভাসমান ও অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ
  iii. জমি বা ভূমির উপযোগ নিঃশেষ হয় না বলে বা এর ব্যবহারিক জীবনকাল অনির্দিষ্ট বলে-এর উপর অবচয় ধার্য করা হয় না।
  iv. প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অবচয় ধার্য করা যাবে না। যে প্রাকৃতিক সম্পত্তিগুলোর মজুত সীমিত সেগুলোর ক্ষেত্রে শূন্যকরণ (Depletion)-এর মাধ্যমে ব্যয় বণ্টন করা যায়।
  v. ইজারাকৃত সম্পত্তি যদি মূলধন জাতীয় ইজারা (Capital lease) বা আর্থিক ইজারা (Financial lease) না হয় তবে এর উপর অবচয় ধরা যাবে না।
- **অবচয়ের পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে–**
  i. সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত উপকারিতার ধরন ii. আয়কর হার
  iii. অবচয়ের পদ্ধতির ধারাবাহিকতা
- **IAS-16 অনুসারে সম্পদের ব্যয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে :**
  (i) অর্জন ব্যয় (Acquiring cost)
  (ii) নির্মাণ ব্যয় (Construction cost) [IAS-16-22]
  (iii) পরবর্তী/পশ্চাৎকালীন ব্যয়সমূহ (Subsequent cost) [IAS-16-12-14]
- **IAS-16 এর আলোকে স্থায়ী সম্পদের হিসাবরক্ষণের সাথে জড়িত বিষয়াবলি :**
  স্থায়ী সম্পদ (Plant Asset) কে IAS-16 এ "Property, plant and equipment" শিরোনামে অভিহিত করা হয়। IAS-16 তে এরূপ সম্পদের হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :
  (i) এরূপ সম্পদের হিসাবভুক্তি বা স্বীকৃতি (Recognition)
  (ii) সম্পদের অভিহিত বা পুস্তক মূল্য (Carrying amount) নির্ণয়
  (iii) অবচয় খরচ (Depreciation exepense) এবং
  (iv) এরূপ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতি বা হানি (Impairment of assets) ইত্যাদি।

CamScanner

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবহারজনিত ক্ষয়-ক্ষতি, জীর্ণতা, কালের বিবর্তন, অপ্রচলন, সরাসরি ভোগ, বাজারদরের স্থায়ী পতন ইত্যাদি দৃশ্য বা অদৃশ্য কারণে সম্পত্তির গুণ, পরিমাণ ও মূল্যের যে চিরন্তন বা অবিরাম হ্রাস ঘটে তাকে **অবচয়-(Depreciation)** বলে।
- অবচয় শব্দটি ল্যাটিন 'Depretium' হতে উদ্ভূত হয়েছে। যার 'De' অর্থ হ্রাস পাওয়া এবং 'pretium' এর অর্থ 'মূল্য'। সুতরাং 'Depretium' -এর অর্থ 'মূল্যহ্রাস পাওয়া'। সুতরাং বলা যায় স্থায়ী সম্পত্তির ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য/সম্পত্তি অর্জনের প্রাথমিক ব্যয়কে এর ব্যবহারিক জীবনকালের মধ্যে যৌক্তিক উপায়ে বন্টন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অবচয়।
- স্থায়ী সম্পত্তি ব্যবহারের বার্ষিক খরচ বা চার্জকে – **অবচয় বলে।**
- অবচয় একটি– **ক্রয়মূল্য বন্টন প্রক্রিয়া/ব্যয় বন্টন প্রক্রিয়া/অর্জন মূল্য বন্টন প্রক্রিয়া।**
- অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না– **সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য, মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচন; প্রতিস্থাপন ব্যয়।**
- অবচয় হলো– **অনগদ, অদৃশ্যমান, ব্যবসায়িক এবং আন্তঃলেনদেন; অবচয় ধার্যের জন্য নগদ অর্থ ব্যয়িত হয় না।**
- অবচয়ের জন্য সমন্বয় দাখিলা হলো– অবচয় ব্যয় হিসাব ডেবিট, পুঞ্জীভূত অবচয় ক্রেডিট; অবচয়ের সমন্বয় দাখিলা প্রদানের ফলে – **ব্যয় বৃদ্ধি বা মালিকানা স্বত্ব হ্রাস এবং সম্পত্তি হ্রাস পায়।**
- পুঞ্জীভূত অবচয় হলো– **বিগত বছরে ধার্যকৃত মোট অবচয় বা অবচয়ের সমষ্টি।**
- পুঞ্জীভূত অবচয় বা অবচয় সঞ্চিতি বা জমাকৃত অবচিতি হলো– **বিপরীত বা প্রতি সম্পত্তি হিসাব।**
- সম্পত্তির ব্যবহারিক জীবনকালের মধ্যে মোট যে পরিমাণ মূল্য অবচয় আকারে দেখানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাকে – **অবচয়যোগ্য মূল্য বলা হয়। {অবচয়যোগ্য মূল্য = ক্রয়মূল্য - ভগ্নাবশেষ মূল্য।}**
- সরলরৈখিক, উৎপাদন একক এবং বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয় – **অবচয়যোগ্য মূল্যের উপর।**
- ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয় সম্পত্তির – **অবলিখিত মূল্য/অবশিষ্টমূল্য/পুস্তক মূল্য/বইমূল্যের উপর। {বইমূল্য = ক্রয়মূল্য - পুঞ্জিভূত অবচয়}**
- দ্বৈত হ্রাসমান জের পদ্ধতি বলতে বোঝায় – **সরলরৈখিক পদ্ধতির দ্বিগুণ হারে অবচয় ধার্যের পদ্ধতি।**
- উৎপাদন একক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করার সময় বিবেচিত হয় না – **আনুমানিক জীবনকাল বা আয়ুষ্কাল এবং অবচয়ের হার।**
- যখন আনুমানিক ব্যবহারিক জীবনকালের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তখন – **অবচয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় চলতি ও ভবিষ্যত হিসাবকালের জন্য।**
- স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয় উক্ত সম্পত্তির– **বইমূল্যের সাথে তুলনা করে। {লাভ = বিক্রয়মূল্য > বইমূল্য এবং ক্ষতি = বিক্রয়মূল্য < বইমূল্য}**
- প্যাটেন্টের ব্যয় বন্টন করতে হয়– **আইনসঙ্গত বা আনুমানিক জীবনকালের মধ্যে যেটি ছোট সেটির মধ্যে।**
- প্যাটেন্টের ব্যয় বন্টন করতে হয়- **আইন সঙ্গত বা আনুমানিক জীবনকালের মধ্যে যেটি ছোট।**
- স্থাবর সম্পত্তির নিট লিখিত মূল্য বা পুস্তক মূল্য হতে সম্পত্তি বিক্রয় হতে প্রাপ্ত নগদ অর্থের পরিমাণ বেশি হলে- **বিক্রয়জনিত মুনাফা হবে।**
- অবচয়ের পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো- **ক্রয়মূল্য, আয়ুষ্কাল ও ভগ্নাবশেষ মূল্য।**
- অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না– **১. সম্পত্তির বাজারমূল্য/চলতি পুনঃস্থাপন ব্যয় ২. মুদ্রাস্ফীতি/মুদ্রাসংকোচন।**
- স্থায়ী সম্পত্তির ব্যয় বন্টন করার জন্য এর ওপর অবচয় ধার্য করা হয়- **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী।**
- অবচয়কে এক হিসাবকালের পরিচালন ব্যয় বা খরচ হিসেবে আয়বিবরণীতে দেখানো হয়- **মিলকরণ (ব্যয়স্বীকৃতি) নীতির জন্য।**
- প্রতি বছর অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়- **ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্যতা বা স্থিরতা অনুযায়ী।**
- বর্ধিষ্ণু অবচয় ধার্যকরণ পদ্ধতি (যথা :- ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি ও বর্ষসংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি) তে অবচয় ধার্য করা হয়- **রক্ষণশীলতার সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী।**
- জমাকৃত অবচয় এবং অবচয় ধার্যের পদ্ধতিতে আর্থিক বিবরণীর সাথে সংযুক্তি আকারে ফুটনোট হিসেবে দেখাতে হয়- **পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।**

Part 3 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

➤ **গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র :**

অবচয়যোগ্য মূল্য = ক্রয়মূল্য – ভগ্নাবশেষ মূল্য।
- ∴ ক্রয়মূল্য = অবচয়যোগ্য মূল্য + ভগ্নাবশেষ মূল্য।
- ∴ ভগ্নাবশেষ মূল্য = ক্রয়মূল্য – অবচয়যোগ্য মূল্য।

পুস্তকমূল্য/বইমূল্য = ক্রয়মূল্য – পুঞ্জীভূত অবচয়।
- ∴ পুঞ্জীভূত অবচয় = ক্রয়মূল্য – বইমূল্য
- ∴ ক্রয়মূল্য = বইমূল্য + পুঞ্জীভূত অবচয়।

স্থায়ী সম্পত্তি বইমূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে লাভ হয়, আর, বিক্রয়মূল্য কম হলে ক্ষতি হয়।

অর্থাৎ, বিক্রয়জনিত লাভ = বিক্রয়মূল্য – বইমূল্য
- ∴ বিক্রয়মূল্য = বইমূল্য + লাভ।
- ∴ বইমূল্য = বিক্রয়মূল্য – লাভ।

আর, বিক্রয়জনিত ক্ষতি = বইমূল্য – বিক্রয়মূল্য
- ∴ বইমূল্য = বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি।
- ∴ বিক্রয়মূল্য = বইমূল্য – ক্ষতি।

→ শূন্যীকরণ = শূন্যীকরণ যোগ্য মূল্য × $\frac{\text{বিক্রিত একক}}{\text{উত্তোলনযোগ্য একক}}$

ক. সরলরৈখিক পদ্ধতি/স্থিরকিস্তি পদ্ধতি (Straight Line Method- SLM) :

সূত্রটি হল- প্রতিবছরের অবচয় = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য (C) – ভগ্নাবশেষমূল্য (SV)}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল (N) (বছরে)}} \times = \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য (DV)}}{\text{আনুমানিক আয়ুষ্কাল (N)}}$

গাণিতিক উদাহরণ : ০১. একটি সম্পত্তির ক্রয়মূল্য ২১,০০০ টাকা, ভগ্নাবশেষ মূল্য ১,০০০ টাকা, আয়ুষ্কাল ৫ বছর। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে প্রতি বছর অবচয় কত?

সমাধান : সরলরৈখিক পদ্ধতিতে প্রতিবছরের অবচয় = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য – ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}} = \frac{২১০০০ - ১০০০}{৫} = \frac{২০০০০}{৫} = ৪,০০০$ টাকা।

খ. ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি- (Declining/Reducing Balance method)

: প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো –

a. t তম বছরের অবচয়/খরচ (Dt) = $C \times R (1-R)^{(t-1)}$

b. t তম বছর শেষে বহিঃমূল্য (Bv) = $C \times (1-R)^t$

c. t তম বছর শেষে পুঞ্জীভূত অবচয় = $C - Bv$

d. t তম বছরের অবচয় থেকে ক্রয়মূল্য নির্ণয়, $C = \frac{D}{R \times (1-R)^{t-1}}$

বা, t তম বছরের বহিঃমূল্য থেকে ক্রয়মূল্য নির্ণয়, $C = \frac{BV / WDV}{(1-R)^t}$

এখানে, C = ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য (Cost)
R = অবচয়ের হার (Rate)
T(t) = নির্দিষ্ট সময়/বছর- (time)
N(n) = মোট আয়ুকাল
Sv = ভগ্নাবশেষ মূল্য (Salvage value)
Bv = বহিঃমূল্য (Book value)
D = অবচয় (Depriciation)

* অবচয় হার দেওয়া না থাকলে অবচয়ের হার নির্ণয়ের আমেরিকান সূত্র হচ্ছে- $R = \left(\frac{1}{N} \times 2\right) \times 100\%$ বা, $\frac{100\%}{N} \times 2$ [Shortcut : $\frac{200}{N}$

* অবচয়ের হার দেওয়া না থাকলে অবচয়ের হার নির্ণয়ের সূত্র–

$R = \left(1 - \sqrt[n]{\frac{sv}{c}}\right)$

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গাণিতিক উদাহরণ : ০১. যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ৫০,০০০ টাকা, আমদানি শুল্ক ৫,০০০ টাকা ও স্থাপন ব্যয় ৫,০০০ টাকা। বার্ষিক ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ক্রয় বছরের অবচয়ে পরিমাণ কত?

সমাধান : ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ক্রয় বছরের জন্য অবচয় ধার্য করতে হলে ক্রয়মূল্য বা অর্জনমূল্যকে অবচয় হার দ্বারা গুণ করলেই চলে।

সুতরাং, ক্রয় বছরের অবচয় = C × R এখানে, C = (৫০,০০০ + ৫,০০০ + ৫,০০০) = ৬০,০০০ টাকা D = (৬০,০০০ × ০.১) টাকা = ৬,০০০ টাকা।	এখানে, C = ক্রয়/অর্জন মূল্য R = অবচয়ের হার $(১০\ \% = \frac{১০}{১০০} = ০.১)$

গ. বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতি (Sum of the years- Digit Method) :

1.এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির ব্যবহারের তারতম্যের চেয়ে ব্যবহারকালের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। 2.ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য হতে অবশিষ্ট/ভগ্নাবশেষ মূল্য বিয়োগ করে নিতে হয়। 3. সূত্রটি হল– t তম বছরের অবচয়, (Dt) = $\frac{n+1-t}{\frac{n(n+1)}{2}} \times (C - Sv)$	এখানে, Dt = t তম বছরের অবচয় ব্যয় n = আয়ুষ্কালের শেষ বছরের সাংখ্যিক মান c = ক্রয় মূল্য/অর্জনমূল্য (Cost) [অবচয়যোগ্য মূল্য = ক্রয় (−) ভগ্নাবশেষ মূল্য] Sv = ভগ্নাবশেষ মূল্য।

গাণিতিক উদাহরণ : ০১. ২০০১ সালের ১লা জানুয়ারি ৭৫,০০০ টাকার একটি যন্ত্র ক্রয় করা হলো। যার আয়ুষ্কাল ৫ বছর এবং সম্ভাব্য উদ্ধারমূল্য ৭,৫০০ টাকা। বর্ষ সংখ্যা সমষ্টি পদ্ধতি অনুসারে ২০০৩ সালের অবচয় কত?

সমাধান : বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় / বছর (t) শেষে অবচয় নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত সূত্রটি হলো-

t তম বছরে অবচয় (D) $= \frac{n+1-t}{\frac{n(n+1)}{2}} \times (C - SV)$ সুতরাং, D = $\frac{৫+১-৩}{\frac{৫(৫+১)}{২}} \times (৭৫,০০০ - ৭,৫০০) = \left(\frac{৩}{\frac{৩০}{২}} \times ৬৭,৫০০\right)$ টাকা	এখানে, t = নির্দিষ্ট সময় (৩) বছর n = আয়ুষ্কালের শেষ বছরের সাংখ্যিক মান (৫) বছর c = ক্রয়মূল্য (৭৫,০০০) টাকা Sv = অবশিষ্ট মূল/উদ্ধারকৃত মূল্য (৭,৫০০) টাকা

$= \left(\frac{৩}{১৫} \times ৬৭,৫০০\right)$ টাকা = ০.২ × ৬৭,৫০০ টাকা, = ১৩,৫০০ টাকা

ঘ. উৎপাদন একক পদ্ধতি : (Units-of- Activity method / Production Per Unit method) :

অবচয় নির্ণয়ের ধাপগুলো হল–

১ম ধাপ : অবচয়যোগ্য মূল্য (নির্ধারণ) = ক্রয়মূল্য – ভগ্নাবশেষ মূল্য

২য় ধাপ : ঘন্টাপ্রতি/এককপ্রতি অবচয় ব্যয় (নির্ধারণ)

$= \frac{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}}{\text{মোট ঘন্টা/মোট উৎপাদন}}$

৩য় ধাপ : নির্দিষ্ট বছরের অবচয় (নির্ধারণ)

= একক প্রতি / ঘন্টা প্রতি অবচয় × উৎপাদন একক / উৎপাদন ঘন্টা

বিষয়টিকে নিচের সূত্রাকারে দেখানো যায়–

নির্দিষ্ট বছরের অবচয় = $\frac{\text{ক্রয়মূল্য – ভগ্নাবশেষমূল্য}}{\text{মোট উৎপাদন ক্ষমতা}}$ × নির্দিষ্ট বছরের উৎপাদন।

অনুশীলনের জন্য :

০১. একটি সম্পত্তির প্রাথমিক মূল্য ১০,০০০ টাকা, ভগ্নাবশেষ মূল্য ১,০০০ টাকা এবং কার্যকরী জীবন ২০ বৎসর হইলে বার্ষিক অবচয়ের হার কত?

সমাধান : সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় = $\left(\frac{\text{প্রাথমিকমূল্য – ভগ্নাবশেষ}}{\text{বছর}}\right)$

$= \left(\frac{১০০০০ - ১০০০}{২০}\right)$ = ৪৫০ টাকা।

অবচয়ের হার = $\frac{\text{বার্ষিক অবচয়}}{\text{অবচয়যোগ্য মূল্য}} \times ১০০ = \frac{৪৫০}{৯০০০} \times ১০০ = ৫\%$

[বিকল্প পদ্ধতি : $\frac{১০০}{\text{বছর}} = \frac{১০০}{২০} = ৫\%$]

০২. একটি যন্ত্রপাতি ৫ বছর আগে ১,৫০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয় এবং তখন থেকে ১৫% হারে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। ৫ম বছর শেষে যন্ত্রটি ৩৫,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে কত টাকা মুনাফা বা ক্ষতি হবে?

সমাধান : ৫ম বছর শেষে যন্ত্রপাতিটির জমাকৃত অবচয়

= ১৫,০০০০ × ১৫% × ৫ = ১,১২,৫০০ টাকা।

∴ ৫ম বছর শেষে যন্ত্রপাতিটির বহিঃমূল্য = (১৫,০০০০ – ১,১২,৫০০) = ৩৭,৫০০ টাকা।

অতএব, যন্ত্রটি ৩৫০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলে ক্ষতি হবে = (৩৭,৫০০ – ৩৫,০০০) = ২,৫০০ টাকা।

০৩. একটি যন্ত্রপাতির খরিদমূল্য ৮০,০০০ টাকা। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয় ৮,৫০০ টাকা। অবশিষ্ট মূল্য খরিদ মূল্যের ১৫%। যন্ত্রটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল কত? [রাবি : 08-09]

সমাধান : যন্ত্রটির ভগ্নাবশেষ মূল্য = (খরিদমূল্য × ১৫%)

= (৮০,০০০ × ১৫%) = ১২,০০০ টাকা

সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় = $\frac{\text{অর্জনমূল্য – ভগ্নাবশেষ মূল্য}}{\text{আয়ুষ্কাল}}$

$\Rightarrow \frac{৮০,০০০-১২,০০০}{\text{আয়ুষ্কাল}} = ৮,৫০০ \Rightarrow$ আয়ুষ্কাল = $\frac{৬৮,০০০}{৮,৫০০}$ = ৮ বছর।

০৪. মি. শাওন ৪ বছর আগে ১,২০,০০০ টাকায় একটি মেশিন ক্রয় করে। সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ১৫% হারে অবচয় ধার্য করা হয়। ৪র্থ বছর শেষে মেশিনটি ৪০,০০০ টাকায় বিক্রি করা হলে কত টাকা লাভ/ক্ষতি হবে?

সমাধান : সরলরৈখিক পদ্ধতিতে ৪ বছরে মোট অবচয়

= (১,২০,০০০ × ১৫% × ৪) = ৭২,০০০

অতএব, ৪র্থ বছর শেষে মেশিনটির বহিঃমূল্য = (১,২০,০০০ – ৭২,০০০) = ৪৮,০০০

অতএব, মেশিন বিক্রয়ে ক্ষতি = (৪৮,০০০ – ৪০,০০০) = ৮,০০০ টাকা।

০৫. একটি ট্রাক ৬০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল এবং ব্যবহারযোগ্য সময়ের শেষে ১২,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরলরৈখিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাসিক অবচয় খরচ ১,০০০ টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বার্ষিক অবচয় কত? [ঢাবি : ১১-১২]

সমাধান : এখানে ট্রাকটির অবচয়যোগ্য মূল্য হচ্ছে (ক্রয়মূল্য-ভগ্নাবশেষ মূল্য)

= (৬০,০০০ – ১২,০০০) = ৪৮,০০০ টাকা।

মাসিক ১,০০০ টাকা হিসেবে বার্ষিক অবচয় = (১,০০০ × ১২) = ১২,০০০ টাকা

সুতরাং অবচয় হার = $\frac{১২,০০০}{৪৮,০০০} \times ১০০ = ২৫\%$

০৬. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ১লা জানুয়ারি ২০১২ তারিখে স্থায়ী সম্পদ ছিল ৮৫৫,৭৫০। ঐ বছর ১লা জুলাই ১৮,৫০০ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হলো। বাৎসরিক ১৫% অবচয় ধার্য করা হলে ঐ বছরের মোট অবচয়ের পরিমাণ কত? [ঢাবি : ১৩-১৪]

সমাধান : এখানে, অবচয় = $(৫৫,৭৫০ \times ১৫\%) + (১৮,৫০০ \times ১৫\% \times \frac{৬}{১২})$

= (৮,৩৬২ + ১,৩৮৮) টাকা = ৯,৭৫০ টাকা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বাজার মূল্যের স্থায়ীপতন কোন সম্পত্তির অবচয়ের কারণ?
Ⓐ জমি Ⓑ আসবাবপত্র
Ⓒ মোটরগাড়ি Ⓓ শেয়ার
Ans Ⓐ

02. সবচেয়ে কম তরল সম্পদ-
Ⓐ ভূমি Ⓑ শেয়ার
Ⓒ সুনাম Ⓓ বন্ড
Ans Ⓐ

03. ৫৪,০০০ টাকার একটি মেশিনের আয়ুষ্কাল ১০ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ৪,০০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় হার কত?
Ⓐ ১০% Ⓑ ২০%
Ⓒ ১৫% Ⓓ ২৫%
Ans Ⓑ

04. অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় কয়টি?
Ⓐ ৩ Ⓑ ৪
Ⓒ ৫ Ⓓ ৬
Ans Ⓐ

05. কোন খরচটির জন্য নগদ অর্থ ব্যয় হয় না?
Ⓐ বেতন Ⓑ ভাড়
Ⓒ অবচয় Ⓓ বিমা খরচ
Ans Ⓒ

06. নিচের কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পদের উপর ধার্য করা হয়?
Ⓐ অবচয় Ⓑ অবহার
Ⓒ অবলোপন Ⓓ A+B
Ans Ⓒ

07. স্থায়ী সম্পদ পুস্তক মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয় করলে কী অর্জিত হয় ?
Ⓐ মুনাফা Ⓑ ক্ষতি
Ⓒ খরচ Ⓓ আয়
Ans Ⓓ

08. একটি সম্পদের আয়ুষ্কাল ১০ বছর হলে উক্ত সম্পদের সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয়ের হার কত হবে?
Ⓐ ১০% Ⓑ ১২%
Ⓒ ১২.৫% Ⓓ ১৬%
Ans Ⓐ

09. ব্যবসায়ে কোন ধরনের সম্পদের উপর অবচয় ধার্য করা হয়?
Ⓐ চলতি সম্পদ Ⓑ স্থায়ী সম্পদ
Ⓒ অস্পর্শনীয় সম্পদ Ⓓ অলীক সম্পদ
Ans Ⓑ

10. অবচয় কোন ধরনের ব্যয়?
Ⓐ বকেয়া ব্যয় Ⓑ নগদ ব্যয়
Ⓒ অনগদ ব্যয় Ⓓ দৃশ্যমান ব্যয়
Ans Ⓒ

11. মেঘনা কোম্পানি একটি মেশিন ১,৯৫,০০০ টাকায় ক্রয় করে। যার সংস্থাপন ব্যয় ১০,০০০ টাকা এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য ৫,০০০ টাকা মেশিনটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর হলে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে বার্ষিক অবচয় কত ?
Ⓐ ১০,৫০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা
Ⓒ ৯,৫০০ টাকা Ⓓ ৯,০০০ টাকা
Ans Ⓑ

12. চেকে ১০,০০০ টাকার কল-কব্জা ক্রয় করে এবং পরিবহন ব্যয় বাবদ ৫০০ টাকা এবং সংস্থাপন বাবদ ৪০০ টাকা নগদ প্রদান করা হলো। লেনদেনটি জাবেদায় মেশিন হিসাবে কত টাকা ডেবিট হবে?
Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ১০,৪০০ টাকা
Ⓒ ১০,৫০০ টাকা Ⓓ ১০,৯০০ টাকা
Ans Ⓓ

13. একটি যন্ত্রের ক্রয়মূল্য ৩,২০,০০০ টাকা। ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে ২৫% হারে অবচয় ধার্য করা হলে দুই বছর শেষে সম্পত্তির বইমূল্য কত হবে ?
Ⓐ ১,২০,০০০ Ⓑ ১,৬০,০০০
Ⓒ ১,৮০,০০০ Ⓓ ২,২৪,০০০
Ans Ⓒ

14. যন্ত্রপাতি ক্রয় ৩০,০০০ টাকা, বহন খরচ ৩,০০০ টাকা এবং সংস্থাপন ব্যয় ৭,০০০ টাকা হলে যন্ত্রপাতি হিসাব কত টাকা ডেবিট হবে ?
Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৩৭,০০০ টাকা
Ⓒ ৩৩,০০০ টাকা Ⓓ ৩০,০০০ টাকা
Ans Ⓐ

15. একটি সম্পত্তির মোট ক্রয়মূল্য ও পুঞ্জীভূত অবচয়ের পার্থক্যকে কী বলা হয় ?
Ⓐ বাজার মূল্য Ⓑ প্রকৃত মূল্য
Ⓒ ভগ্নাবশেষ মূল্য Ⓓ বই মূল্য
Ans Ⓓ

16. 'পুঞ্জীভূত অবচয়' কোন ধরনের হিসাব?
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ দায়
Ⓒ বিপরীত সম্পত্তি Ⓓ মালিকানাস্বত্ব
Ans Ⓒ

17. সাধারণত কোন সম্পত্তির অবচয় হয় না?
Ⓐ ভূমি Ⓑ দালানকোঠা
Ⓒ মোটর গাড়ি Ⓓ যন্ত্রপাতি
Ans Ⓐ

18. অবচয় ধার্য করা হলে হিসাব সমীকরণে পরিবর্তন ঘটে-
Ⓐ OE উপাদানের Ⓑ A এবং OE উপাদানের
Ⓒ L এবং OE উপাদানের Ⓓ A উপাদানের
Ans Ⓑ

19. অবচয় নির্ণয়ে কোন পদ্ধতিতে ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনায় আনা হয় না?
Ⓐ সরলরৈখিক পদ্ধতি Ⓑ বর্ষগুণন পদ্ধতি
Ⓒ ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতি Ⓓ উৎপাদন এক পদ্ধতি
Ans Ⓒ

20. অবচয় ধার্যের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতি প্রভাব বিস্তার করে?
Ⓐ হিসাবকাল ধারণা Ⓑ সত্তার ধারণা
Ⓒ চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা Ⓓ রক্ষণশীলতা প্রথা
Ans Ⓒ

21. সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য না থাকলে কোন পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করলে আয়ুষ্কাল শেষে সম্পত্তির মূল্য শূন্য হয় না?
Ⓐ ক্রমহ্রাসমান জের Ⓑ সরলরৈখিক
Ⓒ বর্ষ সংখ্যার সমষ্টি Ⓓ উৎপাদন
Ans Ⓐ

22. স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতির আলোকে?
Ⓐ চলমান ব্যবসায় ধারণা Ⓑ ক্রয়মূল্য ধারণা
Ⓒ মিলকরণ ধারণা Ⓓ সামঞ্জস্যতা ধারণা
Ans Ⓓ

23. নিচের কোনটি স্পর্শনীয় সম্পত্তি?
Ⓐ প্রাথমিক খরচাবলি Ⓑ সুনাম
Ⓒ প্রাপ্য নোট Ⓓ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন
Ans Ⓒ

24. কোন নীতির কারণে প্রতিবছর বা প্রতি হিসাবকালে একই পদ্ধতিতে অবচয় ধরতে হবে-
Ⓐ সমন্বয় নীতি Ⓑ চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা
Ⓒ আয় শনাক্তকরণ নীতি Ⓓ সামঞ্জস্যতার নীতি
Ans

25. কোনটি অনগদ লেনদেন?
Ⓐ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক্রয়
Ⓑ চেকের মাধ্যমে ক্রয়
Ⓒ চেকে আসবাবপত্র ক্রয়
Ⓓ সুনামের অবলোপন
Ⓐ

26. অবচয় ব্যয় ধার্য-করার উদ্দেশ্য হলো-
Ⓐ প্রকৃত লাভ-ক্ষতি নিরূপণ Ⓑ প্রকৃত করদায় নির্ণয়
Ⓒ প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন Ⓓ সবগুলো

CamScanner

অধ্যায় ৯ আর্থিক বিবরণী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

➪ **আর্থিক বিবরণী হলো–** ঐ ধরনের বিবরণী যা লেনদেন বা হিসাব তথ্যের সংগ্রহকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণ এবং চূড়ান্ত সার সংক্ষেপণের কাজ করে।

➪ **আর্থিক বিবরণী (Financial statement) :** কোনো নির্দিষ্ট দিনে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক অবস্থা জানার জন্য ব্যবসায়ের যাবতীয় সম্পত্তি, দায় ও মালিকের মূলধন নিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা Financial Statement বলে।

➪ সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফল হচ্ছে - মূলধন।

➪ চলতি/কার্যকরী মূলধন - প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দৈনন্দিন কার্যাবলি নির্বাহ করার জন্য মূলধনের যে অংশ ব্যয়িত হয় তাকে চলতি মূলধন বলা হয়। যেমন - কেনা, ভাড়া, সুদ প্রভৃতি খরচ প্রদানে ব্যবহৃত মূলধনের অংশ। চলতি সম্পত্তি থেকে চলতি দায় বাদ দিলে চলতি মূলধন পাওয়া যায়।

➪ মালিকানাস্বত্বকে - নিট সম্পত্তিও বলা হয়ে থাকে।

➪ স্থায়ী মূলধন : ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পদসমূহ অর্জনের জন্য যে মূলধন ব্যয় হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন দালানকোঠা, ভূমি, আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বিনিয়োজিত মূলধন।

➪ চলতি বা কার্যকরী মূলধন = চলতি সম্পত্তি (–) চলতি দায়।

➪ **অলীক মূলধন :** অলীক সম্পত্তির বিপরীতে মূলধনের যে অংশ দেখানো হয়। যেমন- প্রাথমিক খরচ ও বাট্টায় শেয়ার ইস্যুসংক্রান্ত ব্যয়।

➪ যে সকল দাবি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ দায় হিসেবে গণ্য হতে পারে সেগুলোকেই সম্ভাব্য দায় বলে। রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী সম্ভাব্য দায়, দায় হিসেবে গণ্য হয়। আর পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী সম্ভাব্য দায়কে উদ্বর্তপত্রের ফুট নোটে দেখাতে হয়। যেমন- বিচারাধীন মামলার দাবিতে জামিন সংক্রান্ত দেনা, চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ দেয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি।

➪ একটি কয়লাখনি হলো - ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ।

➪ বিক্রেতার কাছে মূসক একটি - দায়।

➪ Gross Weight হলো - মোড়কসহ পণ্যের ওজন।

➪ ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের উদ্বৃত্ত স্থানান্তর করতে হয়- লাভ-লোকসান হিসাবে।

➪ মোট সম্পত্তি থেকে মোট দায়ের পার্থক্যকে বলে- নিট সম্পত্তি।

➪ **চূড়ান্ত হিসাব :** একটি নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করে এবং নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার প্রকাশ করে। চূড়ান্ত হিসাব দুভাগে উপস্থাপন করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে : (ক) হিসাব আকারে ও (খ) বিবরণী আকারে

➪ **মালিকানাস্বত্ব :** মালিকানাস্বত্বকে নীট সম্পত্তিও বলা হয়ে থাকে।

✪ **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যসমূহ :**

১. আর্থিক ফলাফল (লাভ-ক্ষতি) নির্ণয়।

২. মালিকেরস্বত্ব বৃদ্ধি এবং হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে প্রদর্শন।

৩. আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন।

৪. নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রদর্শন।

✪ **আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে আর্থিক বিবরণীর অংশ :** আধুনিক হিসাববিজ্ঞানে আর্থিক বিবরণীর অংশ - ৫টি। এই ৫টি অংশ হলো : (১) আয় বিবরণী (২) মালিকানাস্বত্ব বিবরণী/জমাকৃত মুনাফা বিবরণী (৩) উদ্বৃত্তপত্র (৪) নগদ প্রবাহ বিবরণী এবং (৫) আর্থিক বিবরণীর সংযুক্ত নোটস্।

✪ **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের উপাদানসমূহ :**

০১. আয়সমূহ ও ব্যয়সমূহ। ০২. মূলধন, উত্তোলন ও মুনাফা (ক্ষতি)। ০৩. সম্পত্তি, দায় ও মূলধন। ০৪. নগদ (আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ)।

✪ **উদ্বৃত্তপত্রের দুই দিকের যোগফল সমান হওয়ার কারণ [রাবি : ১৯-২০] :** মূলত দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ এবং হিসাব সমীকরণের কারণে উদ্বৃত্তপত্রের দুই দিকের যোগফল সমান হয়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সমপরিমাণ টাকা ডেবিট ও ক্রেডিট করা হয়। উদ্বৃত্তপত্র হলো - সম্পদ, দায় ও মালিকানাস্বত্বের তালিকা। এবং আমরা জানি, সম্পদ = দায় + মালিকানাস্বত্ব। এজন্য উদ্বৃত্তপত্রের দুদিকের যোগফল সমান হয়।

✪ **আর্থিক প্রতিবেদন বা আর্থিক বিবরণী চারটি বৈশিষ্ট্য হলো :**

(১) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করতে হবে।

(২) বিশদ আয় বিবরণী, মালিকানাস্বত্ব বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী নির্দিষ্ট হিসাবকালের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

(৩) উদ্বৃত্তপত্র নির্দিষ্ট দিনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

(৪) আর্থিক প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছকে প্রস্তুত করা হয় এবং প্রস্তুতকারক, নিরীক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

✪ **একধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী :** আয়-ব্যয় উপস্থাপনার জন্য একধাপ বিশিষ্ট বিবরণী ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে নিট ফলাফল (Net Result) বের করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য মোট আয় (Total Revenue) ও মোট ব্যয় (Total Expense) এই দুভাগে ভাগ করা হয়।

১. এক নজরে কারবারের লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে তা যাচাই করার জন্য একধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী তৈরি করা হয়।

২. এই ধরনের বিবরণী বহুধাপ বিশিষ্ট বিবরণী হতে সহজে তৈরি করা যায় এবং সহজে বোধগম্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- **বহুধাপ বিশিষ্ট আয় বিবরণী :** এই বিন্যাস প্রণালি বা Format বহুল ব্যবহৃত। এক্ষেত্রে নিট আয় বা ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য কয়েকটি ধাপ ব্যবহার করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বুঝে ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে আয় ও ব্যয়ের উপাদানগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এ ধরনের বিভক্তির ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১. পরিচালন সংক্রান্ত আয়-ব্যয় (Operating Activities Related Income and Expenditure).

২. অপরিচালন সংক্রান্ত আয়-ব্যয় (Non Operating Activities Related Income & Expenditure).

- **সঞ্চিতি :** প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা ভবিষ্যতের কোনো অনিশ্চিত অসুবিধা দূর করতে যে পরিমাণ অর্থ নিট মুনাফা থেকে আলাদা করে রাখা হয় তাকে সঞ্চিতি বলে। সঞ্চিতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়–

i. **মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতি ও ii. মূলধন জাতীয় সঞ্চিতি।**

- **মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতি -**

ক. সাধারণ সঞ্চিতি ভবিষ্যৎ কোনো আর্থিক অসুবিধা দূর করার জন্য রাখা হয়।

খ. বিশেষ সঞ্চিতি- কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মুনাফা থেকে এ ধরনের সঞ্চিতি রাখা হয়। যেমন, অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি, লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল ইত্যাদি।

গ. গোপন সঞ্চিতি- গোপন সঞ্চিতি অত্যন্ত গোপনে রাখা হয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। উদ্বৃত্তপত্রে কখনও দেখানো হয় না।

- **মূলধন জাতীয় সঞ্চিতি :** যে সব লেনদেন হতে মূলধন জাতীয় লাভ হয় তা হতে মূলধন জাতীয় সঞ্চিতির সৃষ্টি করা হয়। যেমন, বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিক্রয়ের পর বাজেয়াপ্তকরণ হিসাবের উদ্বৃত্ত অর্থ, শেয়ার প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, জমি বিক্রয়ের ফলে অর্জিত লাভ (পুরাতন জমি) ইত্যাদি।

- **গোপন সঞ্চিতি** :ভবিষ্যতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গোপন উপায়ে সঞ্চিতি মুনাফাকে গোপন সঞ্চিতি বলে। এই সঞ্চিতি সরাসরি প্রদর্শিত কোনো সঞ্চিতি নয়, তবে সঞ্চিতির মতো কাজ করে। হিসাবনিকাশের কোনা বই কিংবা আর্থিক বিবরণীতে গোপন সঞ্চিতি প্রদর্শন করা হয় না।

- **গোপন সঞ্চিতি সৃষ্টির উপায়গুলো হলো :**

(১) মূলধনজাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা।

(২) বাস্তবসম্মত অবচয়ের তুলনায় বেশি অবচয় ধার্য করা।

(৩) প্রয়োজনের অতিরিক্ত কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করা।

(৪) সমাপনী মজুদের মূল্য কম দেখানো।

(৫) ব্যবসায়ের সুনাম অপ্রয়োজনীয়ভাবে কমিয়ে দেখানো।

গোপন সঞ্চিতি সৃষ্টি করা হলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা কম বণ্টন করে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় বলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- আর্থিক বিবরণীর গুণগত বৈশিষ্ট্য নয়– **ঐতিহাসিক ব্যয়, গোপনীয়তা, অস্পষ্টতা।**
- IAS 1.8 অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর অংশ– **৫ টি।**
- ব্যয় হতে আয় বেশি হলে– **মুনাফা অর্জন হয়।**
- আয় হতে ব্যয় বেশি হলে– **ক্ষতি সংগঠিত হয়।**
- আয়-ব্যয় সমান হলে– **সমচ্ছেদ বিন্দু (Break-Even Point)** অর্জিত হয়। অর্থাৎ যেখানে কোন প্রকার মুনাফা বা ক্ষতি সংঘটিত হয় না।
- আয় বিবরণীর ধনাত্মক জের/লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট জের নির্দেশ করে– **নিট লাভকে।**
- আয় বিবরণীর ঋণাত্মক জের/লাভ-লোকসান হিসাবের ডেবিট জের নির্দেশ করে– **নিট ক্ষতিকে।**
- আয় বিবরণীর/লাভ-ক্ষতি হিসাবের প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো– **অনেক অনুমান ভিত্তিক হিসাব থাকে (অবচয়, কুঋণ সঞ্চিতি ইত্যাদি)।**
- ১৯১৩ সালের আইন অনুসারে ১৯৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হত– **ফর্ম এফ অনুযায়ী।**
- ১৯৯৪ সাল হতে কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়– **তফসিল-১১ অনুযায়ী।**
- সম্ভাব্য দায়কে উদ্বৃত্তপত্রে ফুটনোট/পাদটীকায় দেখানো হয়– **পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।**
- একটি কয়লাখনি হলো– **ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ।** ▪ বিক্রেতার কাছে মূসক একটি– **দায়।**
- Gross Weight হলো - **মোড়কসহ পণ্যের ওজন।**
- অভ্যন্তরীন সত্তা/দায় হলো– **মূলধন।**
- হিসাববিজ্ঞান ধারণায় সুনাম হলো– **অতিরিক্ত মুনাফা আয়ের ক্ষমতা।**
- একটি প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে তরল সম্পত্তি হলো– **নগদ তহবিল।**
- যে সকল সম্পত্তির বাজার মূল্য বা বিক্রয় যোগ্যতা রয়েছে– **বাস্তব সম্পত্তি।** যেমন : **আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।**
- যে সকল সম্পত্তির কোন বাজার মূল্য বা বিক্রয়যোগ্যতা নেই– **অলীক/ কাল্পনিক/ অবাস্তব/ ভূয়া সম্পত্তি।**
- ক্ষয়িষ্ণু বা প্রাকৃতিক সম্পত্তি হলো– **গ্যাস ফিল্ড, তেল খনি, কয়লার খনি ইত্যাদি।**
- দীর্ঘমেয়াদী দায়ের উদাহরণ– **কোম্পানীর ঋণপত্র বা বন্ড, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, বন্ধকী ঋণ ইত্যাদি।**
- স্বল্পমেয়াদী দায়ের উদাহরণ– **প্রদেয় হিসাব সমূহ/বিবিধ পাওনাদার, প্রদেয় নোট, স্বল্প মেয়াদী ঋণ, প্রদেয় ব্যয়, অনুপার্জিত দেনা ইত্যাদি।**
- সাধারণত দায় বলতে আমরা– **বহির্দায়কেই বুঝি।**
- স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে কারবারের দায়– **দুই প্রকার। যথা : ১. স্থায়ী দায় ও ২. চলতি দায়।**
- যে সকল দায় কারবারকে একটি হিসাব কালের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় সেগুলোকে– **চলতি বা স্বল্পমেয়াদী দায় বলা হয়।**
- কারাবারের সম্পত্তির বিপরীতে মালিকের/শেয়ার হোল্ডারদের/অংশীদারদের দাবীকে বলা হয়– **মালিকানা স্বত্ব বা মালিকের ইক্যুইটি।**
- মালিকের মূলধনকে– **নিট সম্পত্তি বা অন্তর্দায় নামেও ডাকা হয়।**
- কারবারের সম্পত্তি থেকে বহিঃস্থ পক্ষসমূহের দাবি বাদ দিলে যা থাকে তাই– **মালিকের মূলধন/মালিকের দাবি।**
- দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োজিত অর্থ– **স্থায়ী মূলধন।**
- শেয়ার অবহার, প্রাথমিক খরচ, দায়গ্রাহকের কমিশন এবং ঋণপত্রের অবহার– **অলীক বা অবাস্তব সম্পত্তি।**
- সম্ভাব্য দায়কে ফুটনোটে দেখাতে হয়– **পূর্ণ প্রকাশ নীতি অনুযায়ী।**
- মোট সম্পত্তি থেকে মোট দায়ের পার্থক্যকে বলে- **নিট সম্পত্তি।**
- মালিকানাস্বত্বকে– **নিট সম্পত্তিও বলা হয়ে থাকে।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে কমিশন হার কিসের উপর দেওয়া আছে এবং কমিশনপূর্ব নাকি কমিশনপরবর্তী মুনাফা দেওয়া আছে।

(১) যদি কমিশনপূর্ব মুনাফার উপর হার এবং কমিশনপরবর্তী মুনাফা দেওয়া থাকে, তাহলে সূত্রসমূহ :

$$\rightarrow \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} = \text{কমিশন পরবর্তী মুনাফা} \times \frac{১০০}{১০০ - \text{কমিশনপূর্ব হার}}$$

$$\rightarrow \text{কমিশন} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \frac{\text{কমিশনপূর্ব হার}}{১০০ - \text{কমিশনপূর্ব হার}}$$

(২) যদি কমিশনপরবর্তী হার এবং কমিশনপূর্ব মুনাফা দেওয়া থাকে, তাহলে,

$$\rightarrow \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} = \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} \times \frac{১০০}{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}$$

$$\rightarrow \text{কমিশন} = \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} \times \frac{\text{কমিশনপরবর্তী হার}}{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}$$

(৩) যদি কমিশনপরবর্তী মুনাফা এবং কমিশনপরবর্তী হার দেওয়া থাকে, তাহলে,

$$\rightarrow \text{কমিশন} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \text{কমিশনপরবর্তী হার}$$

$$\rightarrow \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \frac{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}{১০০}$$

০১. ব্যবস্থাপক কমিশনপূর্ব মুনাফার উপর ১০% কমিশন পায়। কমিশন পরবর্তী মুনাফা ১৮,০০০ টাকা হলে, কমিশনপূর্ব মুনাফা কত? কমিশন কত?

সমাধান : যেহেতু, কমিশনপূর্ব হার ও কমিশনপরবর্তী মুনাফা দেওয়া আছে,

$$\text{সুতরাং, কমিশনপূর্ব মুনাফা} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \frac{১০০}{১০০ - \text{কমিশনপূর্ব হার}}$$

$$= ১৮,০০০ \times \frac{১০০}{১০০ - ১০} = ২০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{কমিশন} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \frac{\text{কমিশনপূর্ব হার}}{১০০ - \text{কমিশনপূর্ব হার}}$$

$$= ১৮,০০০ \times \frac{১০}{১০০ - ১০} = ২,০০০ \text{ টাকা।}$$

০২. ব্যবস্থাপক কমিশনপরবর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন পায়। কমিশন পূর্ব মুনাফা ৩৩,০০০ টাকা হলে, কমিশনপরবর্তী মুনাফা কত? কমিশন কত?

সমাধান : যেহেতু, কমিশনপরবর্তী হার এবং কমিশনপূর্ব মুনাফা দেওয়া আছে সুতরাং,

$$\text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} = \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} \times \frac{১০০}{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}$$

$$= ৩৩,০০০ \times \frac{১০০}{১০০ + ১০} = ৩৩,০০০ \text{ টাকা।}$$

$$\therefore \text{কমিশন} = \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} \times \frac{\text{কমিশনপরবর্তী হার}}{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}$$

$$= ৩৩,০০০ \times \frac{১০}{১০০ + ১০} = ৩,০০০ \text{ টাকা।}$$

০৩. একটি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা/লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত/ কমিশনপরবর্তী মুনাফা ২০,০০০ টাকা। ব্যবস্থাপক কমিশনপরবর্তী নিট মুনাফার উপর ৫% কমিশন পায়। ব্যবস্থাপকের কমিশন কত? কমিশনপূর্ব মুনাফা কত?

সমাধান : যেহেতু, কমিশনপরবর্তী মুনাফা এবং কমিশনপরবর্তী হার দেওয়া আছে, সুতরাং,

$$\text{কমিশন} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \text{কমিশনপরবর্তী হার} = ২০,০০০ \times ৫\%$$

$$= ১,০০০ \text{ টাকা।}$$

$$\therefore \text{কমিশনপূর্ব মুনাফা} = \text{কমিশনপরবর্তী মুনাফা} \times \frac{১০০ + \text{কমিশনপরবর্তী হার}}{১০০}$$

$$= ২০,০০০ \times \frac{১০০ + ৫}{১০০} = ২১,০০০ \text{ টাকা।}$$

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সমাপনী মজুত পণ্য এক ধরনের-
Ⓐ দায় Ⓑ সম্পত্তি
Ⓒ ব্যয় Ⓓ স্বত্বাধিকার
Ans B

02. সমাপনী মজুতের অন্তর্ভুক্ত ভ্যাট-
Ⓐ বকেয়া ভ্যাট Ⓑ অগ্রিম ভ্যাট
Ⓒ খরচ Ⓓ আয়
Ans B

03. কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উদাহরণ?
Ⓐ প্যাটেন্ট Ⓑ সুনাম
Ⓒ গ্রন্থস্বত্ব Ⓓ সবগুলো
Ans D

04. 'মূলধন' একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য-
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ আয়
Ⓒ অন্তর্দায় Ⓓ বহির্দায়
Ans C

05. 'নিট মুনাফা' একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য-
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ অন্তর্দায়
Ⓒ বহির্দায় Ⓓ দায় নহে
Ans B

06. ইজারা কোন প্রকার সম্পদ?
Ⓐ বাস্তব Ⓑ ক্ষয়িষ্ণু
Ⓒ চলতি Ⓓ স্থায়ী
Ans D

07. কোনটি ঋণপত্র বুঝায়?
Ⓐ শেয়ার Ⓑ উহু
Ⓒ ইক্যুইটি Ⓓ সঞ্চয়
Ans B

08. মুনাফাজাতীয় ব্যয় দ্বারা কী অর্জিত হয়না?
Ⓐ ব্যবসা Ⓑ টাকা
Ⓒ দেনাদার Ⓓ সম্পত্তি
Ans D

09. 'কপি রাইট' কোন ধরনের সম্পদ?
Ⓐ চলতি Ⓑ অলীক
Ⓒ অস্পর্শনীয় Ⓓ স্থায়ী
Ans C

10. আর্থিক বিবরণীতে কয়টি বিবরণী অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ ৩ Ⓑ ৪
Ⓒ ৫ Ⓓ ৬
Ans B

11. সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের উদ্বৃত্ত-
Ⓐ আয় Ⓑ দায় Ⓒ ব্যয় Ⓓ সম্পদ
Ans D

12. নিচের কোনটি অর্থ সংস্থান ব্যয়?
Ⓐ কমিশন Ⓑ সুদ
Ⓒ বেতন Ⓓ বিজ্ঞাপন
Ans B

13. নিচের কোনটি পরোক্ষ খরচ?
Ⓐ আন্তঃপরিবহন Ⓑ নিরীক্ষা খরচ
Ⓒ ডক চার্জ Ⓓ আমদানি শুল্ক
Ans B

14. মূলধনের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা, সাধারন সঞ্চিতি ৩০,০০০ টাকা, ক... ২০,০০০ টাকা এবং বিবিধ পাওনাদার ৪৫,০০০ টাকা হলে বহির্দায়ের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ৪৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৬৫,০০০ টাকা
Ans D

15. ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ দায় কোনটি?
Ⓐ বকেয়া ঋণের সুদ Ⓑ প্রদেয় হিসাব
Ⓒ ব্যাংক ঋণ Ⓓ মূলধন
Ans D

16. প্রতি সপ্তাহে ৫০০ টাকা উত্তোলন করলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ হবে?
Ⓐ ২৭৫ টাকা Ⓑ ৩০০ টাকা
Ⓒ ১৩০০ টাকা Ⓓ ২৬০০ টাকা
Ans C

CamScanner

Part 3 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে কমিশন হার কিসের উপর দেওয়া আছে এবং কমিশনপূর্ব নাকি কমিশনপরবর্তী মুনাফা দেওয়া আছে।

(১) যদি কমিশনপূর্ব মুনাফার উপর হার এবং কমিশনপরবর্তী মুনাফা দেওয়া থাকে, তাহলে সূত্রসমূহ :

➡ কমিশনপূর্ব মুনাফা = কমিশন পরবর্তী মুনাফা × $\frac{১০০}{১০০ - কমিশনপূর্ব\ হার}$

➡ কমিশন = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × $\frac{কমিশনপূর্ব\ হার}{১০০ - কমিশনপূর্ব\ হার}$

(২) যদি কমিশনপরবর্তী হার এবং কমিশনপূর্ব মুনাফা দেওয়া থাকে, তাহলে,

➡ কমিশনপরবর্তী মুনাফা = কমিশনপূর্ব মুনাফা × $\frac{১০০}{১০০ + কমিশনপরবর্তী\ হার}$

➡ কমিশন = কমিশনপূর্ব মুনাফা × $\frac{কমিশনপরবর্তী\ হার}{১০০ + কমিশনপরবর্তী\ হার}$

(৩) যদি কমিশনপরবর্তী মুনাফা এবং কমিশনপরবর্তী হার দেওয়া থাকে, তাহলে,

➡ কমিশন = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × কমিশনপরবর্তী হার

➡ কমিশনপূর্ব মুনাফা = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × $\frac{১০০ + কমিশনপরবর্তী\ হার}{১০০}$

০১. ব্যবস্থাপক কমিশনপূর্ব মুনাফার উপর ১০% কমিশন পায়। কমিশন পরবর্তী মুনাফা ১৮,০০০ টাকা হলে, কমিশনপূর্ব মুনাফা কত? কমিশন কত?

সমাধান : যেহেতু, কমিশনপূর্ব হার ও কমিশনপরবর্তী মুনাফা দেওয়া আছে,

সুতরাং, কমিশনপূর্ব মুনাফা = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × $\frac{১০০}{১০০ - কমিশনপূর্ব\ হার}$

$= ১৮,০০০ \times \frac{১০০}{১০০ - ১০} = ২০,০০০$ টাকা

∴ কমিশন = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × $\frac{কমিশনপূর্ব\ হার}{১০০ - কমিশনপূর্ব\ হার}$

$= ১৮,০০০ \times \frac{১০}{১০০ - ১০} = ২,০০০$ টাকা।

০২. ব্যবস্থাপক কমিশনপরবর্তী মুনাফার উপর ১০% কমিশন পায়। কমিশ... মুনাফা ৩৩,০০০ টাকা হলে, কমিশনপরবর্তী মুনাফা কত? কমিশন কত?

সমাধান : যেহেতু, কমিশনপরবর্তী হার এবং কমিশনপূর্ব মুনাফা দেওয়া আ...

সুতরাং,

কমিশনপরবর্তী মুনাফা = কমিশনপূর্ব মুনাফা × $\frac{১০০}{১০০ + কমিশনপরবর্তী ...}$

$= ৩৩,০০০ \times \frac{১০০}{১০০ + ১০} = ৩৩,০০০$ টাকা।

∴ কমিশন = কমিশনপূর্ব মুনাফা × $\frac{কমিশনপরবর্তী\ হার}{১০০ + কমিশনপরবর্তী\ হার}$

$= ৩৩,০০০ \times \frac{১০}{১০০ + ১০} = ৩,০০০$ টাকা।

০৩. একটি ব্যবসায়ের নিট মুনাফা/লাভ-ক্ষতি হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত/ কমিশনপূ... মুনাফা ২০,০০০ টাকা। ব্যবস্থাপক কমিশনপরবর্তী নিট মুনাফার উপর ... কমিশন পায়। ব্যবস্থাপকের কমিশন কত? কমিশনপূর্ব মুনাফা কত?

সমাধান : যেহেতু, কমিশনপরবর্তী মুনাফা এবং কমিশনপরবর্তী হার দেও... আছে, সুতরাং,

কমিশন = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × কমিশনপরবর্তী হার = ২০,০০০ × ৫% = ১,০০০ টাকা।

∴ কমিশনপূর্ব মুনাফা = কমিশনপরবর্তী মুনাফা × $\frac{১০০ + কমিশনপরবর্তী ...}{১০০}$

$= ২০,০০০ \times \frac{১০০ + ৫}{১০০} = ২১,০০০$ টাকা।

Part 5 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সমাপনী মজুত পণ্য এক ধরনের-
Ⓐ দায় Ⓑ সম্পত্তি Ⓒ ব্যয় Ⓓ স্বত্বাধিকার **Ans B**

02. সমাপনী মজুতের অন্তর্ভুক্ত ভ্যাট-
Ⓐ বকেয়া ভ্যাট Ⓑ অগ্রিম ভ্যাট Ⓒ খরচ Ⓓ আয় **Ans B**

03. কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তির উদাহরণ?
Ⓐ প্যাটেন্ট Ⓑ সুনাম Ⓒ গ্রন্থস্বত্ব Ⓓ সবগুলো **Ans D**

04. 'মূলধন' একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য-
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ আয় Ⓒ অন্তঃদায় Ⓓ বহির্দায় **Ans C**

05. 'নিট মুনাফা' একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য-
Ⓐ সম্পত্তি Ⓑ অন্তঃদায় Ⓒ বহির্দায় Ⓓ দায় নহে **Ans B**

06. ইজারা কোন প্রকার সম্পদ?
Ⓐ বাস্তব Ⓑ ক্ষয়িষ্ণু Ⓒ চলতি Ⓓ স্থায়ী **Ans D**

07. কোনটি ঋণপত্র বুঝায়?
Ⓐ শেয়ার Ⓑ উহু Ⓒ ইক্যুইটি Ⓓ সঞ্চয় **Ans B**

08. মুনাফাজাতীয় ব্যয় দ্বারা কী অর্জিত হয়না?
Ⓐ ব্যবসা Ⓑ টাকা Ⓒ দেনাদার Ⓓ সম্পত্তি **Ans D**

09. 'কপি রাইট' কোন ধরনের সম্পদ?
Ⓐ চলতি Ⓑ অলীক Ⓒ অস্পর্শনীয় Ⓓ স্থায়ী **Ans C**

10. আর্থিক বিবরণীতে কয়টি বিবরণী অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ ৩ Ⓑ ৪ Ⓒ ৫ Ⓓ ৬ **Ans B**

11. সমাপনী প্রাপ্য হিসাবের উদ্বৃত্ত-
Ⓐ আয় Ⓑ দায় Ⓒ ব্যয় Ⓓ সম্পদ **Ans D**

12. নিচের কোনটি অর্থ সংস্থান ব্যয়?
Ⓐ কমিশন Ⓑ সুদ Ⓒ বেতন Ⓓ বিজ্ঞাপন **Ans B**

13. নিচের কোনটি পরোক্ষ খরচ ?
Ⓐ আন্তঃপরিবহন Ⓑ নিরীক্ষা খরচ Ⓒ ডক চার্জ Ⓓ আমদানি শুল্ক **Ans B**

14. মূলধনের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা, সাধারন সঞ্চিতি ৩০,০০০ টাকা, ... ২০,০০০ টাকা এবং বিবিধ পাওনাদার ৪৫,০০০ টাকা হলে বহির্দায়ের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ৪৫,০০০ টাকা Ⓒ ৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৬৫,০০০ টাকা **Ans D**

15. ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ দায় কোনটি ?
Ⓐ বকেয়া ঋণের সুদ Ⓑ প্রদেয় হিসাব Ⓒ ব্যাংক ঋণ Ⓓ মূলধন **Ans D**

16. প্রতি সপ্তাহে ৫০০ টাকা উত্তোলন করলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ হবে?
Ⓐ ২৭৫ টাকা Ⓑ ৩০০ টাকা Ⓒ ১৩০০ টাকা Ⓓ ২৬০০ টাকা **Ans C**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায় ১০

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **একতরফা দাখিলা পদ্ধতি :** যে হিসাব ব্যবস্থায় দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণ না করে অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ করা হয় তাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে কোনো লেনদেনের দুই পক্ষ, কোনো লেনদেনের এক পক্ষ হিসাবভুক্ত হয়; আবার কোনো লেনদেন হিসাব-নিকাশের বইতে একেবারেই লিপিবদ্ধ করা হয় না।
- **একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**
  - একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং নগদান হিসাব সংরক্ষণ করা হয় কিন্তু অন্য কোনো সম্পত্তির হিসাব কিংবা নামিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না।
  - লাভ ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য একটি লাভ-ক্ষতির বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। যা দুটি পদ্ধতিতে তৈরি করা হয় যথা- ১. হিসাব আকারে ২. তালিকা আকারে।
  - পদ্ধতিতেই হিসাবকালের প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধনের তুলনা করে লাভ-বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।
- যে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি কোনো বিশেষ নীতি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত নয় কিংবা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে না, তাকে– **একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বলে।**
- একতরফা হিসাব পদ্ধতি এক বা একাধিক হিসাব পদ্ধতির সংমিশ্রণ সম্বলিত এক অপরিপক্ব, অবৈজ্ঞানিক, মনগড়া, দুর্বল, নীতি বহির্ভূত, অসম্পূর্ণ এবং কোনো অবস্থায় নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি নয়।
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেনদেনের একটি পক্ষকে হিসাবভুক্ত করা হয় আবার কখনও কখনও কোনো কোনো লেনদেনের দুটি পক্ষকে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে।
- সাধারণত ছোট খাট– **একমালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে** একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয়ে থাকে।
- **একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান বিবরণী :** লাভ-লোকসান বিবরণীর বাম দিকে প্রারম্ভিক মূলধন, অতিরিক্ত মূলধন এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় যেমন- মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, কু-ঋণ, কু-ঋণ সঞ্চিতি, সম্পত্তির অবচয় প্রভৃতি লিখতে হয়। লাভ-লোকসান বিবরণী ডান পাশে সমাপনী মূলধন, উত্তোলন (নগদ ও পণ্য), উত্তোলনের ওপর সুদ ইত্যাদি লিখতে হয়।
- **উদ্বৃত্তপত্র ও বৈষয়িক বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য :** উদ্বৃত্তপত্র এবং বৈষয়িক বিবৃতি উভয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের বিবরণী মাত্র। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি মনগড়া এবং অপূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা হওয়ায় বৈষয়িক বিবৃতি কারবারের সঠিক আর্থিক চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।
- **একনজরে একতরফা দাখিলা নির্ণয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :**
  - চলতি সম্পত্তি ও চলতি দায়ের ক্ষেত্রে কোনো চলতি সম্পত্তি বা কোনো চলতি দায়ের প্রারম্ভিক কিংবা সমাপনী জের দেওয়া না থাকলে ধরে নিতে হবে (সমন্বয়ে উক্ত সম্পত্তি ও দায় সম্পর্কে কিছু বলা না থাকলে) সেখানে ঐ চলতি সম্পত্তি অথবা চলতি দায়ের কোনো জের নাই বা শূন্য।
  - অন্যদিকে স্থায়ী দায় ও দীর্ঘমেয়াদি দায়ের ক্ষেত্রে যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি বা কোনো দীর্ঘমেয়াদি দায়ের প্রারম্ভিক জের দেওয়া থাকে কিন্তু সমাপনী জের দেওয়া না থাকে তবে ধরে নিতে হবে সমাপনীতে সমপরিমাণ জের থাকবে।
  - যদি উক্ত সম্পত্তি ও দায়ের প্রারম্ভিক জের না থাকে কিন্তু সমাপনী জের থাকে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে প্রারম্ভিক জের নাই বা শূন্য।
- **সমন্বয়ে যদি :**
  - কোনো নতুন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় থাকে তাহলে তা সমাপনী সম্পত্তি হিসাবে দেখাতে হবে।
  - অন্যদিকে পুরাতন কোনো স্থায়ী সম্পত্তির অংশবিশেষ বিক্রয় করা হলে তা উক্ত সম্পত্তির প্রারম্ভিক জের থেকে বিক্রয়কৃত অংশের বহিঃমূল্য/ক্রয় মূল্য বাদ দিয়ে সমাপনী জের দেখাতে হবে।
  - দীর্ঘমেয়াদি দায়ের ক্ষেত্রে যদি (ঋণ) এর কোনো ঋণের অংশবিশেষ বছরের কোনো সময় পরিশোধ করা হলে সে ক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধিত ঋণের অংশ ঋণের প্রারম্ভিক জের থেকে বাদ দিয়ে সমাপনীতে দেখাতে হবে।
- **অতিরিক্ত মূলধন :**
  - মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারে নগদ অর্থ প্রদান করলে
  - মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারে নগদ অর্থ প্রদান করলে কিংবা কারবারে কোনো সম্পত্তি ক্রয়ে ব্যবহার করলে।
  - ব্যক্তিগত ব্যবহৃত কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করে তার সমুদয় কিংবা আংশিক অর্থ কারবারে প্রদান করলে কিংবা কারবারে কোনো সম্পত্তি ক্রয়ে ব্যবহার করলে। অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে ধরতে হবে।
  - ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কারবারের কোনো খরচ পরিশোধ করলে তা অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে ধরতে হবে।
  - অতিরিক্ত মূলধন ও লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে বসবে।
- একতরফা দাখিলায় মূলধন হচ্ছে কারবারের নিট সম্পদের পরিমাণ। একটি নির্দিষ্ট তারিখে কারবারের দায় মেটানোর পর যে নিট সম্পদ বিদ্যমান থাকে–, **তাকে মূলধন বলে।**
- **বকেয়া খরচাবলি :** (যা সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে) তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম দিকে বসবে।
- **কু-ঋণ সঞ্চিতি :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে) সমন্বয়ে কু-ঋণ থাকলে সে ক্ষেত্রে দেনাদার থেকে কু-ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দেনাদারের উপর কু-ঋণ সঞ্চিতি নির্ণয় করতে হবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

◈ **দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডেবিট পাশে বসবে। (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে) তবে দেনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি নির্ণয় করার সময় সমন্বয়ে কু-ঋণ সঞ্চিতি থাকলে তা দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট দেনাদারের উপর নির্ণয় করতে হবে।

➡ কু-ঋণ সঞ্চিতি ও বাট্টা সঞ্চিতি উভয়ই দেনাদারের সমাপনী জেরের উপর নির্ণয় করতে হবে।

➡ সমাপনী জেরের উপর প্রাপ্য বিলের বাট্টা সঞ্চিতি নির্ণয় করতে হবে।

➡ অগ্রিম আয় লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে বসবে। (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)

◈ **অবচয় :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)। তবে প্রারম্ভিক সম্পত্তির উপর সারা বছরের এবং নতুন ক্রীত সম্পত্তি থাকলে সেক্ষেত্রে ক্রীত তারিখ থেকে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত অবচয় ধরতে হবে। তবে ক্রয়ের তারিখ দেওয়া না থাকলে সেক্ষেত্রে নতুন ক্রীত সম্পত্তির উপর ৬ মাসের এবং প্রারম্ভিক সম্পত্তির উপর সারা বছরের অবচয় ধরতে হয়।

◈ **বিবিধ ক্ষতি :** অনেক সময় নগদ টাকা চুরি হয়। এ ধরনের চুরি বিবিধ ক্ষতি নামে লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে বসবে।

○ **আয় বকেয়া :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)।

○ **অগ্রিম খরচ :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)।

○ **প্রদেয় বিলের বাট্টা সঞ্চিতি :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে) সমাপনী জেরের উপর নির্ণয় করতে হবে।

○ **পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)। তবে সমাপনী জেরের উপর নির্ণয় করতে হবে।

○ **অব্যবহৃত মনিহারি :** লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে।

○ **বিশুদ্ধ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তিবাচক হিসাব রাখা হয়। কিন্তু নামিক ও সম্পত্তিবাচক হিসাব রাখা হয় না।**

○ **উপ-একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে :** i. ব্যক্তিবাচক হিসাব ii. নগদান হিসাব iii. কিছু সহকারী বহি রাখা হয়।

○ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ছোটো খাটো ব্যবসায়ীরা তাদের খেয়ালখুশি মত এক বা একাধিক হিসাবের বই রেখে থাকে। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত বইগুলো রাখতে দেখা যায়। যেমন : i. ক্রয় বই ii. ক্রয়- ফেরত বই iii. বিক্রয় বই iv. বিক্রয় ফেরত বই v. নগদান বই vi. পাওনাদার খতিয়ান বই vii. দেনাদার খতিয়ান বই viii. প্রাপ্য বিল বই ix. প্রদেয় বিল বই।

○ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে মালিক স্বয়ং কারবারের হিসাবরক্ষণ করেন বলে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ও **আর্থিক লেনদেনের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।**

✪ **উত্তোলন :** মালিক যদি কারবার থেকে নগদ টাকা, কিংবা কারবার থেকে পণ্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য নেয় কিংবা কারবারের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের তহবিলে জমা করেন তাকে উত্তোলন বলে। তবে উত্তোলিত টাকা যদি আবার কারবারের কোনো সম্পত্তি ক্রয় করে ব্যবহার করে তবে তা উত্তোলন থেকে বাদ দিতে হবে।

✪ **মূলধনের সুদ :** মূলধনের সুদ লাভ-ক্ষতি বিবরণীর বাম পাশে বসবে। তবে মূলধনের সুদ নির্ণয় করার সময় প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সারা বছরের সুদ ধরতে হবে। অন্যদিকে অতিরিক্ত মূলধন কারবার প্রদানের তারিখ দেওয়া থাকলে সে তারিখ থেকে বছরের শেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ ধরতে হবে। তবে অতিরিক্ত মূলধন প্রদানের তারিখ না থাকলে অতিরিক্ত মূলধনের সুদ ধরতে হবে (৬ মাসের)।

✪ **উত্তোলনের সুদ :** সমন্বয়ে যদি উত্তোলনের সুদ ধরতে বলে সেক্ষেত্রে শুধু নগদ উত্তোলনের সুদ ধরতে হবে। সাধারণত পণ্য উত্তোলনের উপর সুদ ধরতে হয় না। মনে রাখতে হবে উত্তোলনের কোনো সু-নির্দিষ্ট তারিখ না থাকলে সাধারণত ৬ মাসের সুদ ধরতে হবে। উত্তোলনের সুদ লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান দিকে বসবে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- যে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি কোনো বিশেষ নীতি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত নয় কিংবা দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে না, তাকে– **একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বলে।**
- এক বা একাধিক হিসাব পদ্ধতির সংমিশ্রণ সম্বলিত এক অপরিপক্ব, অবৈজ্ঞানিক, মনগড়া, দুর্বল, নীতি বহির্ভূত, অসম্পূর্ণ এবং কোনো অবস্থায় নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি নয়– **একতরফা হিসাব পদ্ধতি।**
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেনদেনের একটি পক্ষকে হিসাবভুক্ত করা হয় আবার কখনও কখনও কোনো কোনো লেনদেনের দুটি পক্ষকে হিসাবভুক্ত করা হয়ে থাকে।
- সাধারণত ছোট খাটো একমালিকানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে– **একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয়ে থাকে।**
- একতরফা হিসাব ব্যবস্থায় লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়– **প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধনের মধ্যে তুলনা করে।**
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না– **নামিক হিসাবসমূহ।**
- সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন + মূলধনের সুদ + নিট লাভ – উত্তোলন – উত্তোলনের সুদ – নিট ক্ষতি।
- প্রারম্ভিক মূলধন = সমাপনী মূলধন + উত্তোলন + উত্তোলনের সুদ + নিট ক্ষতি – অতিরিক্ত মূলধন – মূলধনের সুদ – নিট লাভ।
- লাভ = সমাপনী মূলধন + উত্তোলন + উত্তোলনের সুদ – প্রারম্ভিক মূলধন – অতিরিক্ত মূলধন – মূলধনের সুদ (এর মান ঋণাত্মক হলে তা ক্ষতি বোঝাবে।)
- আয় বকেয়া : লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)।
- অগ্রিম খরচ : লাভ-ক্ষতি বিবরণীর ডান পাশে বসবে (সমন্বয়ে দেওয়া থাকবে)।
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো– **একতরফা, দুতরফা এবং বেদাখিলা (কোনো দাখিলা নাই) এর সংমিশ্রণ।**
- একতরফা দাখিলা হিসাব ব্যবস্থা– **একটি অপূর্ণাঙ্গ ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।**
- বিশুদ্ধ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তিবাচক হিসাব রাখা হয় কিন্তু নামিক ও সম্পত্তিবাচক হিসাব রাখা হয় না।
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখা হয়– **ব্যক্তিবাচক হিসাবের।**
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়– **রেওয়ামিল।**
- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না– **একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে।**
- আইনি প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের গ্রহণযোগ্যতা নেই– **একতরফা দাখিলা পদ্ধতির।**
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রয়োগ অসম্ভব– **যৌথ মূলধনী কোম্পানি, ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির মত প্রতিষ্ঠানে।**
- বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়– **নির্দিষ্ট দিন, তারিখ বা সময় বিন্দুতে।**
- একতরফা দাখিলায় বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো– **আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন।**
- হিসাবের ভুল ও জালিয়াতি রোধ কষ্ট সাধ্য– **একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে।**
- একতরফা দাখিলা পদ্ধতির মৌলিক বই– **নগদান বই।**
- জবাবদিহিতা সৃষ্টি সম্ভব হয় না– **একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে।**

CamScanner

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতি নির্ণয়:

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	***	সমাপনী মূলধন	***
অতিরিক্ত মূলধন	***	উত্তোলন/পণ্য	***
মূলধনের সুদ	***	উত্তোলন/লভ্যাংশ	***
নিট লাভ (যদি হয়)	***	উত্তোলনের সুদ	***
		নিট ক্ষতি (যদি হয়)	
	***		***

সূত্র :

→ প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক সম্পত্তিসমূহ (–) প্রারম্ভিক দায়সমূহ।

→ সমাপনী মূলধন = সমাপনী সম্পত্তিসমূহ (–) সমাপনী দায়সমূহ।

→ প্রারম্ভিক মূলধন = সমাপনী মূলধন (+) উত্তোলন (+) নিট ক্ষতি (–) অতিরিক্ত মূলধন (–) মূলধনের সুদ (–) নিট লাভ।

→ সমাপনী মূলধন = প্রারম্ভিক মূলধন (+) অতিরিক্ত মূলধন (+) মূলধনের সুদ (+) নিট লাভ (–)উত্তোলন (–) উত্তোলনের সুদ (–) নিট ক্ষতি

→ লাভ/মুনাফা = সমাপনী মূলধন (+) উত্তোলন (+) উত্তোলনের সুদ (–) প্রারম্ভিক মূলধন (–) অতিরিক্ত মূলধন (–) মূলধনের সুদ।

→ মুনাফা বা লাভ = সমাপনী মূলধন – প্রারম্ভিক মূলধন।

→ ক্ষতি = প্রারম্ভিক মূলধন (+) অতিরিক্ত মূলধন (+) মূলধনের সুদ (–) সমাপনী মূলধন (–) উত্তোলন (–) উত্তোলনের সুদ।

→ ক্ষতি = প্রারম্ভিক মূলধন – সমাপনী মূলধন।

গাণিতিক উদাহরণ :

০১. একজন ব্যবসায়ী ১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে সম্পত্তি ছিল ৳ ৫,০০০ ও দায় ছিল ৳ ২,৫০০ এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সম্পত্তি ছিল ৳ ৬,৫০০ ও দায় ছিল ৳ ১,৭০০। ঐ বছর তার মুনাফার পরিমাণ ছিলকত?

সমাধান : সম্পদ বাড়লে এবং দায় কমলে মুনাফা বাড়ে।

এখানে, সম্পদ বেড়েছে = (৬,৫০০ – ৫,০০০) = ১,৫০০ টাকা।

দায় কমেছে = (২,৫০০ – ১,৭০০) = ৮০০ টাকা।

সুতরাং মুনাফা = (১,৫০০ + ৮০০) = ২,৩০০ টাকা।

০২. মালিকের মূলধনের সমাপ্ত জের ২১,০০০ টাকা। ঐ বছর মালিক ব্যবসায়ে ৬,০০০ টাকা প্রদান করে এবং ৪,০০০ টাকা উত্তোলন করে। বৎসরের নিট আয় ৮,০০০ টাকা হলে, মালিকের প্রারম্ভিক মূলধন ছিল কত?

সমাধান : আমরা জানি, নিট আয় = সমাপনী মূলধন + উত্তোলন – প্রারম্ভিক মূলধন – অতিরিক্ত মূলধন

অতএব, প্রারম্ভিক মূলধন = (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন – অতিরিক্ত মূলধন – নিট আয়)

= (২১,০০০ + ৪,০০০ – ৬,০০০ – ৮,০০০)

= (২৫,০০০ – ১৪,০০০) = ১১,০০০ টাকা।

০৩. এক ব্যবসায়ী অসম্পূর্ণ হিসাব রাখে, ১৯৯৫ সনের শুরুতে তার মূলধন ছিল ৫৬,০০০ টাকা। ১৯৯৫ সনের শেষে তার মূলধন হিসাবে জের দাঁড়ায় ১,২০,০০০ টাকা। ঐ বছরে ব্যবসায়ী ব্যবসায় ৩০,০০০ টাকার একটি যন্ত্র সরবরাহ করে এবং ১৪,০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য নিজের ব্যবহারের জন্য ব্যবসা হতে উত্তোলন করে। ১৯৯৫ সনে কত টাকা মুনাফা বা ক্ষতি হয়েছে?

সমাধান : লাভ = (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন) – (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন)

= (১,২০,০০০ + ১৪,০০০) – (৫৬,০০০ + ৩০,০০০)

= (১,৩৪,০০০ – ৮৬,০০০) = ৪৮,০০০ টাকা।

অনুশীলনের জন্য :

০১. একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাবকালের প্রারম্ভে মোট সম্পদের পরিমাণ ১২,০০,০০০ টাকা, সমাপনী দিনে দায়ের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা বেড়ে মোট ৯,০০,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সমাপ্তি দিনে মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ হলো ৮,০০,০০০ টাকা। যদি ব্যবসায়টি উক্ত হিসাবকালে ২,০০,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করে থাকে এবং মালিক নতুন করে ১,৭৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে উক্ত হিসাবকালে মালিক কর্তৃক উত্তোলনের পরিমাণ কত? [ঢাবি : ১১-১২]

সমাধান : জানা আছে, একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে, প্রারম্ভিক মূলধন = সমাপনী মূলধন + উত্তোলন – অতিরিক্ত মূলধন – নিট লাভ

বা, উত্তোলন = (প্রারম্ভিক মূলধন + নিট লাভ + অতিরিক্ত মূলধন – সমাপনী মূলধন)

= (৫,০০,০০০ + ২,০০,০০০ + ১,৭৫,০০০ – ৮,০০,০০০) = ৭৫,০০০ টাকা

এখানে, প্রারম্ভিক মূলধন = ১২,০০,০০০ – (৯,০০,০০০ – ২,০০,০০০)
= ৫,০০,০০০ টাকা।

নিট লাভ = অর্জিত মুনাফা = ২,০০,০০০ টাকা।

এবং অতিরিক্ত মূলধন = নতুন বিনিয়োগ = ১,৭৫,০০০ টাকা

সমাপনী মূলধন = সমাপ্তি দিনে মালিকানা স্বত্ব = ৮,০০,০০০ টাকা

০২. বিবিধ দেনাদার হিসাবে প্রারম্ভিক জের ১২,০০০ টাকা, ধারে বিক্রয় ১২০,০০০ টাকা, বিক্রয় ফেরত ৬,০০০ টাকা, নগদ প্রাপ্তি ৮০,০০০ টাকা, অনাদায়ি দেনা ৬,৫০০ টাকা, সমাপনী জের এর পরিমাণ কত? [চবি : ০৮-০৯]

সমাধান : সমাপনী দেনাদার নির্ণয়ের সূত্র হলো- সমাপনী দেনাদার = (ধারে বিক্রয় + প্রারম্ভিক দেনাদার + অমর্যাদাকৃত বিল) – (নগদ প্রাপ্তি + বিলপ্রাপ্তি + আন্তঃফেরত + মঞ্জুরীকৃত বাট্টা + কু-ঋণ/অনাদায়ী দেনা)

∴ সমাপনী দেনাদার = (১,২০,০০০ + ১২,০০০) – (৮০,০০০ + ৬,০০০ + ৬,৫০০) = (১,৩২,০০০ – ৯২,৫০০) = ৩৯,৫০০ টাকা।

০৩. মি. অজয় সাহেব ১,২০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তার সমাপনী মূলধন ২,০০,০০০ টাকা। বছরের মাঝামাঝি তিনি ৮০০০ টাকা উত্তোলন করেন এবং ১২,০০০ টাকার একটি ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য আনয়ন করে। তার লাভ বা ক্ষতি কত?

সমাধান ঃ আমরা জানি, লাভ = (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন – প্রারম্ভিক মূলধন – অতিরিক্ত মূলধন)

= (২,০০,০০০ + ৮,০০০ – ১,২০,০০০ – ১২,০০০)

= ৭৬,০০০ টাকা

CS CamScanner

০৪. একটি ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ২০০২ সালের প্রারম্ভিক মূলধন ছিল ২,২০,০০০ টাকা। সমাপনী মূলধন ১,৪০,০০০ টাকা, বছরের মাঝখানে অতিরিক্ত মূলধন আনা হয়েছে ৩০,০০০ টাকা, উত্তোলন ১৫,০০০ টাকা, উক্ত বছরের লাভ বা ক্ষতি হয়েছে কত? [ঢাবি : ০২-০৩; ৭ কলেজ : ১৯-২০]

সমাধান : একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষতি = (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন) – (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন)

= (২,২০,০০০ + ৩০,০০০) – (১,৪০,০০০ + ১৫,০০০) টাকা

= (২,৫০,০০০ – ১,৫৫,০০০) = ৯৫,০০০ টাকা।

০৫. একটি ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট উপাত্ত প্রদত্ত হল : নগদ ৩,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ২,৫০০ টাকা, পাওনাদারবৃন্দ ৪,৫০০ টাকা, নিট আয় ৮,০০০ টাকা এবং বেতন খরচ ২,০০০ টাকা। উপরোক্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ব্যবসায়টির মোট দায়ের পরিমাণ কত? [ঢাবি : ০২-০৩]

সমাধান : উক্ত ব্যবসায়ের প্রদত্ত উপাত্ত হতে মোট দায়ের পরিমাণ,

= (প্রদেয় বিল + পাওনাদারবৃন্দ) = (২,৫০০ + ৪,৫০০)

= ৭,০০০ টাকা।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. একতরফা দাখিলায় কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না?
Ⓐ ব্যক্তি Ⓑ নামিক
Ⓒ সম্পত্তি Ⓓ A + C **Ans B**

02. কোন মূলধনের উপর সুদ ধরা হয়?
Ⓐ বিনিয়োজিত মূলধন Ⓑ সমাপনী মূলধন
Ⓒ প্রারম্ভিক মূলধন Ⓓ কার্যকরী মূলধন **Ans C**

03. ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি জনপ্রিয় কেন?
Ⓐ সহজ সরল পদ্ধতি Ⓑ জটিল পদ্ধতি
Ⓒ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি Ⓓ আধুনিক পদ্ধতি **Ans A**

04. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নিচের কোনটি প্রস্তুত করা হয় না।
Ⓐ মূলধন নির্ণয় বিবরণী Ⓑ লাভ–লোকসান বিবরণী
Ⓒ উদ্বৃত্তপত্র Ⓓ বিষয় বিবরণী **Ans C**

05. কোনটির বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ের মূলধন বাড়বে?
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয়
Ⓒ উত্তোলনের সুদ Ⓓ উত্তোলন **Ans A**

06. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ভুল ও জালিয়াতি রোধ করা–
Ⓐ সহজ হয় Ⓑ কষ্টসাধ্য
Ⓒ কোনো ব্যাপার নয় Ⓓ A + C **Ans B**

07. আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তোলন কোন জাতীয় হিসাব?
Ⓐ সম্পদ Ⓑ মালিকানাস্বত্ব
Ⓒ ব্যয় Ⓓ আয় **Ans B**

08. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন কোন হিসাব সংরক্ষণ করা হয় ?
Ⓐ নামিক হিসাব Ⓑ নগদান ও ব্যক্তিবাচক হিসাব
Ⓒ নামিক ও সম্পত্তিবাচক হিসাব Ⓓ সম্পত্তি হিসাব **Ans B**

09. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কীভাবে লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ করা হয়?
Ⓐ লাভ-ক্ষতি বিবরণীর মাধ্যমে
Ⓑ মালিকানাস্বত্ব বিবরণীর মাধ্যমে
Ⓒ বৈষয়িক বিবরণীর মাধ্যমে
Ⓓ লাভ-লোকসান আবণ্টন বিবরণীয় মাধ্যমে **Ans A**

10. সনি ট্রেডার্সের প্রারম্ভিক কলকজার পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা বছরের মাঝামাঝি সময়ে আরও ২৫,০০০ টাকার কলকজা ক্রয় করা হয়। সমাপনী মূলধন নির্ণয়ে কলকজার পরিমাণ কত হবে?
Ⓐ ৯৫,০০০ টাকা Ⓑ ৭০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ২৫,০০০ টাকা **Ans D**

11. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয় কীসের ভিত্তিতে?
Ⓐ আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে Ⓑ মূলধনের ভিত্তিতে
Ⓒ সম্পত্তির ভিত্তিতে Ⓓ দায়ের ভিত্তিতে **Ans B**

12. একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সর্বাধিক প্রয়োগক্ষেত্র নিচের কোনটি?
Ⓐ অংশীদারি ব্যবসায় Ⓑ সমবায় ব্যবসায়
Ⓒ একমালিকানা ব্যবসায় Ⓓ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় **Ans C**

13. মালিক ব্যবসায় হতে প্রত্যেক মাসে নগদ ১,০০০ টাকা এবং বছরে মোট ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করে থাকলে ১০% হারে উত্তোলনের সুদ কত?
Ⓐ ৫৫০ টাকা Ⓑ ৬০০ টাকা
Ⓒ ৬৫০ টাকা Ⓓ ১,২০০ টাকা **Ans B**

14. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে নিচের কোনটিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না?
Ⓐ নামিক হিসাব Ⓑ সম্পত্তিবাচক হিসাব
Ⓒ ব্যক্তিবাচক হিসাব Ⓓ মূলধন হিসাব **Ans A**

15. জনাব করিমের দায় ছিল ২০,০০০ টাকা এবং মালিকানাস্বত্ব ছিল ৩০,০০০ টাকা। তার সম্পত্তি ছিল কত?
Ⓐ ১০,০০০ টাকা Ⓑ ২০,০০০ টাকা
Ⓒ ৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৫০,০০০ টাকা **Ans D**

16. যদি রেওয়ামিলে ১৫% বিনিয়োগ (৩১-০৩-২০১৬) ৫০,০০০ টাকা, বিনিয়োগের সুদ ১,৫০০ টাকা দেওয়া থাকে তাহলে মোট বিনিয়োগের সুদের পরিমাণ কত হবে?
Ⓐ ১,৫০০ Ⓑ ৪,১২৫
Ⓒ ৫,৬২৫ Ⓓ ৭,১২৫ **Ans C**

17. একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
Ⓐ প্রারম্ভিক মূলধন - সমাপনী মূলধন
Ⓑ (প্রারম্ভিক মূলধন + উত্তোলন) - সমাপনী মূলধন
Ⓒ (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন) - (প্রারম্ভিক মূলধন + মূলধনের সুদ)
Ⓓ (প্রারম্ভিক মূলধন + উত্তোলন) - (সমাপনী মূলধন + পরিচালন ব্যয়) **Ans C**

18. ব্যবসায়ের মূলধন জাতীয় উৎপাদনসমূহ দ্বারা কোনটি প্রস্তুত করা হয়?
Ⓐ মালিকানাস্বত্ব বিবরণী Ⓑ আর্থিক অবস্থার বিবরণী
Ⓒ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓓ আয় বিবরণী **Ans B**

19. কোন ধরনের কারবার প্রতিষ্ঠানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়?
Ⓐ ক্ষুদ্র একমালিকানা কারবার Ⓑ অংশীদারি কারবার
Ⓒ সমবায় সমিতি Ⓓ যৌথ মূলধনি কারবার **Ans A**

CamScanner